পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1558, Saturday, 30 December 2023 FREE www.parichoy.com

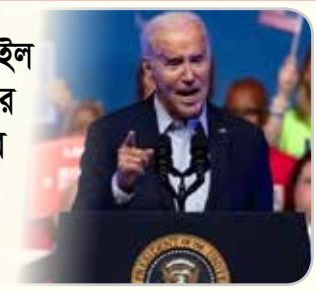

বাইডেনের ইসরাইল নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ ভোটারদের ক্ষোভ বাড়ছে

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- নির্বাচন পরবর্তী বৈশ্বিক ধাক্কা সামাল দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ -পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-৫ম পাতায়
- ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বাংলাদেশ-লন্ডনভিত্তিক সিইবিআরের পূর্বাভাস-৫ম পাতায়
- ইউরোপে আশ্রয় পেতে রেকর্ড আবেদন বাংলাদেশিদের-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় ঋণ ১৭ হাজার ৩৬৬ টাকা-৫ম পাতায়
- ট্রাম্প কি শেষ পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াতে পারবেন-৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পকে বিচারের বাইরে রাখা উচিত নয় বললেন বাইডেন-৬ষ্ঠ পাতায়
- যে চার কারণে বাইডেনকে হটিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারেন ট্রাম্প-রয়টার্স এর বিশ্লেষণ -৬ষ্ঠ পাতায়
- সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন ঠেকানোর পদক্ষেপ 'জোরদারে' রাজি মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র-৭ম পাতায়
- গুগলে গড় বার্ষিক বেতন ২ লক্ষ ডলারের বেশী, তবু কর্মীদের অভিযোগ, ঠকানো হচ্ছে-৭ম পাতায়
- স্ত্রীর সঙ্গে পর্নো ভিডিও বানানোর দায়ে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বরখাস্ত-৭ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

চলতি বছর বন্দুক সহিংসতায় ৪২ হাজারের বেশি আমেরিকান নিহত

ভারতের অমিত শাহের কৌশলেই শেখ হাসিনার 'বুথ লেভেল ম্যানেজমেন্ট'?

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাইডেনের ইসরাইল নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ ভোটারদের ক্ষোভ বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি মেরুকরণের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার একটি হতে যাচ্ছে। কিন্তু গাজায় যুদ্ধের জেরে ইসরাইলের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন বাইডেনের মূল সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত তরুণ ভোটারদের সাথে তার জোরালো দ্বন্দ্ব তৈরি করছে।

আবদুল ওসমানু (২২) নিশ্চিত নন যে তিনি আবার জো বাইডেনের পক্ষে ভোট দিতে পারবেন। তিনি বলেন, এই দ্বিধাগুলির বেশিরভাগই ইসরাইলের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের সমর্থনের কারণে। মার্কিন মদদেই ইসরাইলি বাহিনী গাজায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। ২০২১ সালে স্থানীয় টাউন কাউন্সিলে নির্বাচিত ওসমানু বলেন, 'একজন শান্তিপ্রিয়, মুসলিম ও কালো মানুষ হিসেবে, ফিলিস্তিনিদের দমন-পীড়ন দেখতে ভয়ানক। এটা আমার জন্য কঠিন হবে, আমার বিবেকে, এমন একজন রাষ্ট্রপতিকে ভোট দিতে যে বিভিন্ন উপায়ে এমন দমন-পীড়নে মদদ ও সহায়তা করে।'

কানেকটিকাটের এই তরুণ ভোটার বিবিসিকে বলেন, তিনি ২০২৪ সালে তৃতীয় কোনো প্রার্থীকে ভোট দেবেন নাকি রাষ্ট্রপতির ব্যালট ফাঁকা রাখবেন, তা ভাবছেন। তবে সিদ্ধান্ত

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ইউরোপে আশ্রয় পেতে রেকর্ড আবেদন বাংলাদেশিদের

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়াবে। জোটের অভিবাসন সংস্থার প্রধান নিনা গ্রেগরি একথা বলেছেন। তিন বলেন, সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে গত অক্টোবরে। ওই মাসে ১ লাখ ২৩ হাজার আশ্রয় আবেদন হয়েছে, যা মাসিক হিসাবে গত সাত বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) তিনি জার্মানির ফুঙ্কে মিডিয়া গ্রুপের সংবাদপত্রগুলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। গ্রেগরি মনে করেন, আগামী কয়েক বছরও এই

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন পরবর্তী বৈশ্বিক ধাক্কা সামাল দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ -পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচন পরবর্তী যেকোনো বৈশ্বিক চাপ কূটনৈতিকভাবে সামাল দেয়াই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন তবে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষত: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে কিনা, তা নিয়ে এখনই ভাবছে না সরকার। সচিব বলেন, আপাতত লক্ষ্য সুষ্ঠু ভোট। এ নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অঙ্গীকার রয়েছে। এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ। কাঙ্ক্ষিত টার্ন ওভার হবে বলেই আশা করছি।

জনগণের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞা বা অন্য যাই আসুক আমরা আশা করি তা যৌক্তিকভাবেই মোকাবিলা করতে পারবো। গতকাল সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয় ক্যাফেটেরিয়াতে কূটনৈতিক রিপোর্টারদের সঙ্গে ইয়ারঅ্যান্ডিং মতবিনিময় সভায় মিলিত হন পররাষ্ট্র সচিব। সেখানে নির্বাচন, রাজনীতি, মার্কিন ভিসা নীতি ও নিষেধাজ্ঞাসহ সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন। সেই সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে আসে বিদায়ী বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, ব্যর্থতা এবং নতুন বছরের চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গও। সচিব বলেন,

২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বাংলাদেশ

লন্ডনভিত্তিক সিইবিআরের পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: লন্ডনভিত্তিক সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে ২০৩৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

সিইবিআর পূর্বাভাস দিয়েছে, বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ এবং ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে গড়ে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে উন্নীত হবে। অবশ্য পরবর্তী দশকে কমে প্রতি বছর গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। আগামী ১৫ বছরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিলের (ডাব্লিউইএলটি) র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

সিইবিআরের পূর্বাভাস, বাংলাদেশ ২০৩৮ সালের মধ্যে টেবিলে ১৭ ধাপ উপরে উঠে আসবে, বর্তমান অবস্থান ৩৭তম। আগামী বছরের মধ্যে বাংলাদেশ তিন ধাপ এগিয়ে যাবে এবং ২০৩৩ সালের মধ্যে ২৩তম স্থানে উঠে আসবে।সিইবিআর ১৯২টি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। ২০২৩ সালের হিসাবে, বাংলাদেশের মাথাপিছু ক্রয় ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) সমন্বিত জিডিপি ৮ হাজার ৬৭৩ ডলার ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অনুমান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থনীতির ৭ দশমিক ১ শতাংশ সম্প্রসারণের পর গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে আউটপুট প্রাক-মহামারি স্তরের চেয়ে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশের ওপরে দাঁড়িয়েছে।শিল্প কর্মকাণ্ডের সংকোচনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কমেছে। যার অন্যতম কারণ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে রপ্তানি চাহিদা কমে যাওয়া।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় ঋণ ১৭ হাজার ৩৬৬ টাকা

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৩৭ শতাংশ মানুষ ঋণ করে সংসার চালাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের গড় ঋণ ৭৩ হাজার ৯৮০ টাকা। মাথাপিছু গড় ঋণ ১৭ হাজার ৩৬৬ টাকা। ঋণগ্রস্ত পরিবার হিসাবে এই অঙ্ক আরো অনেক বেশি। বিশেষ করে শহরের মানুষকে বেশি ঋণ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য।

গত বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস সম্মেলন কক্ষে 'হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিচার সার্ভে (এইচআইইএস) ২০২২' এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এ সময় তিনি ভিডিও বার্তায় বক্তব্য দেন। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন- ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. মো. কাউছার আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ এমপিএইচ।

বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২২ সালে জাতীয়ভাবে প্রতিটি পরিবারের গড় ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ হাজার ৯৮০ টাকা। গড়ে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪.২৬ ধরে মাথাপিছু ঋণ বেড়েছে ১৭ হাজার ৩৬৬ টাকা।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

কে কি বললেন

'নির্বাচন বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের জনগণই তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।' -ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি

ভোটের পার্সেন্টেজ কম হলে দেশের অবস্থা গাজার মতো হবে - নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের (ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ) সংসদ সদস্য ও দ্বাদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী একেএম শামীম ওসমান

নির্বাচন করলেও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না - নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম

আওয়ামী লীগের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হলো স্মার্ট লুটপাট-আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশহেতারের প্রসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্প কি শেষ পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াতে পারবেন

রিচার্ড কে শেরউইন : ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের হয়ে কে প্রার্থী হবেন, তা ঠিক করতে আগামী ৫ মার্চ কলোরাডোতে অনুষ্ঠেয় 'প্রাইমারি ইলেকশনে' মার্কিন ভোটাররা ভোট দেবেন। প্রাইমারি ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই এই প্রশ্ন সামনে আসছে, কলোরাডোয় রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে দলটির ব্যালটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম থাকছে কি না।

সম্প্রতি কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প নির্বাচন করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে একটি রায় দিয়েছেন। এই রায়কে কেউ 'বিস্ফোরক'; কেউ 'বোমা ফাটানো'; কেউবা 'গণতন্ত্রের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ' বলে আখ্যায়িত করছেন। রায়টি হলোড়না'। অর্থাৎ কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, ট্রাম্প কলোরাডোর প্রাইমারিতে দাঁড়াতে পারবেন না।

কলোরাডোর শীর্ষ আদালতের সাতজন বিচারপতির চারজন চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ট্রাম্পের নির্বাচনী কপালে সিলগালা মেরে দিয়েছেন। কারণ, ৩ নম্বর ধারায় ফেডারেল কিংবা অঙ্গরাজ্যের সামরিক-বেসামরিক দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে 'দেশদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখা হয়েছে।

২০২০ সালের শেষ দিকে এবং ২০২১ সালের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা মসৃণভাবে হস্তান্তরের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তাতে ট্রাম্প জেনেশুনে ঠান্ডা মাথায় জড়িত হয়েছিলেন মর্মে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের নিম্ন আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পকে ভোটে দাঁড়ানোর অযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন।

নির্বাচনে কারসাজি হয়েছে বলে ট্রাম্প মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিলেন; তিনি ইলেকটোরাল ভোট গণনায় বাধা দিতে সমর্থকদের উত্তেজিত করেছিলেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনী ফল ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার রাখা নির্বাচকদের স্বাক্ষরের জায়গায় ভুয়া নির্বাচকদের স্বাক্ষর প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনায় তিনি জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। আদালত তাঁর রায়ে উপসংহার টেনেছেন: এসব কাজ মার্কিন সংবিধানের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহের সমান।

ট্রাম্পের এসব কর্মকাণ্ড তাঁকে অতীতের সেই সব সরকারি কর্মকর্তার কাতারে নিয়ে এসেছে, যাঁরা ১৮৬০ এবং ১৮৬১ সালে তাঁদের অঙ্গরাজ্যগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের অপচেষ্টায় জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকার কনফেডারেট স্টেটস প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। পরে একগুচ্ছ সাংবিধানিক সংশোধনীর (যেটিকে আমেরিকার 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা' বলেও মনে করা হয়) মধ্য দিয়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি (১৮৬১-৬৫) হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ত্রয়োদশ সংশোধনী দাসপ্রথার সমাপ্তি ঘটিয়েছিল; পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সর্বজনীন পুরুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং চতুর্দশ সংশোধনী 'সকল ব্যক্তি'কে যথাযথ প্রক্রিয়ার ফেডারেল অধিকার ও সমান সুরক্ষা দিয়েছিল।

চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারায় সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ব্যক্তিদের সরকারি পদে নিষিদ্ধ করে গণতন্ত্রকে অধিকতর সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি যদি সিনেটর বা কংগ্রেসের সদস্য, প্রেসিডেন্টের বা ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্বাচক, কোনো দপ্তরের প্রধান কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অথবা অঙ্গরাজ্যের অধীন সামরিক অথবা বেসামরিক কর্মকর্তা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সেই শপথ ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন বা বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকেন বা সংবিধানের শত্রুদের কোনো ধরনের সহায়তা দেন, তাহলে তিনি আর ওই সব পদে বসতে পারবেন না।'

কলোরাডোর নিম্ন আদালত ও অঙ্গরাজ্যটির সুপ্রিম কোর্ট *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

কলোরাডোর পর মেইন অঙ্গরাজ্যের ব্যালটে ধাক্কা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) আমেরিকার উত্তর-পূর্বের স্টেট মেইনের সেক্রেটারী অফ স্টেট জানিয়েছেন প্রাথমিক নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প।আগামী বছরের নভেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। চলতি মাসেই কলোরাডো স্টেটের সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই স্টেটের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল, উক্ত স্টেটে প্রাথমিক নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারবেন না রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প। কলোরাডোর পর আমেরিকার আরও একটি স্টেট, মেইনেও ভোটে লড়ার আগে বাধার সম্মুখীন হলেন ট্রাম্প। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে হারাতে সমর্থন ভিত্তি বাড়াচ্ছেন নিকি

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিকি হ্যালি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থিতার লড়াইয়ে থাকা নিকি হ্যালি সাম্প্রতিক সময়ে মতামত জরিপে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ট্রাম্পের চিরপরিচিত বাগাড়ম্বর এবং নানা আইনি জটিলতার কারণে শিক্ষিত, ধনী এবং উপশহরের বাসিন্দা পেশাজীবীরা বিরক্ত হয়ে নিকি হ্যালিকে সমর্থন দিচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিকি হ্যালির সমর্থক এবং বিরোধী উভয় পক্ষই বলছে, মনোনয়ন লাভের দৌড়ে আরো এগিয়ে গিয়ে ট্রাম্পকে পরাস্ত করতে হলে দ্রুত সমর্থকদের জোট বড় করতে হবে নিকিকে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের মানুষ, মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী আর স্বল্প শিক্ষিতদেরও দলে ভেড়াতে হবে তাঁকে। আটজন জরিপ পরিচালনাকারী ও কৌশলবিদ এমনই মত দিয়েছেন। আইওয়া অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান দলের ১৫ জানুয়ারির মনোনয়নের লড়াইকে সামনে রেখে চলতি মাসে অঙ্গরাজ্যটির ট্রাম্পবান্ধব এলাকাগুলোতে ছুটছেন হ্যালি। এর মধ্যে কঠিন রক্ষণশীল উত্তরের সীমান্ত অঞ্চলেও গেছেন তিনি। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে বিচারের বাইরে রাখা উচিত নয় বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: এমন একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির কথা আমি ভাবতে পারিনা যার কিনা ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। সম্প্রতি এ কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। খবর আরটির। ২০২১ সালের ক্যাপিটল হিল দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে কিনা এই মামলার শুনানি করতে সুপ্রিম কোর্ট অস্বীকার করার পরে এমন মন্তব্য করেছেন বাইডেন।

শনিবার বাইডেনকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, 'কোনও রাষ্ট্রপতিকে' ফৌজদারি অভিযোগ থেকে রক্ষা করা উচিত কিনা। তখন বাইডেন উত্তর দেন তিনি এসন কিছুর কথা ভাবতেও পারেন না।

আগেরদিন মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ক্যাপিটল হিলে ৬ জানুয়ারি, ২০২১ সালের দাঙ্গার আগে তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যে চার কারণে বাইডেনকে হটিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারেন ট্রাম্প-রয়টার্স এর বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় থাকাকালে দুবার অভিশংসিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়া ফৌজদারি অভিযোগের নানা মামলা তো তাঁর ঘাড়ে রয়েছেই। এরপরও হোয়াইট হাউসের গদিতে আবার বসার সম্ভাবনা রয়েছে ট্রাম্পের।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাতে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হওয়ার বড় সম্ভাবনা রয়েছে ট্রাম্পের। জাতীয় পর্যায়ে করা বিভিন্ন জনমত জরিপের হিসাব বলছে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে নিজ দলের অন্যদের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে আছেন তিনি।

আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে আবারও মনোনয়ন পেতে পারেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রার্থী হলে নির্বাচনে বাইডেনের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। সেই নির্বাচনে চার কারণে জয় পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব পেতে পারেন বহু আলোচনা বিতর্ক তৈরি করা ধনকুবের ট্রাম্প।

নাখোশ ভোটার : জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন হোয়াইট হাউস বলছে, দেশের অর্থনীতি এখন ভালো অবস্থায় আছে। ট্রাম্প যখন ক্ষমতা ছেড়েছিলেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৬ দশমিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

চলতি বছর বন্দুক সহিংসতায় ৪২ হাজারের বেশি আমেরিকান নিহত

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় ৪২ হাজার ৩০০ জন নিহত হয়েছে। এ সময় দেশটিতে ৬৫০টি গণ-গুলিবর্ষণ, ৪০টি গণভাবে হত্যা, ১ হাজার ১৬১টি আত্মরক্ষামূলক ও ৫৪৩টি ছিল অনিচ্ছাকৃত গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার ২৬ (ডিসেম্বর) আমেরিকার অলাভজনক সংস্থা 'গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ' এর বরাত এ খবর জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষিকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, সরকারি তথ্য এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সূত্র থেকে গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ চলমান বন্দুক সহিংসতাকে মহামারী বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে যেসব মানুষ বন্দুক সহিংসতার শিকার হয়ে মারা গেছে তার বেশিরভাগই বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

তারপরই রয়েছে হত্যাকাণ্ড, আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং অনিচ্ছাকৃত গুলি। ৪২ হাজার ৩০০ জনের মধ্যে ১৮ হাজার ৫৪১ জন নিহত হয়েছে বন্দুক সহিংসতা সম্পর্কিত ঘটনায়। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে ৬৫০টির বেশি গণ-গুলিবর্ষণ, ৪০টি গণভাবে হত্যা, এক হাজার ১৬১টি আত্মরক্ষামূলক ঘটনা এবং এক হাজার ৫৪৩টি ছিল অনিচ্ছাকৃত গুলিবর্ষণের ঘটনা।

গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ বলছে, আমেরিকায় ২০২৩ সালে মোট ২৩ হাজার ৭৬০টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের বন্দুক সহিংসতায় মোট এক হাজার ৬০০ শিশু মারা গেছে যাদের বয়স শূণ্য থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এছাড়া, আহত হয়েছে চার হাজার ৪৪৪টি শিশু।

বন্দুক সহিংসতায় চলতি বছর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৪৬ জন সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া ১,৪১২ জন সন্দেহভাজন হামলাকারী নিহত হয়।

স্ত্রীর সঙ্গে পর্নো ভিডিও বানানোর দায়ে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বরখাস্ত

স্ত্রীর সঙ্গে পর্নো ভিডিও তৈরি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর গাউ। ছবি: উইসকনসিনলা ক্রস বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচয় ডেস্ক: স্ত্রীর সঙ্গে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও বানিয়ে অনলাইনে পোস্ট করার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। উইসকনসিনলা ক্রস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জো গাউকে গত বুধবার গভর্নিং বোর্ড বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন বোর্ড অব রিজেন্টস ১১টি আঞ্চলিক ক্যাম্পাসের তত্ত্বাবধান করে। এই বোর্ড গত বুধবার সন্ধ্যায় তাড়াহুড়ো করে রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকে। সেই বৈঠকে সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটে চ্যান্সেলর গাউকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়।

ভোটের পর ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের প্রেসিডেন্ট জে রথম্যান এবং রিজেন্টস প্রেসিডেন্ট কারেন ওয়ালশ বিবৃতিতে বলেন, গাউয়ের নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে বোর্ড সদস্যরা জানতে পেরেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। রথম্যান চ্যান্সেলর গাউয়ের কাজকে 'ঘৃণ্য' বলে অভিহিত করেছেন। ওয়ালশ বলেছেন, গাউয়ের কাণ্ডে তিনি বিরক্ত ও বিব্রত। তবে তাঁদের কেউই বিবৃতিতে অভিযোগের বিস্তারিত বলেননি।

জো গাউ ২০০৭ সাল থেকে ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনলা ক্রসের চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৬০এর দশকের পর তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়টির সবচেয়ে দীর্ঘ সময় চ্যান্সেলরের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী কারমেন উইলসন চ্যান্সেলরের অবৈতনিক সহকারী ছিলেন। তাঁকেও দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

গাউ গত বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেডেড প্রেসকে (এপি) বলেন, বোর্ড সদস্যরা এখন এসে আবিষ্কার করেছেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পর্নোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করেন।

গাউয়ের দাবি, ভিডিওগুলোর কোথাও তিনি উইসকনিসনলা ক্রস বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূমিকার কথা কখনো উল্লেখ করেননি। বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটি তাঁর বাক স্বাধীনতার অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।

গাউ বলেন, 'আমার স্ত্রী এবং আমি এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে আমাদের (সংবিধানের) প্রথম সংশোধনী রয়েছে। আমরা সম্মতিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক যৌনতা নিয়ে কাজ করছি। রিজেন্টরা (বোর্ড সদস্য) অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তাঁরা বাক্স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি বা প্রথম সংশোধনী মেনে চলেন না।'

বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন গাউ। তিনি এপিকে বলেন, 'গত রাতে আমি একটি ইমেইল পেয়েছি যে, আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমি যদি শুনানির সুযোগ পেতাম, তখন যুক্তিবাদী লোকেরা বুঝতে পারতেন আমার স্ত্রী এবং আমি কী তৈরি করছি।'

গাউ (৬৩) এবং তাঁর ৫৬ বছর বয়সী স্ত্রী বহু দিন ধরেই পর্নোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করছেন। তবে সম্প্রতি তাঁরা সেগুলো পর্নো ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেসব ভিডিওতে লাখ লাখ ভিউ পেয়েছেন বলে জানান তাঁরা। তাঁদের ভিডিওগুলোতে অন্য পর্নো তারকাদেরও দেখা যায়। গাউ ২০২৪ সালের বসন্তের সেমিস্টার শেষে চ্যান্সেলর হিসেবে

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন ঠেকানোর পদক্ষেপ 'জোরদারে' রাজি মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে সীমান্তে রেকর্ড পরিমাণ অভিবাসন ঠেকানোর পদক্ষেপ জোরদারে রাজি হয়েছেন মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশ দুটির সরকার।কয়েক হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে। এত পরিমাণ মানুষ একসঙ্গে সীমান্তে এর আগে সেই অর্থে কখনো দাঁড়াননি। তারা সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে চান। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মেক্সিকোর সঙ্গে সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমেরিকা। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। মেক্সিকো এবং আমেরিকার প্রশাসন যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সীমান্ত আবার খুলে দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মেক্সিকো সফরকে কেন্দ্র করে দেশ দুটি বলেছে, ভেনেজুয়েলা, কিউবান, নিকারাগুয়ান ও হাইতিয়ান অভিবাসীদের ঠেকানোর উপায় খুঁজতে হবে। তাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে। কারণ অভিবাসীদের ঠেকাতে বৈধ ক্রসিংগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

মেক্সিকো-অ্যামেরিকা সীমান্তে অভিবাসীদের বিরাট মিছিল

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন। ওই ফোনালাপের পরেই বাইডেন ব্লিঙ্কেনকে মেক্সিকো পাঠাতে সম্মত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবারই (২৮ ডিসেম্বর) আমেরিকায় ফেরত এসেছেন সপার্ষদ ব্লিংকেন। মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে।

এরপরেই একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানেই সীমান্ত খোলার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

গুগলে গড় বার্ষিক বেতন ২ লক্ষ ডলারের বেশী তবু কর্মীদের অভিযোগ, ঠকানো হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক জায়েন্ট গুগলের কর্মী হতে পারা অনেকের স্বপ্ন। এই মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্টের কর্মীদের বেতন নিয়েও রয়েছে নানা জল্পনাকল্পনা। কর্মীদের মোটা অঙ্কের বেতন দেওয়ার জন্য বেশ সুনাম রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এর জন্যই হয়তো গুগলে চাকরি পাওয়া সহজ নয়।

সম্প্রতি গুগল কর্মীদের বেতনের একটি স্প্রেডশিট হাতে পেয়েছেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইনসাইডারের সংবাদকর্মী রোজালি চ্যান, ম্যাডিসন হফ ও হিউ ল্যাংলি। এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল, কত পান গুগলের কর্মীরা। কর্মীদের মূল বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেখলে অনেকে চোখ কপালে উঠতে পারে। কিন্তু এরপরও বহু কর্মীই মনে করেন, তাঁদের ঠকানো হচ্ছে!

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেতনধারী ১ শতাংশ ব্যক্তির কাতারে গুগলের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

২০২২ সালে কর্মীদের বার্ষিক বেতনের একটি জরিপ থেকে জানা যায়, মাত্র ৬০ শতাংশ কর্মী মনে করেন, তাঁদের বেতন ন্যায্য ও ন্যায়সংগত। যেখানে ২০২১ সালের জরিপে এ অনুপাত ছিল ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ গুগলের কর্মীদের বড় একটি সংখ্যাই মনে করেন, তাঁদের বেতন ন্যায্য নয়।

স্প্রেডশিটে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গুগলের ক্লাউড সেলসে কাজ করা কোনো কর্মীর মূল বেতন ৫০ হাজার ডলার থেকে শুরু করে ৩ লাখ ২ হাজার ডলার পর্যন্ত। আর কারিগরি (টেকনিক্যাল) কাজের ক্ষেত্রে এ বেতন শুরু হয় ৪৭ হাজার ডলার থেকে এবং অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্টের ন্যূনতম মূল বেতন ৬৭ হাজার ৫০৯ ডলার। গুগলের এ সর্বনিম্ন মূল বেতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গড় আয়ের কাছাকাছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যান্য সুযোগসুবিধা। গুগলের মোট বেতনের মধ্যে মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত হয় বোনাস ও ইকুইটি (কোম্পানির শেয়ার)।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের প্রতিবেদন অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সাপ্তাহিক গড় আয় ১ হাজার

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ভূখণ্ড কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না-পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে চলমান রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের ভূখণ্ড কখনই কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের মতামত পরিষ্কার।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ডিক্যাব) সঙ্গে হওয়া এক আলোচনায় এসব বলেন তিনি।

মাসুদ বিন মোমেন বলেন, আমাদের ভূমিকে কখনও কাউকে ব্যবহার করতে দেব না। সেটা যদি আমাদের প্রতিবেশী বা অন্য কারও বিরুদ্ধে যায় অথবা অন্য কারও স্বার্থের ব্যাপারও থাকে, তারপরও দেব না। এ ব্যাপারে আমরা ক্লিয়ার। আমরা সব ধরনের যুদ্ধের বিপক্ষে।

রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ২০১৭ সালে মিয়ানমার যখন রোহিঙ্গাদের পাঠাল তখন নানা রকমের উসকানি ছিল। কিন্তু তখন আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে বলা হয়েছিলো, কোনো দ্বন্দ্বে না জড়াতে। কোনো কিছুতেই জড়াইনি। কারণ আমরা কোনো দ্বন্দ্ব চাই না।

এ বিষয়ে মোমেন আরো বলেন, অবশ্যই আমরা কোনো ধরনের যুদ্ধ চাই না, হোক সেটা বাস্তব আর ছায়া যুদ্ধ। মোট কথা এর বিপক্ষে আমাদের অবস্থান। মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী। ভারতও তাই। এ দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সীমান্ত রয়েছে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, উন্নয়ন।

আর কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়টি দেখা। যে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব, ছায়া যুদ্ধ বা অন্য কিছু আমাদের যে অভীষ্ট লক্ষ্য আছে সেটা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সেজন্য আমরা সবসময় চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছি।

তিস্তায় চীনের প্রস্তাবে ভারতের আপত্তি থাকলে ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় এগোবে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন বলেছেন, তিস্তা প্রকল্পে চীনের প্রস্তাবে ভারতের আপত্তি থাকলে ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় এগোতে হবে।গত বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গত ২১ ডিসেম্বর বলেছেন, এরই মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তিস্তা নদী বিষয়ক কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব আমরা পেয়েছি। আসন্ন নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তিস্তা নদীর উন্নয়নে চীন কাজ করতে আগ্রহী। আশা করছি, আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারব।

চীনের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কি? বাংলাদেশ চীনের কাছে তিস্তা নদীর উন্নয়নসংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব করেছে কি না। এই প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল এবং ব্যয় কত? এ সব প্রশ্নের উত্তরে সেহেলী সাবরীন বলেন, চীন বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দেশ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে তারা সহযোগিতা করে আসছে। তিস্তা নদীর বাংলাদেশ অংশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সহযোগিতা করার ব্যাপারেও চীন আগ্রহ

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য দিচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জানালো টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা এবার সর্বোচ্চ ১৬৪ জন। নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৭ শতাংশই কোটিপতি। শতকোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৮। সর্বোচ্চ কোটিপতির প্রদর্শিত সম্পদমূল্য ১ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। অতীতের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে বেশি সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের জমা দেওয়া মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে ওনির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র: জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে? শীর্ষক এই বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

সেই সঙ্গেওহলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি শীর্ষক একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছে টিআইবি।

প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে থাকা ড্যাশবোর্ড থেকে ভোটাররা নিজ এলাকার প্রার্থীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন।

সর্বশেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচন ও আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে টিআইবি জানিয়েছে, অতীতের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে বেশি সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগে কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন ২৭ শতাংশের কিছু বেশি। সেটি ১৫ বছরের ব্যবধানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬ শতাংশে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র নির্বাচন করা প্রার্থীদের প্রায় ৪৭ শতাংশই কোটিপতি।

প্রার্থীদের মধ্যে অন্তত একজন তার বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য হলফনামায় গোপন করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে টিআইবি। তারা বলেছে, সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তত একজন সদস্যের নিজ নামে বিদেশে একাধিক কোম্পানি থাকার প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আমি মন্ত্রী হয়েছি ১০ বছর আর ব্যবসা করি ৩০ বছর - ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের নৌকার প্রার্থী ও ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এমপি বলেছেন, আমি মন্ত্রী হয়েছি ১০ বছর আর ব্যবসা করি ৩০ বছর। আমি লন্ডনে পড়াশোনা করেছি। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলাম। আমরা পারিবারিক ভাবে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমি মন্ত্রীত্বের চেয়ার কখনো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিনি। সেটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। আমি এখানে জাতিকে দিতে এসেছি, নিতে আসিনি। শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে কর্ণফুলী উপজেলার পশ্চিম চরলক্ষ্যা মৌলভীপাড়া স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিএনপির উদ্দেশ্য বলেন, সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হবে। এটাই গণতন্ত্রের শক্তি। বিএনপিকে দেশের মানুষ

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

সমাজকল্যাণমন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধার সনদ 'ভুয়া' দাবি ছোট ভাইয়ের

পরিচয় ডেস্ক: লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের মুক্তিযোদ্ধার সনদওভুয়া বলে দাবি করেছেন তারই আপন ছোট ভাই মাহবুবুজ্জামান আহমেদ।'কালীগঞ্জ উপজেলার সব মুক্তিযোদ্ধা বিষয়টি জানেন। কিন্তু ক্ষমতার দাপট থাকায় কেউই সমাজকল্যাণমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পান না।'

গত বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় এই দাবি করেন তিনি।মাহবুবুজ্জামান আহমেদ কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি লালমনিরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশিদের কৃষি ও স্পন্সর ভিসা দিচ্ছে ইতালি

পরিচয় ডেস্ক: ইতালিতে কৃষি ও স্পন্সর ভিসায় আসতে আগ্রহী আবেদনকারীদের নিয়োগকর্তার মাধ্যমে অনলাইন আবেদনের প্রথম দিনকে ক্লিক-ডে বলা হয়। এবার বিভিন্ন খাত ও সেক্টর অনুযায়ী, এটির তারিখ ছিল ২, ৪ এবং ১২ ডিসেম্বর। কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে মৌসুমি ও স্পন্সর ভিসায় বিদেশি কর্মী আনতে চলতি বছরের অক্টোবরে ডিক্রি ও গ্যাজেট প্রকাশ করেছিল ইতালি।

স্পন্সর ভিসায় কর্মী আনতে যেসব দেশের সঙ্গে ইতালির বিশেষ সহযোগিতা চুক্তি আছে, এমন দেশের নাগরিকদের ডিসেম্বরের দুই তারিখ থেকে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ প্রায় ৩৫টি দেশ এই তালিকায় রয়েছে।

গত ২ ডিসেম্বর আবেদনের আহ্বানে প্রায় ৩৯ হাজার কোটার বিপরীতে দুই লাখ ৪২ হাজার ৮২৬টি আবেদন নথিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গৃহশ্রমিক ও পরিচর্যাকারী কোটায় সরকারের পক্ষ থেকে নয় হাজার ৫০০টি আবেদন আহ্বান করা হলেও প্রথম চার মিনিটেই আবেদন জমা পড়ে ১১ হাজার ৩৬৩টি। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

যেসব দেশের সঙ্গে চুক্তি

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার এর প্রতিবেদন : ভোটার টানতে আড়াই লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ

ভারতের অমিত শাহের কৌশলেই শেখ হাসিনার ‘বুথ লেভেল ম্যানেজমেন্ট’?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের শাসকদল সূত্রের খবর, ‘রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেন’ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩০০টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রায় আড়াই লক্ষ ‘প্রার্থনা কর্মী’র বাহিনী গড়া হবে।

বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের আর দু’সপ্তাহও বাকি নেই। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের ভোট বয়কটের প্রচার উপেক্ষা করে ভোটারদের বুথমুখী করাই বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামী লীগের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তবে বসে নেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল। ভোটারদের বুথে আনতে ইতিমধ্যেই অভিনব কৌশল নিয়েছে তারা। যা মনে করিয়ে দিচ্ছে, ২০১৪ সালে বিজেপি সভাপতি হওয়ার পরে অমিত শাহের ‘বুথ লেভেল ম্যানেজমেন্ট’ তত্ত্বের কথা।

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০টি আসনে নির্বাচন হবে। সে দিন ভোটারদের বুথে নিয়ে আসার জন্য ইতিমধ্যেই বহুমুখী কৌশল নিয়েছে হাসিনার দল। ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচির পাশাপাশি শুরু হয়েছে, দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণপর্ব। তার মধ্যে অন্যতম ‘রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেন’ নামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই প্রশিক্ষণে নির্বাচনের দিন ভোটারদের বুথ নিয়ে আসার ব্যবস্থাপনা শেখানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের শাসকদল সূত্রের খবর, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৩০০টি আসনে প্রায় আড়াই লক্ষ ‘প্রার্থনা কর্মী’র বাহিনী গড়া হবে। তাঁরা ভোটের দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছে বুথে যাওয়ার অনুরোধ জানাবেন এবং বুথে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। পাশাপাশি, আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ‘অফলাইন ক্যাম্পেন’ নামে একটি কর্মসূচিতে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ‘প্রশিক্ষিত প্রচারকর্মীরা’ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার অনুরোধ জানাবেন।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদার নেতৃত্বাধীন বিএনপি এবং তাদের সহযোগী জামাতে ইসলামি-সহ কয়েকটি দল জাতীয় সংসদের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাগরিকদের কাছে ভোট বয়কটের আবেদন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘আমি আর ডামির ভোট’! হাসিনাকে দুষে খালেদার পথেই নির্বাচন বয়কটে বাংলাদেশের বামেরা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০টি আসনে নির্বাচন হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদার দল বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন ১২ দলের জোটের পাশাপাশি বামেরাও ভোট বয়কট করেছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১২ দলের জোটের পরে এবার বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কটের প্রচারে পথে নামল সে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক জোট। বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী দল (বাসদ), বিপ্লবী কমিউনিস্ট লিগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি-সহ একাধিক বাম দল এই ভোট বয়কটের পথে নেমেছে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

টিকিট ছাঁটলেন আওয়ামী লীগের ৭৭ জন সাংসদের! মোদীর কৌশলে বাজিমাত করতে সক্রিয় হাসিনা?

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ এ বার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তাদের ৭৭ জন সাংসদকে টিকিট দেয়নি। মনে করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া এড়াতেই এই কৌশল।

ভোটের ময়দানে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া ঠেকাতে বিদায়ী বিধায়কের টিকিট ছাঁটাইয়ের কৌশলে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সফল হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তী সময়ে অন্য কয়েকটি রাজ্যের ভোটেও তাঁর দল বিজেপি ওই নীতি অনুসরণ করেছে। হাতে গোনা কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য মিলেছে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি সন্ত্রাসী দল - বরিশালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী দল। এই সন্ত্রাসী দলের রাজনীতি করার অধিকার বাংলাদেশে নেই। কারণ তারা মানুষ পোড়ায়, মানুষ হত্যা করে। আমাদের রাজনীতি মানুষের কল্যাণে, আর ওদের রাজনীতি মানুষ হত্যায়। তাদের কী মানুষ চায় বলেন? তাদের মানুষ চায় না। গত শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা যখন জনগণের জন্য উন্নয়ন করি, তখন ওই বিএনপি-জামায়াত করে অগ্নিসন্ত্রাস। রেললাইনের ফিস প্লেট ফেলে দিয়ে, বগি ফেলে দিয়ে মানুষ হত্যার ফাঁদ পাতে। রেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। মা-সন্তানকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে- এই অবস্থায় আগুনে পুড়ে কাঠ হয়ে গেছে। এই দৃশ্য পুরো বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে। আসে আগুন, গাড়িতে আগুন, ঠিক ২০০১ সালে শুরু করেছিল। এরপর ১৩-১৪ একই ঘটনা ঘটায়। এখন আবার অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছে। আমি ধিক্কার জানাই বিএনপি-জামায়াতকে।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমি বরিশালে উপস্থিত হয়েছি। ৭ জানুয়ারি নির্বাচন, সেই লক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শূন্য হাতে বাংলাদেশ বিনির্মাণের যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি যখন দায়িত্ব নেন তখন মাথাপিছু আয় ছিল ৯১ ডলার। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার তিন বছরের মধ্যে তা ২৭৭ ডলারে উন্নীত করেন। তিনি অসহায়দের জন্য অকাতরে সব বিলিয়ে দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির জনককে হত্যা নয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করেছিল। এরপর অবৈধভাবে জিয়া, এরশাদ ক্ষমতায় আসে। তারা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারেনি। একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ উন্নয়নে দেশের সোনালী সময় ছিল। দুর্ভাগ্য চক্রান্ত করে ২০০১ সালে আমাকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। বরিশালে নেতাকর্মীদের যে নির্যাতন করা হয়েছিল তা অবর্ননীয়। ২০০১ থেকে ২০০৬ ছিল *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বরিশালে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা: পংকজ ও শামি সমর্থকদের সংঘর্ষে নিহত ১

পরিচয় ডেস্ক: বরিশালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার আগে বরিশাল ৪ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শামী আহম্মেদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী পংকজ দেবনাথের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৩টার দিকে বঙ্গবন্ধু উদ্যানে সভাস্থলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিরাজুল ইসলাম সিকদার (৫৫) হিজলা উপজেলার কুড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গুয়াবাড়ি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক লীগ সভাপতি। দুই পক্ষই নিহত সিরাজুলকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছে।

পংকজ দেবনাথ বলেন, ওআওয়ামী লীগ মনোনীত শামী আহম্মেদের লোকদের হামলায় আমার ৩৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম মারা গেছে। তাকে পিটিয়ে আহত করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

দুয়েকটি দেশের হুমকিতে লাভ হবে না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আফগানিস্তান নয়, কাজেই দুয়েকটি দেশের হুমকি-ধমকিতে কোনো লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট -১ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ১৭ কোটি মানুষের দেশ। অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিশ্বের ৩৩তম অবস্থানে রয়েছে। আমরা এখন আত্মনির্ভরশীল। সব দেশের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক আছে। সুতরাং আমাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে লাভ হবে না।’ শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) সিলেট নগরীতে নির্বাচনী প্রচারণাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি।

নগরীর উপশহর এলাকায় সমর্থকদের নিয়ে সকালে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেন ড. মোমেন। এরপর তেরো রতন ও গোটাটিকর শিল্প এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন ও ভোট *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে প্রকৃত লুটপাট অনেক বেশি বললেন সিপিডির ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে লুটপাটের যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় প্রকৃত লুটপাট আরও বেশি বলে মনে করেন গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেছেন, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে সম্প্রতি সিপিডি যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তা 'আইসবার্গ' মাত্র। গত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সংলাপে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সিপিডির প্রতিবেদনে ব্যাংকিং খাত থেকে গত ১৫ বছরে ৯২ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের যে তথ্য এসেছে, তা তাদের নিজস্ব কোনো গবেষণা নয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তারা এ হিসাব করেছেন। কবে কোন পত্রিকায় এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার তালিকাও সিপিডির কাছে রয়েছে।গ

ত ২৩ ডিসেম্বর শনিবার দেশের অর্থনীতির ওপর সিপিডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ২৪টি আর্থিক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তারা বলেছেন, ব্যাংকিং

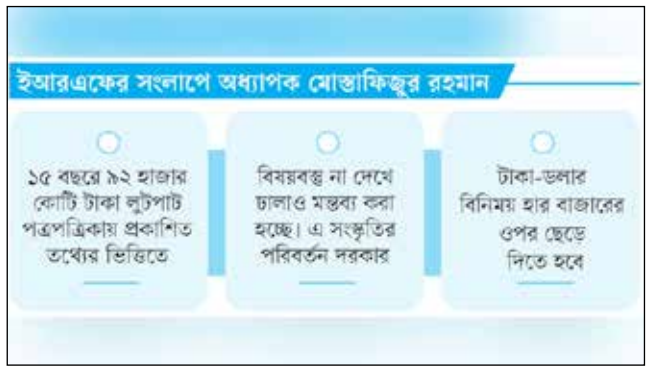

খাত নিয়ে সিপিডির তথ্য নির্জলা মিথ্যা। অনিয়মের তথ্য সিপিডিকে প্রমাণ করতে হবে। সিপিডি এ তথ্য কোথায় পেয়েছে বলে তারা প্রশ্ন করেন।

সরকারের দুই মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। কে এবং কারা বিষয়টি উপস্থাপন করেছে, সে বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অথচ বিষয়বস্তু আগে দেখার দরকার ছিল। তিনি বলেন, এ সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার। এটি রাজনীতির জন্যও মঙ্গলজনক নয়। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে এ সংস্কৃতির পরিবর্তন হবে। কারণ, রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। ভালো রাজনীতি মানেই ভালো অর্থনীতি।

'অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে সংলাপ' শিরোনামে ইআরএফের এ আয়োজন রাজধানীর পল্টনে সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আলোচিত সমসাময়িক নানা ইস্যুতে তিনি মত দেন। নিজের বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ব্যাংকিং খাতে অব্যবস্থাপনা-অনিয়ম চলছে। খেলাপি ঋণ বাড়ছে। কিছু ব্যাংক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়েছে। ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতির প্রভাব পুরো অর্থনীতিতে পড়েছে। ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এ খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে দুর্বল ব্যাংকগুলো একীভূত করার বিষয় আগে থেকে বলে আসছেন তারা।

তিনি বলেন, শ্রম অধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালে ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাংকসহ দেশি-বিদেশি অন্তত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান আসছে ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭ থেকে ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। এসব বিনিয়োগের আওতায় বে-টার্মিনাল নির্মাণসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ মিলিয়ন কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। আর এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতি।

গত ২৭ ডিসেম্বর বুধবার চট্টগ্রাম বন্দর ভবনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সার্বিক বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি এবং এর ধারাবাহিকতা, বিশেষ করে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের যে বিষয়টা...। প্রতি বছর ৮ থেকে ৯ শতাংশ যে বৃদ্ধি, সেটার জন্য সারাবিশ্ব এখন বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

'বে-টার্মিনালকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করছি আমরা। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বছরের শেষ দিন চালু হবে ঢাকায় মেট্রোরেলের সব স্টেশন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৩১ ডিসেম্বর অর্থাৎ বছরের শেষ দিন ঢাকায় মেট্রোরেলের শাহবাগ ও কারওয়ান বাজার স্টেশন চালু হওয়ার মাধ্যমে এমআরটি ৬ লাইনের ডিয়াবাড়ী থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১৬ স্টেশনই চালু হবে। এদিন থেকে উত্তরা টু মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের সব স্টেশনেই মেট্রো ট্রেন থামবে। তবে এখনই সময়সূচির কোনো পরিবর্তন আসবে না।

গত ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মেট্রোরেলের নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, গত বছর থার্টি ফার্স্টের রাতে ওড়ানো ফানুসের কারণে মেট্রোরেলের ক্যাটানারিতে পড়ে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল। তাই এবার ফানুস ওড়ানো বন্ধের ব্যবস্থা নিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মেট্রোরেলের লাইনের দুই পাশে এক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

খাদ্য আমদানিতে চীন ও ফিলিপাইনের পর বিশ্বে তৃতীয় বাংলাদেশ জানালো এফএও

পরিচয় ডেস্ক: খাদ্য আমদানির ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়ছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)।বিশ্বের খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা ২০২৩-এ তথ্যটি জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববাজার থেকে খাদ্য আমদানির ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়ছে।

এফএওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৯ কোটি ৩৩ লাখ টন কৃষিপণ্য উৎপাদন করেছে। একই বছর বিশ্ববাজার থেকে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টন খাদ্যপণ্য আমদানি করে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। খাদ্য আমদানিতে ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে আছে গম, ভোজ্যতেল ও গুঁড়ো দুধ।

এই তালিকায় সবার শীর্ষে চীন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ফিলিপাইন।

তবে খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে যে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে তা দেখিয়েছে এই প্রতিবেদন। এই তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশ হচ্ছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, চীন ও ফ্রান্স। বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে।

বাংলাদেশে আমদানিনির্ভর খাদ্যপণ্যের মূল্য বেশিড়এ কথা উল্লেখ করে এফএও বলেছে, মাথাপিছু ভোজ্যতেল, মাংস, দুধ এবং এ ধরনের পুষ্টিকর খাবারের ব্যবহার সবচেয়ে কম। তবে চাল, শাকসবজি, মাছ ও ফলের মতো দেশে উৎপাদিত খাদ্যের মাথাপিছু ব্যবহার *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে প্রধান খাদ্যপণ্য সরবরাহ সংকটে পড়ার আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য বিশ্বব্যাপী কৃষকদের বেশি পরিমাণে দানাদার শস্য ও তেলবীজ আবাদে আগ্রহী করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশগুলোয় এল নিনোর প্রভাব, রফতানি নিষেধাজ্ঞা ও বায়োডিজেলের উচ্চ চাহিদা এতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী গম, ভুট্টা ও সয়াবিনের দাম গত কয়েক বছর ধরে উর্ধ্বমুখী। কৃষ্ণ সাগর দিয়ে রফতানি সমস্যা শিথিল হয়ে আসা ও বৈশ্বিক মন্দার উদ্বেগে এ বছর খাদ্যশস্যের গড় দাম বিগত বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা কমতির দিকে। তবে সরবরাহ ঘাটতি ও খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে নতুন বছরে

এসব পণ্যের বাজার নাজুক হয়ে পড়তে পারে। সিডনির কৃষি ব্রোকারেজ আইখন কমোডিটিসের উপদেষ্টা পরিষেবার পরিচালক ওলে হাউ বলেছেন, '২০২৩ সালে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যেসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে

কৌশিক বসু : সম্প্রতি কলম্বিয়ার মেডেলিনে শেষ হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এসোসিয়েশন (আইইএ)-এর ২০তম বৈশ্বিক সম্মেলন। ত্রিবার্ষিক এই আয়োজনটি সারা বিশ্বের স্কলারদের একত্রিত হয়ে অর্থনীতির নতুন নতুন চিন্তাধারা ও সর্বশেষ উন্নয়নগুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি সুযোগ তৈরি করে। এবছরের সম্মেলনে আগের কিছু বিষয়ের পুনঃমূল্যায়ন জরুরি হিসেবে দেখা হয়েছে। গ্লোবাল সাউথের ক্রমবর্ধমান ঋণ সংকট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন (আইইএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন জোসেফ শুম্পেটার। ভারতের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন-ও এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোভিড-১৯ মহামারি এবং এর দীর্ঘস্থায়ী পরিণতি বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর এক বিরাট ধাক্কা হয়ে আসে। ইউক্রেনের যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যপী সরবরাহ ব্যবস্থা শৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে। সম্প্রতি ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে লড়াইয়ে আবারও বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার মেঘ তৈরি হয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া আইইএ সম্মেলনে এসব বিষয়গুলোকে বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে।

এবছরের সম্মেলনে শ্রম, মজুরি এবং বৈষম্যের উপর ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবের কথা আলোচনায় এনেছেন অনেক আলোচক। অন্যরা বিশ্বায়নের পরিবর্তিত রুপ, একমুখী থেকে বহুমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থানান্তর এবং জাতীয়তাবাদের উত্থানের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তবে সকলেই এবিষয়ে একম যে বৈশ্বিক অর্থনীতি একটি মৌলিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতির স্কলার ড্যানি কোয়াহ তার বক্তৃতায় বিশ্ব অর্থনীতির মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের স্থানান্তরিত করার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি ১৯৮০ সালে করা তার নিজের গবেষণা এবং আরও কিছু গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিনি তার আলোচনা পেশ করেছেন। ১৯৮০ সালে করা গবেষণায় তিনি দেখিয়েছিলেন, বিশ্ব অর্থনীতির মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রটি আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত। এই সময়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্য ছিল। পূর্ব এশীয় অর্থনীতির

যাত্রা শুরু হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক অভিকর্ষের বৈশ্বিক কেন্দ্র পূর্ব দিকে সরে যেতে থাকে।

ড্যানি কোয়াহ তার উপস্থাপনায় দেখিয়েছেন, ২০০৮ সালের দিকে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রটি তুরস্কের ইজমিরের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল এবং ভারতীয় ও চীনা অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। তিনি দেখান, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্র ভারত ও চীনের মধ্যে এসে দাড়াবে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অনেক সুযোগ বয়ে আনবে কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাও বাড়িয়ে দেবে এবং নতুন হুমকির জন্ম দেবে।

আরেকজন আলোচক সের্গেই গুরিয়েভ তার আলোচনায় দেখিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার একটি প্রধান চালক হিসাবে সামনে এসেছে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ। তিনি বলেছেন, জনতাবাদী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ধারা গণতান্ত্রিক শাসন, নাগরিক স্বাধীনতা এবং উদার বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য একটি 'অস্তিত্বের হুমকি' হতে পারে।

সম্মেলনের আলোচক অ্যাডাম সেইডল তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেছেন, হতাশাগ্রস্ত পশ্চিমা ভোটারদের ডানপন্থী নেতাদের পক্ষ নেওয়ার প্রবণতা বিস্ময়কর। সেখানে রাজনীতিবিদদের পছন্দের নীতিগুলি হয়ত তারা যে সমস্যার সমাধান করতে চান তা আরও বাড়িয়ে তুলবে। তিনি আরও বলেন, একটি আর্থিক সংকট পশ্চিমা রাজনীতিতে অতি-ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদীদের অবস্থানকে মজবুত করতে পারে। এবং এটি ঘটলে তা বিরাট বড় সামাজিক সংকটের জন্ম দেবে।

একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৩ সালে সফলভাবে একটি মন্দা এড়িয়ে গিয়েছে। যদিও কিছু অর্থনীতিবিদ ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি বড় কোন সংকটে পড়বেনা বলে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন তবে আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের আত্মতুষ্টি বিপথগামী।

বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা মূল্যায়ন করার সময় ধনী দেশগুলোর দিকে মনোনিবেশ করার এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে বিশ্লেষকদের মধ্যে। এই প্রবণতা খুবএকটা সুখকর নয়। ২০০৮-০৯ সালের মহামন্দা থেকে আমরা দেখেছি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলো আসে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশ তার জনসাধারণের ব্যয় বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও উন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া দর্শন

ড্যানি রড্রিক: যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতির ধরন কেমন হবে, সেটি নিয়ে বর্তমানে দুটি এজেন্ডা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। এদের একটি দেশীয় বিষয়াবলিড়য়েমন অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল, সমৃদ্ধ ও টেকসই মার্কিন অর্থনীতি বিনির্মাণকে গুরুত্বারোপ করছে। অন্যটি ভূ-রাজনীতি এবং চীনের ওপর মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখার গুরুত্বারোপ করছে। আর বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে এ দ্বন্দ্বের ফলাফল এবং বিরোধী অগ্রাধিকারগুলো সহাবস্থান করতে পারে কিনাড়তার ওপর।

দেশীয় উৎপাদন পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং সবুজ রূপান্তর সহজ করতে উচ্চাভিলাষী শিল্পনীতি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ডেমোক্রেটিক প্রশাসন থেকে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন আমূল সরে এসেছে, সেটি নির্দেশ করে। এমনকি চীন বিষয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ অন্য যে কোনো প্রশাসনের তুলনায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে বর্তমান বাইডেন প্রশাসন। চীন সরকারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা এবং সূক্ষ্ম প্রযুক্তি রপ্তানি ও বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে।

যদিও কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন এ ধরনের সুসংগত কোনো রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি, যা বিভিন্ন উপাদানকে একত্র করার পাশাপাশি চীন ও অন্যান্য দেশকে আশ্বস্ত করেড় মার্কিন এ অর্থনৈতিক কৌশল-সংঘাত, একতরফাবাদ ও সংরক্ষণবাদকেন্দ্রিক নয়। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্যা মোকাবিলায় বাইডেন প্রশাসন পদক্ষেপ নিচ্ছেড়মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে এমন ইঙ্গিতই মিলছে। আর সেটি সম্ভাব্য নতুন ওয়াশিংটন ধারণার উত্থানকেও নির্দেশ করছে।

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি বড় ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। জ্যেষ্ঠ মার্কিন নীতিনির্ধারকরা এখন মনে করছেন, ১৯৯০-পরবর্তী বিশ্বায়নের মডেল, যা জাতীয় *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

১১ মাসে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে ৪.৩৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পোশাক রপ্তানিতে ইতিবাচক ধারা ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের প্রথম ১১ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি-নভেম্বর সময়ে ৪২ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ২৮৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এই বাজারে মোট পোশাকের ২০ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশের রিজার্ভ বেড়ে ২১ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বছরের শেষ দিকে এসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কিছুটা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)সহ বিভিন্ন আর্থিক সহযোগী সংস্থার ঋণ ও রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভ ২১ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে। যা মাসের শুরুতে নেমেছিল ১৯ বিলিয়ন। ফলে এক মাসের ব্যবধানে রিজার্ভ বাড়ল দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তানুযায়ী বিপিএম-৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী রিজার্ভ ২১ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন। এক মাস আগে গত ২৯ নভেম্বর গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার এবং বিপিএম-৬ অনুযায়ী ছিল ১৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে এক মাসে রিজার্ভ বেড়েছে ২ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলার।

এর আগে, নির্বাচনের আগে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর অংশ হিসেবে চলতি মাসে রিজার্ভে আরও এক বিলিয়নের বেশি ডলার যুক্ত হয়েছে। যদিও নির্বাচনের আগে রিজার্ভ থেকে আর বড় কোনো দায় পরিশোধ করার প্রয়োজন হবে না। তবে জ্বালানি তেল, সারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার ক্ষেত্রে রিজার্ভ থেকে যে ডলার সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রয়েছে সেটার পরিমাণও ১ বিলিয়নের (১০০ কোটি) বেশি হবে না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, নির্বাচনের আগে দেশের রিজার্ভের এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে। কেন না এ সময়ে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ইতিবাচক রয়েছে। রিজার্ভ বাড়ার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক জানান, আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি এসেছে। এ ছাড়া এডিবি থেকে ৪০ কোটি, সাউথ কোরিয়ার একটা ফান্ড থেকে ৯ কোটিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার দেওয়া অর্থ চলতি মাসে রিজার্ভে *বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়*

আর্জেন্টিনায় রপ্তানি হবে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আম, আনারস রপ্তানি করতে পারে আর্জেন্টিনায়। তা ছাড়া আলুসহ চিপস রপ্তানিরও পরিকল্পনা রয়েছে। একাধিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে দেশটিতে রপ্তানি করা যাবে। বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার জন্য প্রথমবারের মতো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বৃহস্পতিবার (২৭ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই স্মারক সই হয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আর্জেন্টিনা কৃষি ও কৃষিপ্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আমরা আর্জেন্টিনা থেকে গম, সয়াবিনসহ গবাদি পশুর বিভিন্ন খাবার আমদানি করি। প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি। পোল্ট্রির *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষ-বিরতির আবেদন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর

হিটলার-নেতানিয়াহুর মধ্যে কোনো ফারাক নেই বললেন এরদোয়ান

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও নাৎসি একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের মধ্যে 'কোনো ফারাক নেই' বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। রাজধানী আঙ্কারায় গতকাল বুধবার এক অনুষ্ঠানে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এ মন্তব্য করেন। গাজায় চলমান সংঘাতের জেরে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক সমালোচনা করে আসছেন এরদোয়ান।

হিটলারের সঙ্গে নেতানিয়াহুর তুলনা টানার পাশাপাশি তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন, তিনি (নেতানিয়াহু) হিটলারের চেয়েও ধনাঢ্য ব্যক্তি। পশ্চিম ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে সব ধরনের সমর্থন আসে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়। এর জবাবে ওই দিন থেকেই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে নিহত মানুষের সংখ্যা ও ধ্বংসের ব্যাপকতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় এরদোয়ান ইসরায়েলকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' ও নেতানিয়াহুকে 'গাজার কসাই' হিসেবে অভিহিত করেছেন। হামাসকে অভিহিত করেছেন 'মুক্তিকামী সংগঠন' হিসেবে।

তুর্কি প্রেসিডেন্টের এসব মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলি

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ছবির পাশে অ্যাডলফ হিটলারের ছবি সাঁটিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে একজন। ইতালির রোমে, ২৮ অক্টোবর ২০২৩রয়টাস

প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, 'যিনি কুর্দিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছেন এবং যিনি তাঁর বিরোধিতা করা সাংবাদিকদের বন্দী করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন, সেই এরদোয়ানই শেষ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কাছে নৈতিকতা প্রচার করছেন।'

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবশেষ হিসাবে ইসরায়েলের বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে অন্তত ২১ হাজার ১১০ জন নিহত হয়েছেন, যাঁদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আর আহত হয়েছেন ৫৫ হাজারের বেশি মানুষ।- এএফপি

নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষ-বিরতির আবেদন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষ-বিরতির আবেদন করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। নেতানিয়াহু অবশ্য ফরাসি প্রেসিডেন্টের আবেদনে সাড়া দেননি। বরং এর্দোয়ানের সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছে তার।

২৭ ডিসেম্বর বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর। মাক্রোঁ জানিয়েছেন, নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষ-বিরতির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। গাজা স্ট্রিপে মানবিক সাহায্য পাঠানো এখন সময়ের দাবি। ফলে সেই মতো সংঘর্ষ-বিরতির ব্যবস্থা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘ কর্মীদের স্বয়ংক্রিয় ভিসা বাতিল করল ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: গত দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় হামাসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে ইসরায়েল। উপত্যকাটিতে পর্যাপ্ত ত্রাণ প্রবেশ করতেও দিচ্ছে না ইসরায়েল। এবার দেশটি জাতিসংঘের ত্রাণ ও উদ্ধার কর্মীদের স্বয়ংক্রিয় ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) ইসরায়েল জানিয়েছে, তাঁরা আর জাতিসংঘের কর্মীদের স্বয়ংক্রিয় ভিসা দেবে না। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সর্বোচ্চ আদালতের উপেক্ষায় নির্বাচনের স্বপ্ন ফিকে হলো ইমরান খানের

পরিচয় ডেস্ক: সর্বোচ্চ আদালতের উপেক্ষায় পাকিস্তানের কারারুদ্ধ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নির্বাচনে লড়াইয়ের স্বপ্ন আরও ফিকে হয়ে গেল। তোশাখানা মামলায় সাজা বাতিলের আবেদন দ্রুত শুনানির অনুরোধ গত ২৭ ডিসেম্বর বুধবার গ্রহণ করেননি সুপ্রিম কোর্ট।

জানুয়ারির আগে আবেদনটি শোনা হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন আদালত। এতে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পিটিআই নেতার ইমরানের অংশ নেওয়ার সম্ভাবনায় বড় আঘাত লাগল।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণাগারে থাকা বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া উপহার বিক্রির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন ইমরান খান। গত ৫ আগস্ট এই মামলায় ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন ইসলামাবাদের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। দোষী সাব্যস্ত ও কারাদণ্ড হওয়ায় ইমরানকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য

ঘোষণা করা হয়।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চেষ্টায় সেই রায়ের বিরুদ্ধে প্রথমে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পাকিস্তানের বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও দেশটি হয়ে ক্রিকেটে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভারতে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বিরুদ্ধে অর্থ কেলেঙ্কারির মামলা

পরিচয় ডেস্ক: অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা ও তাঁর স্বামী রবার্ট ভদ্রার নাম উঠেছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটরের (ইডি) চার্জশিটে। প্রথমবারের ইডির খাতায় নাম উঠল এই কংগ্রেস নেত্রীর। মামলার চার্জশিটে নাম রয়েছে কুখ্যাত 'মিডলম্যান' সঞ্জয় ভান্ডারী ও প্রবাসী ব্যবসায়ী সিসি থাম্পিরও।

কংগ্রেস নেত্রীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, ২০০৬ সালে দিল্লি লাগোয়া ফরিদাবাদে একটি জমি কিনেছিলেন তিনি। জমিটি কিনেছিলেন এইচএল পাওয়া নামক এক জমির দালালের কাছ থেকে। চার বছর পর ২০১০ সালে সেই জমিটি পাওয়াকেই ফের বিক্রি করে দেন তিনি। একইভাবে ফরিদাবাদে একটি বাড়িও কিনেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। ২০১০ সালে তা আবার পাওয়াকে বিক্রি করে দেন তিনি।

রবার্টও একই কাজ করেছেন। ২০০৫-০৬ সালের মধ্যে পাওয়ার কাছ থেকে আমিপুরে ৪০ দশমিক ৮ একর জমি কিনেছিলেন ভদ্রা। ২০১০ সালে পাওয়াকেই সেই জমি বিক্রি করে দেন তিনি। থাম্পি পাওয়ার সঙ্গে একই রকমের একটি করেন ওই সময়েই। জমির পরিমাণ ৪৮৬ একর। এই পাওয়ার সূত্র ধরেই ইডি প্রিয়াঙ্কা এবং রবার্টকে থাম্পির সঙ্গে যুক্ত করেছে। ইডির বক্তব্য, থাম্পির সঙ্গে যোগসূত্র ছিল ভদ্রা দম্পতির।

রবার্ট ভদ্রাও ওই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। রবার্টের নাম অবশ্য এই মামলায় আগেও জড়িয়েছে। রবার্টের ঘনিষ্ঠ দিল্লির ব্যবসায়ী মনোজ অরোরা এই আর্থিক প্রতারণা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। কুখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারীর সঙ্গেও গান্ধী পরিবারের জামাতার ঘ

॥নিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ ইডির। প্রিয়াঙ্কার নাম এই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

হজযাত্রীদের জন্য সুখবর সৌদি আরবের সব ভিসা মিলবে এক প্ল্যাটফর্মে

পরিচয় ডেস্ক: হজযাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার্থে 'কেএসএ ভিসা' নামে একটি সমন্বিত ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে সৌদি আরব সরকার।

আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত মঙ্গলবার রিয়াদে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ফোরামে আনুষ্ঠানিকভাবে কেএসএ ভিসা নামের এই প্ল্যাটফর্মটি চালু করেছে।

সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, ৩০টিরও বেশি মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি খাতের সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী এই ব্যবস্থাটি হজ, ওমরাহ, পর্যটন, ব্যবসা সম্পর্কিত ভ্রমণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ভিসার আবেদনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা সৌদি প্রেস এজেন্সিকে বলেন, 'অনলাইনে ভিসার আবেদন আরও সহজ এবং গ্রাহকদের সুবিধার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন কেএসএ ভিসা সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, বাইরের দেশের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর পরিকল্পনা জার্মানির

জার্মানির রক্ষণশীল বিরোধী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ) দেশটিতে আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মডেল অনুসরণ করে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠাতে চায়। বিষয়টি নিয়ে চলতি ডিসেম্বরের শুরুতে 'বেসিক প্রিন্সিপলস প্রোগ্রাম'ড়নামে একটি খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করেছে দলটি। পরিকল্পনা অনুসারে, জার্মানিতে আশ্রয়ের আবেদন করা অভিবাসীদের তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো হবে। ২০২৪ সালে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেতে পারে।

জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খসড়াটি প্রকাশের পর সিডিইউয়ে আইনপ্রণেতা ইয়েন্স স্পান দাবি করেছেন, এমন পরিকল্পনা জার্মানিতে 'অনিয়মিত অভিবাসন' ব্যাপক হারে কমিয়ে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

স্মার্টফোন আসক্তিতে ডুবে যাচ্ছে বিশ্ব

পরিচয় ডেস্ক: আধুনিক যুগে স্মার্টফোন ছাড়া জীবনযাত্রা ভাবাই যায় না। কিন্তু সারাদিন কত ঘণ্টা ছোট পর্দায় আপনার দৃষ্টি আটকে থাকে, সেটা কি জানা আছে? মোবাইল হাতছাড়া হলেই কি মনে আতঙ্ক জাগে? হাতের কাছে স্মার্টফোন না থাকার ভয় বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা এ ভীতির নাম দিয়েছেন 'নোমোফোবিয়া'।

নোমোফোবিয়া সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী ইভন গ্যোরলিশ বলেন, মোবাইল ফোন সঙ্গে নিতে ভুলে গেলে বা ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেলে নার্ভাসনেস, ন্যাভিগেশন অ্যাপের নাগাল না পেয়ে ভুল পথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয় ও আতঙ্ক এই ফোবিয়ার লক্ষণ। আশঙ্কার কথা হলো, এই সব ভয় কোনো এক সময় শরীরেও প্রভাব ফেলতে পারে।'

নোমোফোবিয়া সংক্রন্ত এক জরিপে প্রায় ৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকরীদের প্রায় অর্ধেকেই নোমোফোবিয়াতে ভুগছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪ শতাংশ গুরুতর ফোবিয়ায় আক্রান্ত। এ থেকে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

গ্যোরলিশ বলেন, 'সাধারণত কেউ নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত হলে ডাক্তার, সাইকোথেরাপিস্ট বা মনোবিজ্ঞানীর কাছে যায় না। ডিপ্রেশন বা উদ্বেগের ব্যাধিকেই মানুষ বেশি গুরুত্ব দেয়। এই রোগ নির্ণয় জন্য কিছু অর্থবহ প্রশ্ন করা যেতে পারে। আপনি কত ঘনঘন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন? সেটি ভুলে গেলে দুশ্চিন্তা হয় কি? এমন সব প্রশ্ন করে রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব।'

অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বেশির ভাগ মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা না হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় জাগে, যার থেকে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। নোমোফোবিয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু 'মিস' করার ভয়ও কাজ করে। বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে মোবাইল হাতছাড়া হওয়ার আতঙ্ক বিশেষভাবে দেখা যায়।

ইভন গ্যোরলিশ আরেকটি গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই গবেষণার প্রাথমিক ফল থেকে জানা গেছে, মোবাইলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নোমোফোবিয়া অনেকটা কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ দিনে দুই ঘণ্টার বেশি মোবাইল ব্যবহার করা চলবে না। সেই সঙ্গে স্মার্টফোনে সাদা-কালো মোড চালু করতে হবে। কখনো কখনো স্মার্টফোন ছাড়াই বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইভন বলেন, 'আমি বাসায় মোবাইল রাখি। প্রথমদিকে আমি সত্যি সত্যি কাঁপতে থাকি, ভয়ের অনুভূতি হয়। মনে হয় কিনা কি ঘটতে পারে! কিন্তু বার বার স্মার্টফোন দূরে রাখলে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। দেখা যায়, বস্তুটি সঙ্গে না থাকলেও জগৎটা ঠিকই চালু থাকে।' সূত্র : জার্মান বেতার ডয়েচে ভেলে

নোমোফোবিয়া থেকে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো রোগের হতে পারে *ছবি : সংগৃহীত*

ফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, সমাধান নিয়ে এলো অ্যাপল

পরিচয় ডেস্ক: কিছু দিন আগে অ্যাপল নিয়ে এসেছে আইওএস (আইফোন অপারেটিং সিস্টেম) ১৭.২ সংস্করণ। কিন্তু এই আপডেট ইনস্টল করার পর আইফোনে কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। আর তাই এক সপ্তাহ না যেতেই অ্যাপলকে আইওএসের নতুন সংস্করণ আনতে হলো।

আইওএস ১৭.২.১ সংস্করণ আনার বিষয়ে দুই ধরনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে অ্যাপল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে ত্রুটির বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে চীন ও জাপানের বিজ্ঞপ্তিতে 'ব্যাটারির চার্জ দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার' ত্রুটির কথা বলা হয়েছে।

এক্স প্ল্যাটফরমে এ দুই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির অসংগতি তুলে ধরেছেন আইএসভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলের ক্রিয়েটর ব্র্যান্ডন বুচ।

আইওএস ১৭.২. ১ সংস্করণ ইনস্টল করার জন্য আইফোনের সেটিংস থেকে জেনারেল অপশনে গিয়ে সফটওয়্যার আপডেট দিতে হবে।

এই সংস্করণ ইনস্টল করার জন্য আইফোনের সেটিংস থেকে জেনারেল অপশনে গিয়ে সফটওয়্যার আপডেট দিতে হবে।

ইতোমধ্যে আইওএস ১৭.৩ সংস্করণের বেটা টেস্টিং শুরু হয়েছে। আগামী বছরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে এই আপডেট আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

আইওএস ১৭.৩ সংস্করণের নতুন নিরাপত্তাবিষয়ক অপশন 'স্টোলেন ডিভাইস প্রোটেকশন' ও অ্যাপল মিউজিক প্লেলিস্টে কলাবরেটিভ অপশন পাওয়া যাবে। যদিও ফিচার দুটি গত সপ্তাহে উন্মোচন হওয়া আইওএস ১৭.২ সংস্করণে থাকার কথা ছিল। তবে নতুন জার্নাল অ্যাপ ছাড়াও স্প্যাশিয়াল ভিডিও, অ্যাকশন বাটনে ট্রান্সলেশনের নতুন অপশন, কন্ট্রাক্ট কি ভেরিফিকেশনের মতো মজার মজার নতুন ১৭টি ফিচার আইওএস ১৭.২ সংস্করণে যুক্ত করেছে অ্যাপল। এক্সএস সিরিজ, ১১ সিরিজ, এসই ২০২০,১২ সিরিজ, ১৩ সিরিজ, ১৪ সিরিজ ও ১৫ সিরিজের আইফোনে নতুন আপডেটগুলো ইনস্টল করা যাবে। তথ্যসূত্র: ম্যাকরিউমার

আইফোন চুরি হলেও আইডির সুরক্ষা দেবে নতুন ফিচার

পরিচয় ডেস্ক: চুরি যাওয়া আইফোন ট্র্যাক করতে এবং তথ্যের সুরক্ষা দিতে নতুন ফিচার নিয়ে আসছে অ্যাপল। এই ফিচারে আইডি পরিবর্তনের জন্য ব্যবহারকারীর ফেস আইডি ও আঙুলের ছাপ বাধ্যতামূলক। তাই ফোনের পাসকোড অন্য কেউ জানলেও অ্যাপল আইডি সুরক্ষিত থাকবে। সেই সঙ্গে ডিভাইসের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করে রাখা যাবে।

'স্টোলেন ডিভাইস প্রোটেকশন' নামে এই ফিচার চালু থাকলে পাসকোড পরিবর্তন বা 'ফাইন্ড মাই আইফোন' বন্ধ করা যাবে না। তাই চুরি যাওয়া ডিভাইসটির লোকেশন সহজেই শনাক্ত করতে পারবে গ্রাহক। আইওএস ১৭.৩ সংস্করণেই ফিচারটি যুক্ত করা হবে বলে এক ঘোষণায় জানিয়েছে কোম্পানিটি। সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জনসমাগমস্থলে আইফোন চুরি বেড়ে গিয়েছে। নজরদারির মাধ্যমে পাসকোড জেনে নিয়ে চুরির পর ফোনের লক খুলে অ্যাপল আইডির পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলা হয়। এর ফলে আইফোনের মালিক নিজের আইডিতে প্রবেশ করতে পারেন না। এক আইফোন চোর এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রায় ৩ লাখ ডলার চুরি করেন। পরিচয় গোপন করে তার সাক্ষাত্কার প্রকাশ করা হয় প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ডিভাইসের নিরাপত্তার বিষয়ে আরো জোর দেয় অ্যাপল এবং নতুন ফিচারটি আনার পদক্ষেপ নেয়। বর্তমানে ফিচারটি আইওএস ১৭.৩ বেটা ভার্সনে পাওয়া যাচ্ছে।

আইফোনে ফিচারটি যেভাবে চালু করবেন:

আইফোনের সেটিংস অ্যাপ চালু করুন।

নিচের দিকে স্ক্রল করুন এবং *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

দিনে কতটুকু হেঁটেছেন জানাবে স্মার্টফোন

পরিচয় ডেস্ক: অনেকে শরীরচর্চার সঙ্গে হাঁটতে পছন্দ করেন। শুধু ফিটনেসের জন্য নয়, বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তেমন রোগীদের হাঁটার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। যেমন ডায়বেটিস, হাই-ব্লাড প্রেশারের রোগীদের নিদিষ্ট সময় হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তাই কত কদম হাঁটলেন বা কত দূরত্ব অতিক্রম করলেন তা জানা খুব জরুরি। সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনে এখন স্টেপ কাউন্টার আছে, যেখানে প্রতিদিন কত কদম হাঁটলেন সেটা দেখা যায়। পাশাপাশি স্মার্ট ঘড়ি ও ফিটনেস ব্যান্ডের মাধ্যমেও এসব তথ্য জানা যায়।

কত কদম হাঁটলেন তা জানার জন্য প্রথমে গুগল প্লে স্টোর থেকে 'ফিটবিট' অ্যাপ নামিয়ে (ডাউনলোড) স্মার্টফোনে ইন্সটল করতে হবে। এরপর গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অ্যাপটিতে প্রবেশ করে 'কন্টিনিউ অ্যাজ এ নিউ ইউজার' অপশন নির্বাচন করে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণের পর 'অ্যাগ্রি' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার নিজের *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

আট কংগ্রেসম্যানের চিঠি ও পোশাক খাত

মো. সাখাওয়াত হোসেন

আপনি নিজেদের বন্ধুরাষ্ট্র দাবি করবেন, তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের চেষ্টা করবেন অথচ কোনো সংকট দেখা দিলে সংকটকে কীভাবে ঘনীভূত করে সংকটকে উপজীব্য করে অস্থিরতাকে ক্রমশ ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন; তাহলে উক্ত দেশে আপনার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ আকার উপস্থাপিত হবে এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন। বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে সেটি এক অর্থে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা যায়। কেননা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পরিসরে বারবার নিজেদের জাত ইজ্জতের সঙ্গে চেনাতে সক্ষম হয়েছেন সেই জন্যই বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশে কোনো ইস্যু তৈরি হলে সেটি নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ প্রদানের চেষ্টা করে। আবার নেতিবাচক এই অর্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের চমৎকার উত্থানকে মেনে নিতে পারছে না কিংবা তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে কার্যকর না হওয়ায় তারা কিছুটা হলেও বাংলাদেশের ওপর নাখোশ। তবে সব কথার শেষ কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা সব ধরনের ষড়যন্ত্রকে পদদলিত করে দীপ্তমান শিখায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

বাংলাদেশে কিছু দিন আগে গার্মেন্ট সেক্টরে মজুরিসংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে একটি আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলনে কি জন্য, কারা ইন্ধন দিয়েছে; সেই আলোচনায় না গিয়ে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুষ্ঠু সুরাহা হয়েছে এ বিষয়টি আমরা সবাই জানি। সরকার মালিক পক্ষদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেছে এবং শ্রমিকরা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আবার গার্মেন্ট সেক্টরে ফিরে গিয়েছে। এ বিষয়গুলো গার্মেন্টশিল্পে জড়িত বিভিন্ন সংগঠন বায়ারদের লিখিতভাবে জানিয়েছে এবং গার্মেন্টশিল্পে স্থিতি ফিরে আসার বিষয়েও অবহিত করেছে। এখন যেহেতু উত্থাপিত বিষয়ের সমাধান হয়েছে এবং সমাধানের দীর্ঘ দিন পর অর্থাৎ গার্মেন্টশ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের তথ্য আন্তর্জাতিক বায়ারদের জানানোর দেড় মাস পর ৮ মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের ভূমিকা ও দ্যুতিয়ালির বিষয়ে সবাই অবগত। তবুও মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি একটি আলাদা বার্তা বহন করে থাকে। কেননা ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয়ের আগে কোনো বিষয় নিয়ে মতামত প্রদান প্রকৃতার্থে সমীচীন নয় আবার এ ধরনের ইস্যুকে উপজীব্য করে অনেকেই গুজবের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তবে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের প্রদত্ত চিঠিকে দেশের তৈরি পোশাক খাত নিয়ে ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছেন গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা। এমনকি, মুষ্টিমেয় কয়েকটি গার্মেন্টশ্রমিকদের দুদিনের আন্দোলনকে পুঁজি করে গার্মেন্ট খাতকে বেকায়দায় ফেলার ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে শ্রমিকদের মধ্যকার অসন্তোষ লাঘব হয়েছে এবং তারা কাজে ফিরে গিয়েছে। এমতাবস্থায় বন্ধু দেশ হিসেবে দাবি করা রাষ্ট্রটি গৃহীত পদক্ষেপের দেড় মাস পরে চিঠি প্রদান করে আদতে কি করতে চাচ্ছেন; বিষয়টি নিয়ে গার্মেন্ট মালিকরা ষড়যন্ত্রের আভাস হিসেবে দেখছেন। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে ১৮.৮৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

গত ৮ নভেম্বর আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট স্টিভেন ল্যামার এবং নীতি-নির্ধারণের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নাথে হারম্যান বরাবর বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পক্ষ থেকে দেওয়া পৃথক চিঠিতে বাংলাদেশের গার্মেন্টশ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের তথ্য অবহিত করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগের তুলনায় অন্তত ৫৬ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিকভাবে অনুমেয়, বর্তমান সরকারের সময়কালে গার্মেন্টশ্রমিকদের মানোন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হয়েছে এবং মজুরিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি সব ব্যবস্থাকে একটি পর্যায়ের মধ্যদিয়ে যেতে হয়; মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি একটি পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্ত। যেখানে শ্রমিকরা কাজে ফিরে গিয়েছে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসংক্রান্তে সব তথ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংগঠনকে অবহিত করা হয়েছে; তারপরে হঠাৎ করে ১.৫ মাস পরে নতুন করে চিঠি প্রদান ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। আমরা আশা রাখি; নির্বাচনকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আট কংগ্রেসম্যানের চিঠির অন্তর্নিহিত বিষয় কি সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত রয়েছেন। তবে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে কেউ যেন গুজবের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে।

অথচ মজুরি কাঠামোর মীমাংসিত বিষয় নিয়ে দেড় মাস পর ৮ মার্কিন কংগ্রেসম্যান চিঠি দেওয়ায় গার্মেন্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যেই প্রশ্নের জন্ম নিয়েছে। ব্যবসায়ী নেতারা তাদের অভিমতে উল্লেখ করছেন, বিদেশি কংগ্রেসম্যানরা কেন এখানে এসে নাক গলাবেন অথবা কেন চিঠি দেবেন? এ ক্ষেত্রে তাদের তথ্য-উপাত্ত কী? তারা কীসের ভিত্তিতে এসব কথা বলছেন। আমাদের শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট, এ সংবাদই বা তাদের কে দিয়েছে? ব্যবসায়ীরা শুরু থেকেই বলে আসছেন; সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাত নিয়ে দেশি-বিদেশি নানা চক্রান্ত চলছে। বিশেষ করে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে গার্মেন্ট খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার গুজব ছড়িয়েও উসকানি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তিকে বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা হিসেবে দেশের মধ্যে এক ধরনের অরাজকতা এবং অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যেই ষড়যন্ত্রকারীরা ইন্ধন জোগাচ্ছে। শুধু তাই নয়- ইন্ধনের সময় হিসেবে নির্বাচনকালেই বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি দেশের আপামর জনসাধারণকে সোচ্চার হতে হবে, গার্মেন্ট সেক্টরে নিয়োজিত সব পক্ষকেই ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে পরস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হবে।

বাংলাদেশবিরোধী অপশক্তি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার নেপথ্যে দীর্ঘ দিন ধরেই কাজ করে আসছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সচেতন মানুষ মাত্রই ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া ষড়যন্ত্রকারীরা ষড়যন্ত্রের মোক্ষম সময় হিসেবে নির্বাচনকালকে বেছে নিয়েছে, এ বিষয়টিও এ দেশের মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে। কাজেই বিদেশি অপশক্তি যতই মিথ্যা ষড়যন্ত্র করুক না কেন; একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তার কার্যকারণ সবার সামনেই উন্মোচিত হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বেও এমন চিত্র আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। সে জায়গাগুলোতে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা একাট্টা হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের ও তাদের মদদদাতাদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সুতরাং নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি সমাধানকৃত বিষয়ের ব্যাপারে মার্কিন আট কংগ্রেসম্যানের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিঠিকে এ দেশের জনতা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তা না হলে সার্বিক বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবজারভেশন কেন প্রকাশ করেনি?

এসংক্রান্তে একটি চমৎকার পরামর্শ এসেছে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে। তারা বলছেন, আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে বেশ সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তাদের খুবই তৎপরতার সঙ্গে আমাদের ক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নিয়ে যে বার্তাগুলো যাচ্ছে, সেগুলো ভুল। প্রয়োজনে আলাদা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে গুজব প্রতিহতের জন্য, এ ক্ষেত্রে লবিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে যাদের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃত সত্য বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা। শুধু তাই নয়- বাংলাদেশবিরোধী গুজবের বিষয়েও অন্যদের সতর্ক করতে হবে। মূলত বাংলাদেশে গার্মেন্ট সেক্টরে অস্থিরতার মূল কারণ হিসেবে গুজব তথা মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে দায়ী করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০২২-২৩ সালে ৪৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। যেখানে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে রপ্তানি হয়েছে ১৮.৮৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ এ সেক্টরটিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সব ষড়যন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। মো. সাখাওয়াত হোসেন, চেয়ারম্যান, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক বাংলার সৌজন্যে

যখন প্রশ্ন ওঠে কী লিখব

ড. মাহবুব উল্লাহ্

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মৃত্যু-পরবর্তী দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল বারিধারা জামে মসজিদে। এটি নান্দনিকভাবে সুন্দর একটি মসজিদ। মসজিদটির অবস্থান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বারিধারার বাসভবনের ঠিক বিপরীতে। দোয়া মাহফিলে রাজধানী ঢাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাদ আসর দোয়া মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম সাহেব ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে খাস নিয়তে দোয়া করেন। উপস্থিত মুসল্লিরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি এরশাদ সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তিনি নিজেই জাতীয় পার্টি (জেপি) নামে আরেকটি দল গঠন করে এর নেতা হয়ে যান। তার দলটি খুবই ক্ষুদ্র। তবে সংসদ নির্বাচনে তিনি নিজ এলাকা কাউখালী, ভান্ডারিয়া ও জিয়ানগর সংসদীয় আসন থেকে একাধিকবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিশেষ করে ভান্ডারিয়ায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং বারবার জতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের কাজে সহায়তা করতেন। ওই সময় তার পিতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কারারুদ্ধ ছিলেন এবং দৈনিক ইত্তেফাকও বেআইনি ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৬৯-এর আন্দোলনের একপর্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একই বছর ১ জুন তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৯-এর আন্দোলনের নেতারা তাদের যাতায়াতের প্রয়োজনে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার গাড়িটি ব্যবহার করতেন। গাড়ি চালাতেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। সেই থেকে জনাব মঞ্জুর সঙ্গে আমার গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করতাম। মঞ্জু বুদ্ধিদীপ্ত পয়েন্ট উত্থাপন করত। মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনকালেও মঞ্জু চমৎকারভাবে তার উপস্থিত বুদ্ধি ব্যবহারে সক্ষম হতো।

মনে পড়ে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনে প্রফেসর আনিসুজ্জামান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন। আমরা বেশ কজন শিক্ষক স্থির করেছিলাম প্রফেসর আনিসুজ্জামানেরই উপাচার্য হওয়া উচিত। এজন্য আমরা কজন ঢাকায় এসে তার পক্ষে তদবির করেছিলাম। তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য। উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা তার হাতেই ছিল। ঢাকায় এসে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হলো। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, সে যেন এরশাদের কাছে প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে উপাচার্য পদে নিয়োগদানের জন্য অনুরোধ করে। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলল-ভালোই হলো, আজ দুপুরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার লাঞ্চ করার কথা। এ সুযোগে সে বিষয়টি প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থাপন করবে। যথারীতি সে কাজটি করল। এতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আমার দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে প্রফেসর আনিসুজ্জামান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারবেন না। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে বেড়ান। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের উপাচার্য হওয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে গেল। নৈতিকতার দিক থেকে এ ধরনের তদবির গ্রহণযোগ্য ছিল না।

মরহুম ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের দোয়া মাহফিলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে দীর্ঘদিন পর আমার সরাসরি দেখা হলো। মঞ্জু খুব উৎফুল্ল হয়ে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। আমি তাকে জানালাম, মোটামুটি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। তবে তুমি কেমন আছ? তোমাকে বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। শরীরের ওজনও অনেকটা কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এর আগের দিন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের জানাজায় মঞ্জু উপস্থিত ছিল। তাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলে সে প্রায় নির্বাক থাকে। তার চোখের কোণে অশ্রুরেখা দেখা দেয়। স্পষ্টতই সে অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে কোনো কথা উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শারীরিক দুর্বলতাও স্পষ্ট ছিল। তাকে ২-৩ জন সাহায্যকারী ধরে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আগে সে আমাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল, আজকাল তোমার লেখা দেখি না কেন? একসময় ইত্তেফাকসহ একাধিক পত্রিকায় আমি কলাম লিখতাম, এখন একাধিক পত্রিকায় লেখা কষ্টকর মনে হয়। তাই নিয়মিতভাবে শুধু যুগান্তরে লিখি। এছাড়া মাঝেমধ্যে সমকালেও লিখি। আমি জানি, লিখতে চাইলে কোনো পত্রিকার সম্পাদকই আমাকে না করবেন না। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম- যুগান্তরে আমার নিয়মিত কলাম কেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে? এর দায় কার? আমার, না যুগান্তরের? এখন বড় দুঃসময়। সংবাদপত্রে মন খুলে কিছু লেখা যায় না। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের খড়্গ প্রতিনিয়ত লিখিয়েদের মাথার ওপর ঝুলছে। একটু এদিক-সেদিক হলে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কয়েদ ভোগ করতে হবে। আদালত থেকে জামিন পাওয়া অনিশ্চিত। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খাদিজাতুল কুবরা একই আইনে দীর্ঘ এক বছর কারাভোগের পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জামিন পেয়েছে। সময়মতো জামিনের নির্দেশনা কারাগারে না পৌঁছানোর ফলে তাকে পরীক্ষা বিভ্রাটে পড়তে হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি লিখছ না কেন? আমি বলেছিলাম, কী লিখব? যা কিছুই লেখার চিন্তা করি, তা প্রায়ই প্রচলিত আইনের বেড়াজালে পড়ে যেতে পারে। যৌবনে জেল ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। সামরিক আদালতে বেত্রদণ্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও ক্ষমাভিক্ষা করিনি। মাথা উঁচু রেখেছিলাম। বুকে ছিল অপরিসীম সাহস। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করতে কম্পিত হইনি। কিন্তু এখন শেষ বয়সে এসে দেহে নানা রকম রোগব্যাধি বাসা বেঁধেছে। বয়সের ভারে কিছুটা হলেও ন্যুব্জ হয়ে গেছি। বৃদ্ধ বয়সে কিছু সত্য কথা লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক এবিএম মূসা ভাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ নাকাল হয়েছিলেন। ক্ষমতাসীন মহল থেকে তার ওপর বিদ্রুপের বিষাক্ত হুল ফোঁটানো হয়েছিল। সম্পাদক মাহমুদুর রহমানও কম হয়রানির শিকার হননি। তাই কী লিখব-এমন কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলে উঠেছিল, কথাটি তো ঠিক। তাহলে লিখ, কী লিখব-এই নিয়ে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশিষ্ট নাগরিক মরহুম ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন কথা বলার জন্য ৩ মাস কারাভোগ করেছেন। কারাগারে প্রবেশের পর তাকে মেঝেতে শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছিল। যে মানুষটি চিরকাল আরাম-আয়েশের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন, ইত্তেফাকের মতো পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন, যিনি সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যিনি বাংলাদেশের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার প্রিয় সন্তান, তাকে কেন এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে! যতদূর জানি, তার সামাজিক মর্যাদার কারণে তিনি কারাগারে প্রথম শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। তার মতো মানুষকে একটি কথা বলার জন্য এত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আমাদের মতো মানুষ তো কোন ছার! কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

2024
HAPPY NEW YEAR
Wishing you a joyful and prosperous New Year! May it be filled with new opportunities, love, and happiness.
BANGLADESH AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত কী ফুল ফোটাল

মারুফ মল্লিক

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, শত ফুল ফুটবে। আওয়ামী লীগের আরেক ক্ষমতাধর নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানও বলেছিলেন, অনেক ফুল ফুটবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফুলই ফুটল না এক ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর ছাড়া।

এর মধ্যে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন আরেক কথা। তিনি ফুল ফোটানোর পদ্ধতি 'ফাঁস' করে দিয়েছেন। বিএনপির সব নেতা-কর্মীকে এক রাতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার 'টোপ' দিয়েও বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে পারেনি সরকার বলে তিনি জানিয়েছেন।

যা হোক, আওয়ামী লীগের এই তিন নেতার কথা শুনে আমরা ফুল ফোটানোর বিশদ রহস্য জানতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, নানা কসরত করেও আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত খুব বেশি ফুল ফোটাতে কেন পারল না? বলতে গেলে ফুল ফুটেছে কেবল একটি।

বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর রাতারাতি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নৌকা মার্কায় নির্বাচন করছেন। এর বাইরে আওয়ামী লীগ বিএনপির আর কোনো নেতাকে দলছাড়া করতে পারেনি।

তৃণমূল বিএনপি বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক নিয়ে কয়েক নেতা নির্বাচন করছেন বটে; কিন্তু তাঁরা কেউই বিএনপির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নন। যেমন আইনজীবী তৈমুর আলম খন্দকারের কথাই বলাই যায়।

নারায়ণগঞ্জের এই বর্ষীয়ান নেতা খুব হইচই করে তৃণমূল বিএনপিতে গেলেন। ভোটের মাঠে তিনি খুব বেশি পরীক্ষিত নেতা নন। নারায়ণগঞ্জে কোনো ধরনের নির্বাচন করে জিতেছেন বলে জানা নেই।

শেষ পর্যন্ত এই তৈমুর আলম খন্দকারের মতো নেতাদের দিয়ে আওয়ামী লীগ ফুল ফুটাতে চেয়েছিল। তৈমুররাও চলে এলেন। কিন্তু তাঁদের রসায়নটা জমেনি তেমন। তাই তৈমুর আলমের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি। তিনি এখন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে নির্বাচন করবেন। সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী।

তৈমুরের জিতে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? নেতা ও ব্যক্তি হিসেবে গোলাম দস্তগীর জনপ্রিয়। আর যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে, তাতে তৈমুরের আশা করার খুব সুযোগ আছে কি? নৌকা প্রতীকের বিপরীতে তিনি কতটুকু বা কী পাওয়ার আশা করেন!

আলোচিত হিরো আলম বার কয়েক সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস পেয়ে নির্বাচনে লড়ছিলেন। কিন্তু শেষটায় ভোটকেন্দ্র থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে যে আরও কাউকে দৌড় দিতে হবে না, এর নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচনী মাঠে

নামার আগে হিরো আলমের মতো দৌড় দেওয়ার শক্তি হাঁটুতে আছে কি না, তা কিছু নেতাদের অন্তত ভেবে দেখা উচিত ছিল।

এই নেতারা আওয়ামী লীগের আশ্রয়ে গিয়ে ফুল হয়ে ফোটার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ফুলের বাগানেই ঠাঁই হলো না। তাঁরা পথের পাশেই পড়ে রইলেন। তাদের মাড়িয়েই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জিতে আসবেন সম্ভবত। তবে আওয়ামী লীগ তাঁদের আশ্বাস দিয়েছে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের। যদি নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়, তবে কি তারা আশা করেন যে আওয়ামী লীগের ভোটাররা নৌকা বাদ দিয়ে তাঁদের ভোট দেবেন!

জোর করে ফুল ফুটাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ কিছু নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই বলে অনেকেই বলে থাকেন, কিন্তু এই নেতারা রাজনীতিতে আর পুনর্বাসিত হতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ, দেশের রাজনীতি এখন পরিষ্কার দুভাবে বিভক্ত। এক পক্ষে আছে যেনতেন প্রকারে ভোটের পক্ষে। আরেক পক্ষ বলছে নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য আমলযোগ্য হলে বলতে হয়, যানবাহনে আগুন-ভাঙচুরের মামলাসহ বিরোধী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলার তাহলে কোনো সারবত্তা নেই। এ ঘটনা প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিএনপির নেতা-কর্মীদের আটক ও শাস্তি দিয়েছে।

কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায় ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরের মুক্তির ঘটনায়। শাহজাহান ওমর নিউমার্কেট এলাকায় একটি বাস পোড়ানোর মামলায় আটক ছিলেন। কিন্তু রাতারাতি তাঁর জামিন ও মুক্তি হলেও একই মামলায় আটক অন্য বিএনপি নেতাদের জামিন হয়নি।

কৃষিমন্ত্রীর ভাষায়, ওই নেতারা রাজি হননি, তাই জামিন পাননি। আর শাহজাহান ওমর রাজি হয়েছেন, তাই মুক্তি পেয়েছেন।

পরিশেষে আওয়ামী লীগের এই ফুল ফোটানোর প্রক্রিয়ায় দুটি জিনিস সাব্যস্ত হলো। কিছু লোক নির্বাচন করতে গিয়ে এখন মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। এমনিতেই রাজনীতিতে তাঁদের শক্ত অবস্থান ছিল না। এখন যদি দল কূল হারিয়ে নির্বাচনে গিয়ে জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে বা হারতে হয়, তবে বেশ বেকায়দায়ই পড়তে হবে তাঁদের।

আরেকটি হচ্ছে, বিএনপি নেতাদের গণহারে আটক ও ইচ্ছেমতো মুক্তির টোপ দিয়ে আওয়ামী লীগ দেশের আইনের শাসনকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ড. মারুফ মল্লিক লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

'আরব বসন্ত' ও বাংলাদেশের নির্বাচন রাজনীতি

ড. ফরিদুল আলম

১৫ ডিসেম্বর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আশানুরূপ না হলে আরব বসন্তের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় প্রশ্ন করা হয় মুখপাত্র ম্যাথু মিলারকে। সুস্পষ্টভাবে কোনো কথা না বললেও তিনি তার দেশের সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস ব্রিফিংয়ে নির্দিষ্ট করে আরও বলা হয়, সামনের সপ্তাহগুলোয় বাংলাদেশ সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে এবং নির্বাচনের পর এটি ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে। আরও জানানো হয়, বাংলাদেশের শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ওপর আঘাত এবং নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে বাধাদান বা শক্তিপ্রয়োগের মতো তথ্যপ্রমাণহীন অভিযোগ আসতে পারে। এর কোনোটির বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের তরফে সুস্পষ্টভাবে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দেখতে পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রেস ব্রিফিংয়ে এক ধরনের কোটারিভুক্ত সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ এবং এর প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা উদ্বেগজনক প্রশ্ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের বা বাংলাদেশ নিয়ে সত্যিকার অর্থে ধারণা রাখেন এমন সাংবাদিককে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না, বরং বিষয়টিকে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক ধরনের সাজানো নাটক হিসেবেই মনে হয়। তবে সর্বশেষ সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ম্যাথু মিলার খুব একটা প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয়নি। রাশিয়ার মুখপাত্রের সংবাদ ব্রিফিংটি যে অনেকটা তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় এর কদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটজন কংগ্রেসম্যানের পক্ষ থেকে দেশটির অ্যাপারেলস অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) দেওয়া এক চিঠিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সর্বনিম্ন মজুরির বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে চিঠিতে জানানো হয়, বাংলাদেশের শ্রমিকদের দাবি করা সর্বনিম্ন মজুরি ২৩ হাজার টাকা না মানা কেবল দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। বলা প্রাসঙ্গিক, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাঠের প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগের মধ্য দিয়ে একের পর এক কংগ্রেসম্যানের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করা হয়ে আসছিল; এর সঙ্গে এ দেশের সুশীলসমাজের কিছু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে বিষয়টি এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর সঙ্গে এও যুক্ত করা প্রাসঙ্গিক যে, সম্প্রতি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন যে নিছক নিজেদের তাগিদ থেকে করা হয়েছে সেভাবে না দেখে বিষয়টি যে এক ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আলোকে করা হয়েছে এটা আজ অনেকটা পরিষ্কার। দাবির মুখে সরকার যখন ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৮০০ থেকে শুরু করে খাতভেদে ১৪ হাজার ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ৭ ডিসেম্বর গেজেট প্রকাশ করল, এ ধরনের শান্তিপূর্ণ সমঝোতার বিপরীতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আট কংগ্রেসম্যানের পক্ষ থেকে এএফএকে চিঠি দিয়ে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহের প্রয়াস মনে করা প্রাসঙ্গিক।

বিষয়টি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের পক্ষ থেকে যে ধরনের তৎপরতা দেখানো হয়েছে, এর বিপরীতে সে দেশের এএফএ একে সঙ্গত ভেবে তাদের এ চিঠি আমলে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে তা ভাবার সুযোগ নেই। এখানে তাদের মনে রাখা দরকার ছিল যে, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরির ওপর এ দেশ থেকে উৎপাদিত পণ্যের বাজারদর সে দেশে অনেকটাই নির্ভর করে, আর এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়ে তাদের লাভের একাংশ কর হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে থাকে। তবে একটা বিষয়। অনেকেরই পর্যবেক্ষণ, বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনরায় ক্ষমতাসীন হতে না দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন পর্যায় উঠেপড়ে লেগেছে।

আর এর অংশ হিসেবেই সাম্প্রতিক সময়গুলোয় তাদের পক্ষ থেকে দফায় দফায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে সরকারকে চাপ দেওয়া, রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তৎপরতা, ঘন ঘন দেশে বিদেশে বসে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাএ সবকিছুই করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থ সামনে রেখে। নির্বাচন সামনে রেখে মূলত গত মে মাসে তাদের তরফে ভিসানীতি ঘোষণা করা হলেও এ নীতি সরকারের ওপর প্রয়োগের জন্য নানাভাবে তাদের দিক থেকে সুযোগ খোঁজা হচ্ছে। যেহেতু বিএনপি এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না, তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রভাব সৃষ্টি করার মতো সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ সীমিত, যার মধ্য দিয়ে ভিসানীতির প্রয়োগ ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার পুররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সুস্পষ্টভাবে উদ্বেগ জানিয়ে বলা হয়েছে, নির্বাচনে সরকার প্রভাব সৃষ্টি করেছে বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হতে পারে। আর এ অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির প্রয়োগ এবং এর মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এক ধরনের কৃত্রিম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতে পারে, এমন সন্দেহ মোটেও অমূলক নয়।

বাংলাদেশে মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলোকে যদি আমরা একটু স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাবো, তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনকে যারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে এবং এ নিয়ে যারা জনজীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে তাদের এবং তাদের পরিবারের ওপর এ নীতি প্রয়োগযোগ্য হবে। বিএনপির এ নির্বাচনটি বর্জন করার মধ্য দিয়ে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হয়নি এটা প্রমাণ করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এ বর্জনের সপক্ষে তারা ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে তফসিল ঘোষণার পর থেকে একের পর এক যে ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের ঘোষিত ভিসানীতি এ ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িতদের ওপর আরোপ করা নীতিগত দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। গত ১০ দিনের মধ্যে রেলে কমপক্ষে সাতটি নাশকতা ঘটানো হয়েছে, যার মধ্যে তিন বছরের এক শিশুসহ কমপক্ষে পাঁচজন দগ্ধ হয়ে মারা গেছে এবং অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছে। এ নিয়ে সর্বশেষ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিংয়ে ম্যাথু মিলারের কাছে প্রশ্ন করা হলে এ ধরনের নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে তার কিছু জানা নেই বলে মন্তব্য করেন। কিছুদিন ধরে নিয়মিতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অন্দরমহলের অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা এবং বিরোধীদের নির্বাচনে এনে তাদের প্রকারান্তরে বিজয়ী করার ইঙ্গিত দিলেও এ ধরনের নাশকতার ঘটনা নিয়ে তাদের কিছু জানা নেই, বিষয়টি খুবই হাস্যকর।

যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলতে চায় এবং দেখতে চায়, তা যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝে থাকি তাহলে জানব যে, একটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান অনিবার্য। কোনো নির্দিষ্ট দল যদি এটিকে বর্জন করে, তাহলে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় যাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না। আর এর বাইরে গিয়ে যদি জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে তাহলে তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোনো মানদণ্ডের মধ্যেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা দেখছি, এ ধরনের গণবিরোধী কাজকর্মগুলোই সংঘটিত হচ্ছে একের পর এক। গত আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মকাণ্ডের পরও যখন জনজীবনে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি, এর পরপরই আবার ২০১৪ সালের কায়দায় শুরু হয়ে গেছে অগ্নিসন্ত্রাস। সর্বশেষ তাদের পক্ষ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে সর্বাত্মকভাবে জনগণের প্রতি কর, খাজনা, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এখানে বলতে হয়, তাদের অনেকেরই ধারণা নেই যে তাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনেকের বসবাস ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো বড় নগরগুলোয়। বর্তমান সরকার আমলে অনেক দিন হয়েছে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রিপেইডের আওতায় চলে এসেছে, অর্থাৎ রিচার্জ করলেই কেবল এ সেবা পাওয়া যায়। জানতে খুব ইচ্ছে করে, যে নেতারা এ আহ্বান জানালেন তারা কীভাবে এখনও এ ধরনের সেবা নিচ্ছেন? তারা যে বাংলাদেশকে কার্যত আজকের চেয়ে ২০ বছর আগের আয়না দিয়ে দেখছেন এবং তারও পেছনে নিয়ে যেতে চান, নিজেদের হঠকারী কর্মকাণ্ড দিয়ে এটাই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণ এখন এ অবস্থায় এসে আর আওয়ামী লীগ বা বিএনপি নয়, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অবস্থান আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। এর বিপরীতে কিছু হলে এর দায় সরকার বা বিরোধী দল কেউ এড়াতে পারে না। ড. ফরিদুল আলম কূটনীতি-বিশ্লেষক, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION
of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্ক (আটাব)

নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি
২০২৪-২০২৫

President
Mohammed Salim (Haroun)
Karnafully Travel Inc.

Vice President
Mohammed K. Rahman
Rahamania Travel

Treasurer
Md. Shamsuddin (Bashir)
World Tours & Travel

Join Secretary
Mohammad Abul Kalam Azad
Nabila Travel

General Secretary
Masud Morshed
Skyland Travel

Organizing Secretary
ASM Mainuddin Pinto
Ankhor Travel Inc.

Cultural & Educaiton Secretary
Shamol Talukder
SS Travel

Executive Members
Nazrul Islam
Digital Travel Astoria

Executive Members
Mohammed Farhad Uddin
Jannat Travel

Executive Members
Mohammed K Zaman (Ranju)
Express Air Travel

Executive Members
Rupak Barua
Belal Travel, Brooklyn

আটাবের (ATAAB) শপথ গ্রহণ ২৬শে ডিসেম্বর

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক্ (ATAAB) এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে নব নির্বচিত কমিটিকে শপথ নামা পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাং এম রহমান, স্বত্বাধিকারী (মেঘনা ট্রভেলস)।

শপথ গ্রহণ শেষে নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদকের সঞ্চালনায় বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ কে রহমান স্বত্বাধিকারী (রহমানীয়া ট্রভেলস্) বক্তব্য রাখেন এবং বিগত বৎসরের কিছু কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন তার বক্তব্যে নব নির্বাচিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে কিছু পরামর্শ মূলক উপদেশ দেন এবং বলেন, কিভাবে আটাবকে (ATAAB) আরোও গতিশীল করা যায় সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

নবনির্বচিত সভাপতি মোহাং সেলিম (হারুন) স্বত্বাধিকারী (কর্ণফুলি ট্রাভেলস্) তার বক্তব্যে বলেন, ঐকের কোন বিকল্প নেই, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই। যাতে যাত্রী সেবার মান আরও উন্নত করা যায়, সেই সাথে ভ্রমনের নিশ্চয়তা এয়ারপোর্টে যাতে কোন যাত্রীর বিড়ম্বনার শিকার হতে না হয়, সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যাত্রীর আস্থাই হবে সংগঠেনের মূল লক্ষ্য। তিনি আরোও বলেন, আমরাই যাত্রীদের শতভাগ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। অনলাইন থেকে আমাদের তথা ট্রাভেল এজেন্সির টিকেটের মূল্য অবশ্যই কম থাকবে এবং যাত্রীদের ভ্রমনের ক্ষেত্রে কিভাবে টিকেট নিলে সহজ ভাবে গন্তব্যে পৌছানো যায় সেদিকে তিনি আলোকপাত করেন।

তিনি উপস্থিত সাংবদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা যদি থাকে, ইনশাল্লাহ্ ATAAB এর ভবিষ্যত পরিকল্পপনা বাস্তবায়ন হবে। আপনাদের মাধ্যমেই গ্রাহকদের কাছে সকল সংবাদ পৌছানো সম্ভব, পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন এবং এরই ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ সহ আগামীতে করনীয় বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করা হয়। সবশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র না রাশিয়া, কোন দিকে যাবে তুরস্ক

সাহার খামিস

প্রজাতন্ত্র হিসেবে তুরস্ক এক শ বছর পার করছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশটির ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা বোঝার জন্য ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরি। বিশেষ করে পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কটা বিবেচনা করা জরুরি। কেননা এ সম্পর্ককে উত্তেজনা ও দুই পক্ষের বাস্তব স্বার্থদ্বন্দ্বটি বিষয় দিয়েই চিত্রিত করা যায়।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের বিজয় আধুনিক তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) সম্পর্কের ওপর অনেক ধরনের প্রভাব ফেলবে। এরদোয়ানের নতুন মেয়াদে এই সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে এবং ভবিষ্যতের গতিপথ ঠিক করে দেবে।

ঐতিহাসিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই তুরস্কের জনগণের মনোভাব ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমা জনমনে চাপান-উতোর চলে আসছে। অটোমান সাম্রাজ্য ক্ষমতা সংহত করলে পশ্চিমে ভয় ও তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক নিয়ে পশ্চিমাদের মধ্যে এই মনোভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘটনা পশ্চিমের (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে জটিলতা তৈরি করেছে। ২০০৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ইরাক অভিযানে তুরস্ক তাদের ভূমি ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। ২০১১ সালে তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আঙ্কারা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল-তুরস্ক জোট ভেঙে দেয়। একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিপরীতে দিয়ে সিরিয়া প্রশ্নে নিজেদের পৃথক নীতি গ্রহণ করে।

সময়ের পরিক্রমায় কিছু বিষয় বদলে গেছে। যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থে তুরস্ক ইসরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ২০২২ সালে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আঙ্কারা সফর করেন।

১৪ বছরের মধ্যে দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এটি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু সিরিয়া ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান পশ্চিমের সঙ্গে দেশটির বিবাদ ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। কেননা সিরিয়া প্রশ্নে তুরস্ক রাশিয়া ও ইরানের পথ অনুসরণ করছে। ন্যাটো সদস্য গ্রিসের সঙ্গে তুরস্কের অব্যাহত উত্তেজনাও দেশটির সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে।

তুরস্কের ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ

করে আঙ্কারা। ১৯৯৯ সাল থেকে গুলেন পেনসিলভানিয়ায় স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছেন। গুলেনের হিজমেত আন্দোলনকে তুরস্ক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেয়। ২০১৬ সালের অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টার জন্য গুলেনকে দায়ী করে তাঁকে তুরস্কের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে আঙ্কারা। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় দুই দেশের উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে।

গত কয়েক বছরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের আরও কিছু বিষয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া থেকে পাইপলাইনে করে তুরস্কে তেল ও গ্যাস সরবরাহ, তুরস্কের কাছে রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ অন্য অস্ত্র বিক্রি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে রাশিয়ার কারিগরি সহায়তা এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ ছাড়া ন্যাটোর মধ্যে তুরস্ক একমাত্র দেশ, যারা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে রাশিয়ার জ্বালানি চীন ও ইরানে পরিবহনে করেছে তুরস্ক।

তুরস্কের যে অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান, সেটাকে ব্যবহার করে দেশটি ন্যাটোতে প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ন্যাটোতে ফিনল্যান্ডের যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তুরস্ক মূল ভূমিকা পালন করেছে। সুইডেনের ক্ষেত্রেও প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও ওয়াশিংটনের দিক থেকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রি করার প্রস্তাবে সেই আপত্তি তুলে নেয় তারা।

সুইডেনকে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতি দিলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এ বিষয়টি পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের উত্তেজনা জিইয়ে থাকার বড় কারণ। দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি, প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ, অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানড়এসব কারণে তুরস্ক একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া ও চীনের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কের সর্বশেষ নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে যে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার ধস নেমেছেড়এমন ধারণা ছিল ভুল। খুব কম ব্যবধানে জিতলেও এরদোয়ান আগামী কয়েক বছরের জন্য তাঁর শাসন নিশ্চিত করেছেন। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে এবং ন্যাটোতে দেওয়া নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণে জোর দিয়ে এরদোয়ান খুব সফলতার সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

সাহার খামিস যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

ন্যাটো ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছে, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া কি জিততে চলেছে

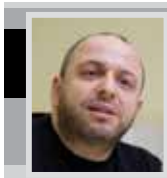

স্টিফেন ব্রায়েন

ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাজ্য একটি নৌচুক্তি করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এর মধ্য দিয়ে ভলোদিমির জেলেনস্কির নেতৃত্বে ডুবতে বসা একটি দেশকে সামরিক সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করছে তারা। জার্মানিও ইউক্রেনকে অস্ত্রসহায়তা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও বাস্তবে তাদের অস্ত্রের মজুত খালি হয়ে এসেছে। যুক্তরাজ্য ও জার্মানি তাদের অর্থভান্ডার ও অস্ত্রভান্ডার খালি করে ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্রও একই চেষ্টা করে চলেছে। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত বিল গার্টেজ-এর একটি নিবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, তাইওয়ানকে সহায়তা করার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি-সংক্রান্ত হাউস সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান মহৎ একটি ধারণা হাজির করেছেন। ধারণাটি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডার থেকে তাইওয়ানকে বাতিল অস্ত্র দেওয়া। এর কারণ হলো, তাইওয়ানকে নতুন অস্ত্র দেওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

নিবন্ধটিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার জন্য তাইওয়ান ২ বিলিয়ন ডলার দিলেও সেই অস্ত্র তাদের দেওয়া হয়নি। তিন বছর আগে এসব অস্ত্র কেনার চুক্তি করলেও ২০২৯ সালের আগে সেগুলো তাইপের কাছে পৌঁছাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশিল্পের এই দুর্বলতা ও সমস্যার কারণ হলো তীব্র জনবলসংকট। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ন্যাটোর দেশগুলোও একই সংকটে পড়েছে।

জার্মানির বর্তমান সরকার খুব দ্রুত তাদের রাজনৈতিক সমর্থন হারিয়ে ফেলছে। এ পরিস্থিতিতে জার্মান পার্লামেন্টে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের জন্য কোনো ভোট হলে সেটা তাদের জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা হবে। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিসটোরিয়াস সমস্যাটি বুঝতে পারলেও জনসমর্থন ফিরে পাওয়া যায়, এমন কোনো সমাধান তাঁর হাতে নেই।

জার্মানির রাজনীতি দ্রুত ডানপন্থার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। জার্মানির ডানপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) পক্ষে ভোটারদের সমর্থন বেড়ে চলেছে। এএফডি এখন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নিয়োগের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থান নেয়নি। কিন্তু রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে তারা। এ ছাড়া ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় বাড়ানোর উদ্যোগের বিরুদ্ধে এএফডি।

জার্মানির সেনাবাহিনীতে লোকবল কমতে কমতে এখন ১ লাখ ৮১ হাজার ৩৮৩ জনে পৌঁছেছে। হাজার হাজার পদ শূন্য রয়ে গেলেও তা পূরণ করা যাচ্ছে না।

জার্মান ট্যাবলয়েড বিল্ড জানাচ্ছে, দেশকে রক্ষা করার মতো সেনাবল কিংবা অস্ত্রবলড়কোনোটাই নেই জার্মানির সেনাবাহিনীর। সেনাবাহিনীর এই সংকট যখন উঠে আসছে, সেসময়ে লিথুনিয়ায় পাঁচ হাজার সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে জার্মানি।

লিথুনিয়ার সঙ্গে বেলারুশের যে সীমান্ত, তার মাত্র ২০ কিলোমিটারের মধ্যে জার্মান সেনারা অবস্থান করবেন। ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সেখানে সেনা পাঠানো শুরু হবে। ব্রিগেডটি পুরোপুরি প্রস্তুত হবে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে। অথচ জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, 'একটা নিষ্ঠুর আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি দেশকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো সেনাবাহিনী আমাদের নেই।' বোঝাই যাচ্ছে, এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কি হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীও বড় সমস্যায় পড়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিষয়ের ওয়েবসাইট ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি মনিটরের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, 'যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীকে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমানের সেনাবাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এখন তারা লোকবলের বড় সংকটে ভুগছে।'

স্কাই নিউজের বরাতে 'দ্য ডিফেন্স পোস্ট' যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর একগাদা সমস্যা চিহ্নিত করেছে। তারা বলছে, যদি কারও সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র-গোলাবারুদ কয়েক দিনের মধ্যে ফুরিয়ে আসবে। আজকের দিনের যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের যে রকম আধুনিকায়ন ঘটছে, তার তুলনায় আকাশ যুদ্ধের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে যুক্তরাজ্যের।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান পুরোনো হওয়ায়, সেগুলো আধুনিকায়ন করতে কয়েক বছর লেগে যাবে।

আজকের যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর যে আকার, সেটা ১৭৭৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবের সময়ের চেয়েও ছোট। সে সময়ে পুরো যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর জনবল ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ৫৬০ জন। এখন যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীতে লোকবল মাত্র

৭৭ হাজার ৫৪০ জন। এর অর্থ হচ্ছে, যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীতে লড়াইয়ে সক্ষম সেনাসংখ্যার আরও অনেক কম। সেটা ৩০ হাজারের মতো।

ইউরোপের মধ্যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাজ্য। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে দিতে দিতে যুক্তরাজ্য তাদের হাই-টেক অস্ত্রভান্ডার প্রায় খালি করে ফেলেছে।

ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর দুরবস্থা নিয়ে বলতে গেলে তালিকা ফুরিয়ে যাবে। আমরা জানি যে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্র খুব ভালো কাজ করেনি। ফ্রান্সের সিজার ট্যাংক ইউক্রেন যুদ্ধে সবাইকে হতাশ করেছে। রাশিয়ান ড্রোনের সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়েছে সিজার ট্যাংক। মার্কিন থিঙ্কট্যাংক র‍্যান্ড করপোরেশনের একটি সমীক্ষা বলছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য মিত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীও জনবল নিয়োগ-সংক্রান্ত সংকটে পড়েছে। শুধু পদস্থ কর্মকর্তাদের শূন্য পদ পূরণেই তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না, নন-কমিশন্ড অফিসার (এনসিওএস) নিয়োগেও ক্ষেত্রেও ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। নন-কমিশন্ড কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অপরিহার্য অংশ, সেনাবাহিনী সচল রাখেন তাঁরাই।

মিলিটারি.কম জানাচ্ছে, কেনটাকি ফোর্ট নকে আট সপ্তাহের সেনা নিয়োগ কোর্সে কমপক্ষে ২ হাজার ৪৬৬ শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। কিন্তু ২০২৩ সালে সেখানে মাত্র ১ হাজার ৩৩৬ জন স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। সৈন্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও এ বছর ও আগের বছর যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছে।

এ বছর যেখানে ৬৫ হাজার নতুন সেনা নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল, সেখানে ১০ হাজার সেনা কম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর গত বছরে ৬০ হাজার সেনা নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ হাজার কম নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

শুধু জনবল ও সরবরাহের ঘাটতি নয়, ন্যাটো বাহিনীর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার ঘাটতির কারণেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যদিও ন্যাটোর দেশগুলোর অসংখ্য উপদেষ্টা ইউক্রেনে গিয়ে যুদ্ধের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে সেনাদের পড়তে হচ্ছে, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞদের কখনো মোকাবিলা করতে হয় না। ইউক্রেনও তাদের সেনাবাহিনীর জন্য ব্যাপক জনবলসংকটে পড়েছে। সংকট মোকাবিলায় সরকার যে কঠোর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তা শেষ পর্যন্ত জেলেনস্কিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে।

রাশিয়া যেমনটা চাইছে, ইউক্রেন এখন যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে ন্যাটো একটি বড় পরাজয়ের মুখে পড়বে। এই পরাজয় হবে ১৯৪৯ সালে জোট গঠনের পর সবচেয়ে বড় পরাজয়। স্টিফেন ব্রায়েন, সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো, এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
"Wishing you a journey filled with new destinations, exciting adventures, and unforgettable memories in the coming year!"
Happy New Year
Nazrul Islam
Owner, Digital Travels Astoria
www.digitaltraveltour.com

HAPPY NEW
WE ACCEPT EBT
ADI'S
The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED
100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP12
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE $2.69/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SIZE 1000-1200 SALE $17.99/EA HILSHA
4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL
100-200 SALE $4.99/LB RUPCHANDA
400 GM SALE $4.99/EA HAOR CHIRING BLOCK
200 GM SALE 3/$5.00 KESKI TRAY SHAHJALAL
2 LB BAG SALE $6.99/EA HAOR PANGASH STEAK
31/40 2LB BAG SALE $8.99/EA SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP
500 GM SALE $4.99/EA CK FARMS BAILA BLOCK
400 GM SALE $6.99/EA SHAHJALAL CHELAPATA
500 GM SALE $4.99/EA SHAHJALAL KOI BLOCK
500 GM PER PACK SALE $5.99/EA TAPOSHI LOOSE
2 KG SALE 2/$6.99 TEER ATTA / MAIDA
20 LB SALE $19.99/EA SHAHJALAL KATARIVOG
20 LB SALE $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
3 LTR SALE $10.99/EA ZVIJEZDA SUNFLOWER OIL
1 GALLON SALE $13.99/EA OLIO VILLA POMACE OIL
1 LTR SALE 2/$5.99 RAJDHANI MUSTARD OIL
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
SHOP TODAY AND BE A WINNER
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY
ADI'S BRONX
9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES
12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
12TH WEEK WINNERS PICTURES
10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES
ADI'S SUPERMARKET WINNER OF THE WEEK STORE VOUCHER $250
আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC Network CARDS
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135

YEAR 2024
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP52
SALE $6.99/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE 99¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.79/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $14.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $4.99/EA 100/200 (3 IN 1) HILSHA
SALE $15.99/EA SIZE 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 7-10 KG KATLA
SALE $5.99/LB 100/200 WHITE POMFRET
SALE $3.99/LB 2-3 KG CHITOL
SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR GURA ESA
SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR ROHU EGG TRAY
SALE $7.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK
SALE $4.99/EA 500 GM CK / HAOR BAILA BLOCK
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE 3/$2.00 EACH .99¢ MAGGI THAI & VEGETABLE SOUP
SALE 2/$6.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$3.00 300 GM SHAHI KACHUR LATI
SALE $5.99/EA 25 PCS FAMILY PACK SHAHI GHEE PARATHA
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
Premium Supermarket
11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023
BELLEROSE
THARU
TAZ
TEL: 347-657-8911
BRONX
TANEEZA RAZO
BIBI MOURIFF, MD S ALI
TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS
ALAMGIR
SHARIF KHAN
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
JAMAL ISLAM
MOHAMMED KHAN, MD HASSAN
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL
EMRAN HUSSAIN
TEL: 347-658-0972
10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE
BELLEROSE
THARU, TAZ
BRONX
RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS
MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA
ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK
ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Member: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-18 73rd Street Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
JAMAICA OFFICE:
169-06 Hillside Ave. 2nd Fl
Jamaica, NY11432
Tel: 718-291-4163
BROOKLYN OFFICE:
33101 Ave, Brooklyn, NY11208
Tel: 470-447-8625
BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave Suite 201 Bronx, NY 104621
Tel: 718-319-1000
BUFFALO ADDRESS:
59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
cell: 716-400-8711, 718-292-8526
Email: bha.buffalo@gmail.com
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
100%
BEST PRICE
Guaranteed
HALAL FOOD
حلال
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

যেসব লক্ষণে বুঝবেন থাইরয়েডের সমস্যা হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: গলার সামনের দিকে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরে থাইরয়েড হরমোনের প্রধান উৎস। এই হরমোন শরীরের প্রতিটি কোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে; বিপাকের হার, হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা, হজমের প্রক্রিয়া, পেশি ও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। তাই থাইরয়েডের সমস্যা হলে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে।

অনেক সময়ে থাইরয়েড হলেও তা বোঝা যায় না। তবে থাইরয়েডের কিছু উপসর্গ ফুটে ওঠে শরীরে। সেগুলো জেনে রাখলে চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

ঙ কাজের চাপ, ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতা আগেও ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই বিষয়গুলি কি বেশি ভাবাচ্ছে? উদ্বেগ এবং অবসাদ হঠাৎ বাড়তে শুরু করলেও সাবধান হওয়া দরকার। থাইরয়েড হরমোনের মাত্রার ওঠানামার সঙ্গেও সরাসরি যোগ রয়েছে এসবের। তাই কোনো কারণে হঠাৎই বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়লে কিংবা উদ্বেগ বেশি হলে, বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি।

ঙ কোনো কারণ ছাড়াই ওজন বাড়ছে? থাইরয়েড হরো কি না, তা এক বার যাচাই করা জরুরি। তার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শুধু ওজন বেড়ে যাওয়া নয়, ওজন যদি কমতে থাকে, তা হলেও কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। থাইরয়েডের কারণে অনেক সময়ে ওজন বাড়ে-কমে। ওজনের বিষয়টি নিয়ে একটু খেয়াল রাখা জরুরি।

ঙ সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগছে মানেই যে ঠিক করে ঘুম হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। অনেক সময়ে থাইরয়েডের কারণেও এমন হয়। তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরেও যদি ঘুম না কাটে, তা হলে এক বার চিকিৎসককে দেখিয়ে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো জরুরি। পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে শারীরিক দুর্বলতা কাটতে না চাইলে, বিষয়টি এক বার মনোযোগ দিয়ে দেখুন।

মানসিক চাপে আছেন বুঝবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: চলার পথে মাঝেমধ্যেই আমরা মানসিক চাপে ভুগী। এতে অনেক সময় অবসাদ ভর করে শরীরে, যা জীবনকে বিষিয়ে দেয়। সহজেই রেগে যাওয়া, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, দুশ্চিন্তা, মনোযোগ কমে যাওয়া।

এ ধরণের নানা কারণ দেখা দেয় মানসিক চাপে। আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যা মানসিক চাপের কারণে হতে পারে।

ক্লান্ত লাগা : সারা দিনই ক্লান্ত লাগছে? একটু কাজ করলেই মনে হচ্ছে, অনেক পরিশ্রম করে ফেলেছেন? সর্বক্ষণ একটা ঘোর ঘোর ভাব আপনাকে ঘিরে রয়েছে? এগুলো সবই মানসিক চাপের লক্ষণ।

বিরক্তি : সবসময় একটা বিরক্তি কাজ করছে আপনার মধ্যে? সারা দিনে যে কাজই করুন বা যার সঙ্গেই কথা বলুন, সবটাই ভীষণ অসহ্যকর মনে হচ্ছে? তার অর্থও আপনি মানসিক চাপে রয়েছেন।

খিদে পাওয়া : মাঝে মাঝেই খিদে পাচ্ছে? ভরপেট খাওয়ার পড়েও আপনার মনে হতে পারে, আপনি কিছু খাননি। এটাও মানসিক চাপের লক্ষণ।

কোনো ওষুধ ছাড়াই যেভাবে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা

পরিচয় ডেস্ক: আমরা যখন কোনো খাবার খাই তখন সেটা পরিপাকের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে। পরিপাকতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ হলো লিভার বা যকৃত। এখানে খাবার খাওয়ার পর পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে। লিভারে অনেক ধরনের কাজ হয় বলে একে শরীরের ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার বলা হয়।

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্যালরি গ্রহণ করার ফলে তা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমা হতে থাকে। যদি অতিরিক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে চর্বি জমতে থাকে, তখন লিভার চর্বিতে ভারী হয়ে পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে ফ্যাটি লিভার বলে। লিভারে যত ধরনের রোগ হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলা ফ্যাটি লিভার। সাধারণ লোকের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের ফ্যাটি লিভার রয়েছে।

অনেকের ধারণা অ্যালকোহল গ্রহণ করলেই লিভার খারাপ হতে পারে। আসলে তা নয়। বিভিন্ন কারণে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। লিভারে জমা চর্বি থেকে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, তাকে বলে নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটোহেপাটাইটিস বা ন্যাশ। ন্যাশ আক্রান্ত রোগীর রোগ আরও তীব্র হলে লিভার সিরোসিস অথবা লিভার ক্যানসার হতে পারে। এজন্য ফ্যাটিলিভার অসুখটিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

যদি খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের মান উন্নত করা না যায়, তাহলে ফ্যাটি লিভারের কোনো চিকিৎসাই

কাজে লাগে না। এ ক্ষেত্রে রোগীদের ওজন কমিয়ে আদর্শ ওজনে নিয়ে আসতে হবে। কারণ অধিক ওজনের ফলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যায়। এতে শরীরের কোষে সংরক্ষিত চর্বি ভেঙে মুক্ত ফ্যাটি এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। লিভার এ ফ্যাটি এসিড গ্রহণ করে নিজের ভেতর জমা করতে থাকে।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন

খাবারে ক্যালরির পরিমাণ কমাতে হবে। বরাদ্দকৃত ক্যালরি থেকে ৫০০-১০০০ ক্যালরি খাবার কম খেতে হবে। মাছ-মাংস-ডিম-দুধ সীমিত পরিমাণে খাবেন। আমিষের পরিমাণ হবে ২০ শতাংশ। এর মধ্যে মাছই উত্তম। উদ্ভিদ আমিষ যেমন- ডাল, বাদাম, সিমের বিচি, মটরশুটি, ছোলা আশযুক্ত খাবার অবশ্যই খেতে হবে।

ওমেগা থ্রি ও ওমেগা নাইন জাতীয় অসম্পৃক্ত তেল খাবারে থাকলে ভালো হয়। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কত গ্রাম শাকসবজি গ্রহণ করা উচিত

পরিচয় ডেস্ক: শাক বা পাতা সবজি হলো এক ধরনের উদ্ভিদ যার পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। পাতা ছাড়াও মাঝেমধ্যে পাতাবৃন্ত ও কচি কাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ শাকের আওতায় আসে। অধিকাংশের পুষ্টিগুণ ও রান্নার পদ্ধতি অনুসারে শাকের সাথে ভাগ করা হয়।

প্রায় এক হাজার প্রজাতির উদ্ভিদের পাতা খাওয়ার উপযোগী হিসেবে জানা যায়। শাক অধিকাংশ সময় লতাপাতা বা গুল্মজাতীয় ও ক্ষণস্থায়ী উদ্ভিদ হয়ে থাকে। যেমন: লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক, নাপা শাক, লালশাক ইত্যাদি। আদানসোনিয়া, অ্যারেলিয়া, মোরিঙ্গা, মোরাস ও টুনা প্রজাতিসহ কিছু অরণ্যময় বা বৃহদাকার উদ্ভিদের পাতাও শাক হিসেবে খাওয়া যায়।

আমাদের প্রতিদিনের পুষ্টিচাহিদা পূরণ না হলে দেখা দিতে পারে নানা ধরনের রোগ। এ ক্ষেত্রে শাকসবজি তুলনাহীন। বিশেষ করে শীতের এই সময় বাজারে পাওয়া যায় নানা ধরনের শাকসবজি।

পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে, সুস্থ থাকতে হলে দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ২০০ গ্রাম শাকসবজি গ্রহণ করা উচিত। শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থসহ হাজারো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। চলুন জেনে নিই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকয় রাখা কিছু শাক সম্পর্কে-

পালংশাক : পালংশাককে সুপারফুডও বলা হয়। পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। এটি মানুষের ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি থেকে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া পালংশাকে ভিটামিন সি, কে, ডি, আঁশ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। এগুলো আমাদের হাড়ের গঠন ও মজবুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

পালংশাকের বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে। যেমন: এটি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, বিভিন্ন সংক্রমিত রোগ থেকে রক্ষা করে এবং হৃদ্যন্ত্র সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ত্বকের বাইরের স্তরের আর্দ্রতা বজায় রাখে। এ ছাড়া ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

পুঁইশাক : পুঁইশাক অতিপরিচিত, পুষ্টিগুণে ভরা, সহজলভ্য, সারা বছর পাওয়া যায় এবং সুস্বাদু শাকের মধ্যে পুঁইশাকের তুলনা নেই। পুঁইশাকে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন বি, ভিটামিন সি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

শীতের সকালে খালি পেটে কিশমিশ খেলে কী হয়?

পরিচয় ডেস্ক: পুষ্টিবিদরা বলছেন, শুকনো এ ফলটিই ত্বকের শুষ্কতা ঘোচাতে দারুণ কাজ করে।'স্বর্গীয় ফল' এর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন কিশমিশকে। কারণ মিষ্টি এ শুকনো ফলটিতে আছে বিশেষ কিছু জাদুকরী গুণ বা উপকারিতা, যা বদলে দিতে পারে আপনার জীবনকে।

রেইজিনের বাংলা প্রতিশব্দ হলো কিশমিশ। এটি তৈরি হয় শুকনো আঙুর থেকে। জীবন বদলে নিতে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই খাবার আজ থেকেই নিয়মতি খেতে শুরু করতে পারেন। কেন জানেন?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, কালো, সোনালি ও বাদামি রঙের চুপসানো ভাঁজ হওয়া ফলটি খুবই শক্তিদায়ক। এটি তৈরি করা হয় সূর্যের তাপে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রায় ঝামেলা তৈরি করে না। এটি খেলে শরীরের রক্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, পিত্ত ও বায়ুর সমস্যা দূর হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের জন্যও অনেক উপকারী।

রান্নায় এই খাবারটি ব্যবহৃত হলেও প্রতিদিন ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। নিয়মিত ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাসেও আপনি এর অনেক সুফল পাবেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হওয়া এক প্রতিবেদন থেকে আসুন জেনে নেই কিশমিশের কিছু জাদুকরী গুণের কথা।

১। ওজন নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ এবং শরীরে বাড়তি ক্যালরি যোগ করা ছাড়াই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এটি।

২। রক্তস্বল্পতা দূর: প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ কিশমিশ রক্তস্বল্পতা সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এতে থাকা কপার রক্তের লোহিত কণার পরিমাণ বাড়ায়।

৩। হজমে সহায়তা: কিশমিশ আঁশ সমৃদ্ধ তাই পানিতে ভিজিয়ে রাখার কারণে এটা প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ করে। ভেজানো কিশমিশ হজমের সমস্যা উন্নত করে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমায় এবং পেট পরিষ্কার রাখে।

৪। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, যা শরীরের লবণাক্ততার ভারসাম্য বজায় রাখে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাদ্যাশেরও ভালো উৎস যা রক্তনালির জৈব রসায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ফলে রক্তচাপ হ্রাস পেতে পারে।

৫। হাড়ের সুরক্ষা: বোরন হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজন, যা কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এতে আরও রয়েছে ক্যালসিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। প্রতিদিন ভেজা কিশমিশ খাওয়া হাড় সুস্থ ও সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

৬। মুখের দুর্গন্ধ দূর: কিশমিশে আছে অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান, যা মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

৭। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি: কিশমিশ ভিটামিন বি এবং সি সমৃদ্ধ। তাই এই শুকনো ফলটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। এর প্রদাহনাশক উপাদান জ্বর, সংক্রমণ ও অন্যান্য দুর্বলতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

৮। শক্তি জোগায়: কিশমিশে থাকা প্রাকৃতিক গ্লুকোজ কর্মশক্তি বাড়ায়। পরিমিত কিশমিশ খাওয়া দুর্বলভাব কমায় ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৯। অন্ধত্ব ও কোলেস্ট্রেরল দূর: কিশমিশে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে। কিশমিশের দ্রবণীয় ফাইবার লিভার থেকে কোলেস্টেরল দূর করতে সাহায্য করে।

১০। অনিদ্রা: কিশমিশে রয়েছে প্রচুর আয়রন, যা মানুষের অনিদ্রার সমস্যা দূর করতে সহায়ক। তাই প্রতিদিনই সকালে খালি পেটে ২টি করে কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

১১। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি: কিশমিশে থাকা ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা শিশুদের জন্য বিশেষ উপকারী। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হার্টঅ্যাটাকের ৫টি অস্বাভাবিক লক্ষণ

পরিচয় ডেস্ক: হার্টঅ্যাটাক হচ্ছে এমন একটি অবস্থা, যেখানে হৃৎপিণ্ডতে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয়। আর এটির জন্য দায়ী হচ্ছে চর্বি ও কোলেস্টেরল, যা ধমনীতে ব্লক তৈরি করতে পারে। আর সময়মতো ব্লকেজ অপসারণ না করা হলে অক্সিজেনের অভাবে হার্টের টিস্যুগুলো মারা যেতে শুরু করে।

হার্টঅ্যাটাক হলে তার কিছু লক্ষণের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কিন্তু এর বাইরেও বেশ কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণও দেখা দিতে পারে। আর এসব লক্ষণ সম্পর্কে না জানার কারণে আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না যে হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। আর বিশেষ করে এমনটি হয়ে থাকে 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের ক্ষেত্রে।

'মৃদু' হার্টঅ্যাটাক বুঝতে না পারার কারণে অনেকেই আগে থেকে সতর্ক হতে পারেন না। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জেনে নিন 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের অস্বাভাবিক ৫ লক্ষণ সম্পর্কেড়

১. ঘাড় বা চোয়ালে ব্যথা : ঘাড় বা চোয়ালে ব্যথা হলে তা অনেকের কাছেই মনে হতে পারে যে তা হার্টের সঙ্গে সম্পর্কিত না। কিন্তু এটিও হতে পারে 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের একটি লক্ষণ। এটি হয়ে থাকলে আপনার চোয়াল থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত ব্যথা থাকতে পারে। এমন লক্ষণ দেখা দিলে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে পানি পানে যা ঘটে শরীরে

পরিচয় ডেস্ক: সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু এটা ঠিক কী কী উপকারে আসে কিংবা তার সুফল কেমন করে পাওয়া যায়, তা হয়তো অনেকেরই অজানা। চলুন জেনে নেওয়া যাক খালি পেটে পানি পান করার কিছু উপকারিতা।

১. সকালে প্রতিদিন খালি পেটে পানি খেলে রক্তের দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায় এবং ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়।

২. রাতে ঘুমানোর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে হজম প্রক্রিয়ার তেমন কোনো কাজ থাকে না। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য অন্তত এক গ্লাস পানি খেয়ে নেয়া উচিত।

৩. প্রতিদিন সকালে নাস্তার আগে এক গ্লাস পানি খেলে নতুন মাংসপেশি ও কোষ গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

৪. প্রতিদিন খালি পেটে এক গ্লাস করে পানি খেলে মলাশয় পরিষ্কার হয় যায় এবং শরীর সহজেই নতুন করে খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।

৫. যারা ডায়েটের মাধ্যমে ওজন কমাতে চান, তারা অবশ্যই প্রতিদিন সকালে উঠে পানি পানের অভ্যাস করুন। কারণ যত বেশি পানি পান করবেন, তত হজম ভাল হবে এবং শরীরে বাড়তি ফ্যাট জমবে না।

৬. প্রতিদিন সকালে মাত্র এক গ্লাস পানি বমি ভাব, গলার সমস্যা, মাসিকের সমস্যা, ডায়রিয়া, কিডনির সমস্যা, আথ্রাইটিস, মাথা ব্যাথা ইত্যাদি অসুখ কমাতে সহায়তা করে।

৭. ঘুম থেকে উঠে অনেকের মাথা ব্যথা করে। শরীরে পানির মাত্রা কমে যাওয়া মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ। সারা রাত শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি যায় না। তাই সকালে উঠে যদি খালি পেটে পানি পান করা যায় তবে মাথার যন্ত্রণা অনেকটা দূর হয়।

ওকরা বা ঢেঁড়স এর উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: ওকড়া বা ঢেঁড়স সারা মৌসুমের সবজি। এটি একটি ফল হলেও সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা, কান্ড, শুঁটি, কুঁড়ি, ফুল এবং বীজ সহ ওকরা গাছের প্রতিটি অংশ সহায়ক। ওকড়া লাল এবং সবুজ রঙে আসে, তবে সবুজ হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জাত। কনিষ্ঠ শুঁটিগুলি নরম, রসালো এবং স্বাদে মিষ্টি হয়, যখন পরিপক্ক শুঁটিগুলিতে শক্ত বীজ থাকে এবং কম ভোজ্য হয়।

কাটা হলে, মহিলার আঙ্গুলগুলি মিউসিলাজিনাস রস বের করে, যা স্টু এবং স্যুপের জন্য একটি দুর্দান্ত ঘন হিসাবে কাজ করে। ভাজা, ভাজা, ভাজা, ভাজা বা আচারের সময় ওকরার হালকা, কুঁচকে এবং চমৎকার স্বাদ থাকে।

স্বাস্থ্য সুবিধাসমুহ : চিকন রস ঢেঁড়সকে একটি চটকদার খাদ্য পণ্য করে তোলে, তবে এটির অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা সহ ব্যতিক্রমী পুষ্টির মান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. ঢেঁড়সে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেট কম এবং এতে ফাইবার বেশি থাকে। এটি এমন কয়েকটি শাকসবজি এবং ফলের মধ্যে একটি যা প্রোটিন ধারণ করে এবং ওজন পরিচালনা করার সময় ওকরা একটি চমৎকার খাদ্য পছন্দ করে।

২. ঢেঁড়স ভিটামিন এ, সি, কে এবং বি৬ সহ প্রচুর ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

৩. ভিটামিন সি অনেক সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের অনাক্রম্যতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের সময়কাল কমায়।

৪. রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় ভিটামিন কে একটি অপরিহার্য উপাদান। রক্তে জমাট বাঁধার অন্যতম কারণ ভিটামিন কের স্বল্পতা। ঢেঁড়স ভিটামিন কের অভাব পূরণ করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি করে।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ঝাল তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: ঝাল খাবার খেতে যারা বেশি পছন্দ করেন, তাদের কাছে প্রিয় একটি পদ হলো ঝাল তেহারি। সাধারণত তেহারি খুব একটা ঝাল হয় না। তবে আপনি যদি একটু বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাহলে ভিন্ন কথা। তখন বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন ঝাল তেহারি। এক্ষেত্রে মরিচের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই হবে না, জানা থাকা চাই আরও কিছু কৌশল।

তৈরি করতে যা লাগবে: গরুর সিনার মাংস ২ কেজি, পেঁয়াজ কুচি, দেড় কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া- ১ টেবিলচামচ, জিরা গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ২ সেমি ৫ টুকরো, এলাচ- ৫টি, লবঙ্গ ৪টি, কাঁচা মরিচ ১৬টি, সরিষা বা সয়াবিন তেল সোয়া এক কাপ, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাংস ছোট টুকরো করে ধুয়ে নিন। সমস্ত বাটা ও গুঁড়া মসলা এবং লবণ দিয়ে মাংস সেদ্ধ করুন। মাংস নরম হলে ও পানি শুকালে নামান। একটা বড় হাঁড়িতে তেল গরম করে পেঁয়াজ তেজপাতা ও গরম মসলা সামান্য ভেজে মাংস, লবণ দিন। মাংস কষিয়ে ভুনা করুন। মাংস কষানো হলে মসলা থেকে মাংস আলাদা করে তুলে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে মসলায় দিন। ২-৩ মিনিট ভাজুন। ৬-৭ কাপ গরম পানি ও লবণ দিন। ফুটে উঠলে নেড়ে মাংস ছড়িয়ে দিয়ে ওপরে কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ২০ মিনিট রাখুন। চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন। ২০-২৫ মিনিট পর ঢাকনা খুলবেন। সালাদ দিয়ে পরিবেশন করুন।

হাঁসের ঝাল মাংস

পরিচয় ডেস্ক: শীতের মৌসুমে হাঁসের মাংস বেশি খাওয়া হয়। নতুন চালের গুঁড়া দিয়ে রুটি তৈরি করে হাঁসের মাংস দিয়ে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে আমাদের দেশে। সুস্বাদু এই মাংস দিয়ে অনেক রকম পদ রান্না করা যায়। তবে যারা সহজ ও সাধারণ রেসিপি বেশি পছন্দ করেন, তাদের জন্য সহজ একটি পদ হতে পারে হাঁসের ঝাল মাংস।

তৈরি করতে যা লাগবে: হাঁস- ১টি, পেঁয়াজ কুচি- ২ কাপ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা- ২ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- ২ চা চামচ, এলাচ- ৪টি, দারুচিনি- ৩ টুকরা, কাঁচা মরিচ- ৬টি, আস্ত শুকনো মরিচ- ৩টি, তেল- আধা কাপ, জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ,লবণ- ২ চা চামচ, জায়ফল গুঁড়া- এক চিমটি।

যেভাবে তৈরি করবেন : পেঁয়াজ তেলে বাদামি করে ভেজে সব মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। পানি শুকিয়ে এলে অল্প পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। এরপর সেই মসলায় মাংস ও লবণ দিন। মৃদু আঁচে মাংস ভালোমতো কষিয়ে নিন। তেল উপরে উঠে এলে মাংসে গরম পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল মাখা মাখা হলে কাঁচা মরিচ ও জিরাগুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। গরম ভাত, পোলাও, রুটি বা পরোটা দিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

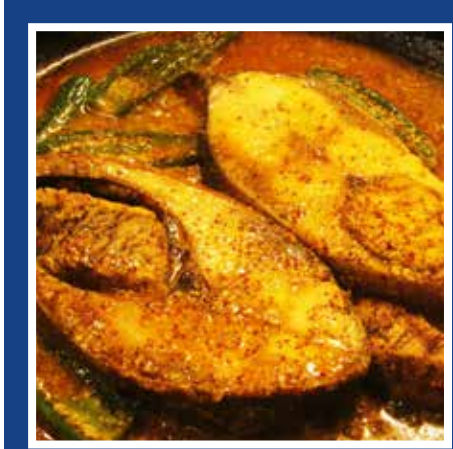

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: নারিকেলের দুধ ব্যবহার করলে খাবারের স্বাদ আরও বেড়ে যায়। তাই বলে সব খাবারের সঙ্গে কিন্তু নারিকেলের দুধ ব্যবহার করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের কোরমা রান্নায় আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন নারিকেলের দুধ। ইলিশ মাছের কোরমা তৈরিতে নারিকেলের দুধ ব্যবহার করতে পারেন। এর স্বাদে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। ঝরঝরে পোলাওয়ের সঙ্গে এই কোরমা খেতে বেশ লাগে।

তৈরি করতে যা লাগবে: ইলিশ মাছ- ৬ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা- ১-৩ কাপ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ. রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, চিনি- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- ৪-৫টি, লবণ- স্বাদমতো, তেল- আধা কাপ, লেবুর রস- ১ চা চামচ, নারিকেলের দুধ- আধা কাপ, টেস্টিং সল্ট- কোয়ার্টার চা চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রী গুঁড়া- কোয়ার্টার চা চামচ, টক দই- আধা কাপ, জিরা গুঁড়া- আধা চা চামচ, এলাচ ও দারুচিনি- তিনটি করে, কেওড়া জল- কোয়ার্টার চা চামচ।

প্রণালী: মাছের টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে এলাচ, দারুচিনি ভেজে পেঁয়াজ বাটা হালকা ভেজে নিন। এর পর আদা-রসুন বাটা ও জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে ভেজে নিন। এবার দই, কাঁচামরিচ, স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। ইলিশ মাছ দিয়ে নেড়ে নারিকেলের দুধ ও জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়া এবং কেওড়া জল দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট রান্না করে মাছ মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

দই চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু সব খাবার। গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ির যেকোনো পদ হলে জমে যায় বেশ। আবার চিংড়ি দিয়ে তৈরি যেকোনো পদ রাখা যায় পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গেও। ঝটপট মজাদার কোনো পদ রাঁধতে চাইলে বেছে নিতে পারেন দই চিংড়ি।

তৈরি করতে যা লাগবে : চিংড়ি- আধা কেজি, আদা ও রসুন বাটা- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়া- পরিমাণমতো, মরিচ গুঁড়া- পরিমাণমতো, আস্ত জিরা- ১ চা চামচ, টক দই- ৩ টেবিল চামচ, আস্ত গরম মসলা- কয়েকটি, আস্ত গোলমরিচ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- পরিমাণমতো, ঘি- পরিমাণমতো, লবণ ও চিনি-স্বাদ অনুযায়ী, ধনেপাতা কুচি- পরিমাণমতো।

প্রণালী: চিংড়িগুলো পরিষ্কার করে পানিতে ধুয়ে নিন। এরপর লবণ-হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। এরপর অন্য একটি কড়াইতে তেল গরম করে গরম মসলা এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে একটু ভেজে নিন। এরপর আস্ত জিরে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে টমেটো কুচি দিয়ে দিন। টমেটো নরম হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিন। মসলা কষিয়ে নিন।

এরপর টক দই ফেটিয়ে দিয়ে দিন। ধনে পাতা কুচি, চিনি, লবণ ও পরিমাণমতো পানি দেবেন। মসলা কষাতে কষাতে তেল বের হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হতে দিন। এই মসলা ব্লেন্ডারে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে ব্লেন্ড করা মসলা পুরোটা দিয়ে দিন। প্রয়োজনমতো পানি দিন। ঝোলের মধ্যে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ঝোল ফুটতে দিন। মাঝে দুই-একবার চিংড়িগুলো নেড়েচেড়ে দিন। নামানোর আগে ঘি মিশিয়ে দিন। তৈরি হয়ে গেল দই চিংড়ি। গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

হিটলার-নেতানিয়াহুর মধ্যে

১২ পৃষ্ঠার পর

করা প্রয়োজন। বস্তুত, জর্ডনের সঙ্গে মিলিতভাবে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে ফ্রান্স। গাজায় গিয়ে সরাসরি এই কাজে যোগ দেওয়ার কথাও বলেছে ফ্রান্স। মাক্রোঁর বিবৃতিতে একথা বলা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা : আবার খাদ্যসংকটের সতর্কতা জারি করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। বুধবার ডাব্লিউএইচও-র প্রধান একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, এখনই পদক্ষেপ না নিলে এক ভয়ংকর খাদ্যসংকটের মুখে পড়বে গাজা স্ট্রিপ। কয়েকলাখ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ডাব্লিউএইচও বিবৃতিতে বলেছে, গাজার সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছেন না মানবিক কর্মীরা। বহু জায়গায় তাদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। লড়াইয়ে তাদেরও প্রাণ গেছে। জিনিস নিয়ে তারা বার হলেই ক্ষুধার্ত মানুষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে খাদ্যসংকট থেকে গাজাকে বাঁচানো যাবে না। এর আগেও এবিষয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। একাধিকবার সংঘর্ষ-বিরতির আবেদনও জানানো হয়েছে ডাব্লিউএইচও-র তরফে।

নেতানিয়াহু-এর্দোয়ান লড়াই : আঙ্কারায় এক সভায় নেতানিয়াহুকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান। শুধু তা-ই নয়, জার্মানির সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, জার্মানি এখনো অতীতের ভুলের খেসারত দিচ্ছে। সে কারণেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছে না।

এর্দোয়ানের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, কুর্দদের গণহত্যা করেছেন এর্দোয়ান। বস্তুত, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, হামাস নেতাদের সাহায্য করেছে তুরস্ক। কিন্তু ইসরায়েল হামাসকে শেষ না করে এই অভিযান বন্ধ করবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আক্রমণ চালায় হামাস। হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। বহু মানুষকে পণবন্দি করে হামাস। তারপরেই হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ইসরায়েল।

লেবাননে ইসরায়েলের আক্রমণ : হেজবোল্লাহ ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইসরায়েলের সেনা। তারই জবাবে দক্ষিণ লেবাননে পাল্টা রকেট হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। বস্তুত, হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই হেজবোল্লাহ একাধিকবার ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলও তার জবাব দিয়েছে। - রয়টার্স, এপি, এএফপি

ইউরোপে আশ্রয় পেতে রেকর্ড আবেদন

৫ পৃষ্ঠার পর

আবেদনের হার কমবে না। বলেন, আমাদের চারপাশের জগৎ দিন দিন অস্থির হয়ে পড়ছে। ফলে ২০২৪ সাল বা তার পরেও মানুষের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা কমবে না।

২৭ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মোট জনসংখ্যা ৪৫ কোটি। কর্তৃপক্ষের হিসাবে, অক্টোবরের শেষ নাগাদ ইইউতে মোট ৯ লাখ ৩৭ হাজার আবেদন নিবন্ধিত হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। ইউরোপীয় অভিবাসন সংস্থার মতে, ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য জার্মানি। এরপর রয়েছে ফ্রান্স ও ইতালি।

জার্মানির অভিবাসন ও শরণার্থী দপ্তরের হিসাবে, নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত জার্মানিতে ৩ লাখ ২৬ হাজারের মতো আশ্রয় আবেদন জমা পড়েছে, যা গত বছর একই মেয়াদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

অবশ্য ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিল, চলতি বছর ইইউতে আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়াতে পারে। প্রথম ছয় মাসের হিসাব দেখেই এই অনুমান করেছিলেন সংশ্লিষ্টরা।

গত সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এজেন্সি ফর অ্যাসাইলাম (ইইউএএ) জানায়, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত জোটের ২৭ সদস্য দেশ এবং সহযোগী সুইজারল্যান্ড ও নরওয়েতে আশ্রয়ের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল মোট ৫ লাখ ১৯ হাজার।

এই ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি বছর শেষে ইউরোপে আশ্রয়ের আবেদনের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ১০ লাখের বেশি। ২০১৫-১৬ সালের পর এত সংখ্যক আশ্রয় আবেদন আর কখনো দেখেনি ইইউ। সেই সময় যুদ্ধকবলিত সিরিয়ার বাসিন্দারা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করায় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল নেমেছিল ইউরোপে।

ট্রাম্প কি শেষ পর্যন্ত

৬ পৃষ্ঠার পর

উভয়েই ট্রাম্পের 'বিদ্রোহে জড়িত' থাকার বিষয়ে নিশ্চিত। তবে ট্রাম্প ভোটে দাঁড়াতে পারবেন কি না, তা নিয়ে এই দুই আদালতের আইনি বিশ্লেষণে ফারাক রয়েছে।

নিম্ন আদালত ট্রাম্পকে কলোরাডোর প্রাইমারি ইলেকশনে অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন। নিম্ন আদালতের যুক্তি হলো, 'অফিসার' বা 'কর্মকর্তা' শব্দটি প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিম্ন আদালতের বক্তব্য হলো, প্রেসিডেন্ট যদি সংবিধানদ্রোহী হন, তাহলে তিনি আর পরবর্তী সময়ে সরকারি দপ্তরের দায়িত্ব নিতে পারবেন নাড়এমন কথা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা নেই। ফলে এই অনুচ্ছেদ ট্রাম্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কিন্তু নিম্ন আদালতের এই ব্যাখ্যাকে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের মতে, সংশোধনীর খসড়া যে সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছিল, সে সময়কার 'অফিস' শব্দটির ব্যবহার মাথায় রাখলে সহজেই বোঝা যায়, 'অফিস' শব্দের সরল অর্থ সন্দেহাতীতভাবে প্রেসিডেন্টের অফিস বা প্রেসিডেন্টের পদটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তা ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছেন, যিনি একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, তাঁকে শপথভঙ্গের সাজার বাইরে রেখে অন্য শপথ ভঙ্গকারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য ঘোষণা করার কোনো মানেই হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটর এবং সমরমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সংবিধানদ্রোহী হয়ে কনফেডারেসির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জেফারসন ডেভিস। এরপর তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা ছিলড়এমন কথা কেউ বিশ্বাস করত না, সেটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারা নিয়ে সে সময় কংগ্রেসে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল। সেসব বিতর্কের যাবতীয় রেকর্ডপত্র ওপরের ধারণাকেই দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দেয়।

তবে এই যুক্তিতর্কের শেষ কোথায়, অর্থাৎ ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াতে পারবেন কি না, তার ফয়সালা হতে এখনো বাকি আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে শুনানি হওয়ার বাকি আছে। এই ফয়সালা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের মনে এখনো গোপন রয়ে গেছে। তবে শিগগিরই তা রায় হিসেবে প্রকাশ করা হবে। আপাতত ব্যালটে ট্রাম্পের নাম থাকছে। কারণ, কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট তাঁর রায়কে আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন। ওই তারিখের আগে অঙ্গরাজ্যটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সে রাজ্যের প্রেসিডেনশিয়াল প্রাইমারির ব্যালটে প্রার্থীদের নাম সত্যায়ন করতে হবে। ফলে শেষ পর্যন্ত কলোরাডোর প্রাইমারিতে ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারবেন কি না, তা স্থগিতাদেশের তারিখের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেবেন, তার ওপর নির্ভর করছে।

এখন কথা হলো, কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের রায় উচ্চ আদালতে উল্টে যাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা আছে। কারণ, উচ্চ আদালতে কট্টর দক্ষিণপন্থী বিচারপতিদের সংখ্যা বেশি। কলোরাডোর নিম্ন আদালত ও রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের ট্রাম্পের সংবিধানদ্রোহ সংক্রান্ত রায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিতে পারেন। নিম্ন আদালতের তদন্ত প্রতিবেদনে দ্বিমত পোষণ করার প্রবণতা সাধারণত উচ্চতর আদালতের মধ্যে দেখা যায়।

আরেকটি বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট অদ্যাবধি কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারাকে যথেষ্ট বলে রায় দেননি। ফলে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্টের রায় সেই প্রেক্ষাপটে উল্টে যেতে পারে। তবে এ কথাও ঠিক, বিচার বিভাগের মন ঘুরে যাওয়ার নজির আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যদি কলোরাডোর আদালতের সিদ্ধান্তকে আমলে নেন এবং 'অফিস' শব্দটিকে যদি প্রেসিডেন্টের দপ্তরের আওতাভুক্ত বলে বিবেচনা করেন, তাহলে ট্রাম্পের প্রার্থিতা ঝুলে যেতে পারে। রিচার্ড কে শেরউইন নিউইয়র্ক ল স্কুলের আইনের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-47 164th Street	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	NY 11432	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549
	646-982-9938				

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

WINTER SALE

Common Core
50% OFF
Original Price
12-Month Package

SHSAT
$250 OFF Sale Price
All Deluxe Packages

Hunter Exam
Up to 30% OFF
Original Pricing

Regents/GPA
1-Month Free w/
6-Month Package

SAT
March 9th SAT
FREE College Essay Review

Sale ends Sunday, December 3rd, 2023!

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

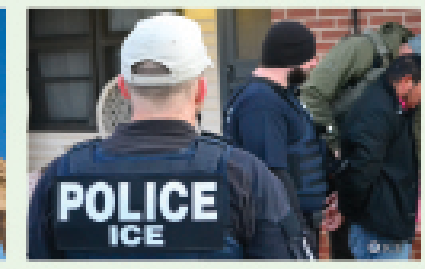

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে

১০ পৃষ্ঠার পর

নানা শর্ত দিচ্ছে। এগুলো আমলে না নিয়ে এড়িয়ে গেলে রপ্তানি বাজার নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে। কোনো সমস্যা নেই মনে করলে একদিন সকালে হয়তো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা চলে আসবে। এতে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, দেশের অর্থনীতি এখন অনেকটাই বাণিজ্যনির্ভর। তিনি বলেন, রপ্তানি খাতে কমপ্লায়েন্স এখন অনেক বড় ইস্যু। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণের পর জিএসপি প্লাসের জন্য কমপ্লায়েন্স নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। অথচ সাধারণ বাজারে প্রবেশেও এখন অনেক শর্ত।

প্রবাসী আয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রবাসীদের মাধ্যমে ২১ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে বছরে। তাদের সম্মান দিতে হবে। প্রণোদনা দিতে হবে। রিজার্ভ সংকটে তারাই পারে অর্থনীতিকে কিছুটা রক্ষা করতে। কিছু প্রণোদনায় গত কয়েক মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে।

বিদেশি ঋণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঋণ পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। বিদেশি ঋণের ব্যয়ে করা অবকাঠামো প্রকল্প থেকে আয় নিশ্চিত হলে ঠিক আছে। যদি না হয়, তাহলে এ ধরনের ঋণে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামার সম্পদ প্রসঙ্গে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যেখানে এক কাঠা জমির প্রকৃত দাম ১ কোটি টাকা, সেখানে ১ লাখ টাকা দেখানো হয়েছে। তারপরও যদি শতগুণ সম্পদ বাড়ে, তাহলে বাস্তব চিত্র অনুমান করা যায়। কীভাবে এত কম সময়ে তাদের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বাড়ল, তা দেখার বিষয়। যাদের সম্পত্তি এত বেড়েছে, সরকার ও নিজ দলের উচিত এসব সম্পত্তির উৎস জানতে চাওয়া। দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাজ হবে তাদের সম্পত্তির উৎস বের করা। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের বিষয়ে যদি জনগণের সন্দেহ-অনাস্থা থাকে, তাহলে নির্বাচনের পর সাধারণ মানুষ তাদের কীভাবে গ্রহণ করবে, তা ভেবে দেখা দরকার।

অর্থনীতিতে সংস্কার বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, টাকা-ডলার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে সাময়িক অসুবিধা হলেও দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পাওয়া যাবে। ব্যাংক ঋণের সুদের হার নির্ধারণের বিষয়টিও পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। নতুন আয়কর আইন পাস করার পাশাপাশি ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করেছে সরকার। আইএমএফ পরামর্শ দিয়েছে, তাই আইন পাস বা সংশোধন করা হয়েছে এভাবে না দেখে বরং ব্যাংক খাতে সুশাসন ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখতে হবে। আইনগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে কিছু মানুষের ওপর চাপ বাড়বে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা লাগবে। কষ্টকর এসব সংস্কারের ফলে সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পাওয়া যাবে। সূত্র দৈনিক সমকাল

জাতিসংঘ কর্মীদের স্বয়ংক্রিয় ভিসা

১২ পৃষ্ঠার পর

সংগঠন হামাসকে সহযোগিতার অভিযোগ তুলে দেশটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইসরায়েলের এমন সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের সঙ্গে নতুন উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। দেশটির অভিযোগ, এই বিশ্ব সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে অন্যায্য এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করে আসছে।

নেতানিয়াহু সরকারের মুখপাত্র এইলন লেভি বলেন, ইসরায়েল এখন জাতিসংঘের কর্মীদের স্বয়ংক্রিয় ভিসা দেবে না। এর বদলে তাঁরা কর্মীদের কেস বাই কেস ভিত্তিতে ভিসা দেবে।

লেভি বলেন, জাতিসংঘের যেসব কর্মীরা হামাসের গুজবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করবে তাঁদের সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেবে ইসরায়েল। দেশটি তাঁদের মিত্রদের প্রতিও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যম দ্য হিল এ বিষয়ে জাতিসংঘের কাছে মন্তব্যর অনুরোধ করলে তাৎক্ষণিক সাড়া মেলেনি।

গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য সংস্থাটির বারবার আহ্বানের পরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইসরায়েল এবং জাতিসংঘের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুসারে, অক্টোবরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।- খবর টাইমস অব ইসরায়েল

নির্বাচন পরবর্তী বৈশ্বিক ধাক্কা

৫ পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এখনই চিন্তিত বা ভীত হওয়ার কিছু নেই। বিদেশি কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য নির্বাচন হচ্ছে না। বিশেষ কোনো দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে কিনা? সেই চিন্তা বা বিবেচনায় আমরা কাজ করছি না। বরং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য যারা নির্বাচনে এসেছে তাদের নিয়েই যাতে ইসি নির্বাচনটি করতে পারে সেজন্য সরকারের তরফে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, সরকারকে জানিয়েই ছুটিতে ভারতে যান ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্। বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকসহ এই সময়ে ছুটিতে যাওয়া সব দূতই সরকারকে অবহিত করে গেছেন। এটাই কূটনৈতিক শিষ্টাচার। মাসুদ বিন মোমেন বলেন, দেড় দশকে উন্নত দেশগুলোর কাছে ঋণগ্রহীতা থেকে তাদের অংশীদার হয়েছে বাংলাদেশ। আর বিদায়ী বছরে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন বহুজাতিক ফোরামে ভোটে বাংলাদেশের বিজয়কে বড় অর্জন হিসেবে দেখতে চান তিনি।

স্ত্রীর সঙ্গে পর্নো ভিডিও

৭ পৃষ্ঠার পর

অবসর নেওয়া এবং যোগাযোগ বিষয়ে নতুন একটি কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ২০১৮ সালে উইসকনসিনলা ক্রসে বক্তৃতা করার জন্য পর্নো অভিনেত্রী নিনা হার্টলিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন চ্যান্সেলর গাউ। ওই পর্নো তারকাকে ক্যাম্পাসে আনার জন্য ছাত্রদের ফি থেকে ৫ হাজার ডলার নিয়েছিলেন তিনি। তখনো গাউ বাক্স্বাধীনতার দোহাই দিয়েছিলেন। গাউ এবং তাঁর স্ত্রী একটি ইউটিউব চ্যানেল চালান যেখানে পর্নো অভিনেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন খাবার রান্না করেন। তাঁরা ছদ্মনামে দুটি ইবুকও লিখেছেন।

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

Bluewater USA

56-09- 56 Drive, Maspeth NY 11378
Tell 718-894-0020
email: bwaterusa@gmail.com
Our products brand
Tatka, Masranga , Nova & Khusvu

২০২৪ সালে ৮ বিলিয়ন ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

অনেক দেশ, বিদেশি বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের অফার দিচ্ছে যে বে-টার্মিনাল হলে তারা বিনিয়োগ করতে চায়। ইতোমধ্যে পিএসএ সিঙ্গাপুর ও ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা ইতোমধ্যে পিপিপি প্রকল্প আকারে হাতে নিয়েছি, কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে।'

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দরে যে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল করার কথা, তাতে আবুধাবি পোর্ট গ্রুপ থেকে আমরা এক বিলিয়ন ডলারের একটা প্রস্তাব পেয়েছি। এখানে বিনিয়োগ করতে বিশ্বব্যাংকও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'আশা করছি ২০২৪ সালের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারব। পিএসএ সিঙ্গাপুর, ডিপি ওয়ার্ল্ড, আবুধাবি পোর্ট গ্রুপ, চট্টগ্রাম বন্দর এবং বিশ্বব্যাংক মিলে প্রায় সাড়ে ৭ থেকে ৮ বিলিয়ন ডলার এখানে (চট্টগ্রাম বন্দরে) আগামী বছর বিনিয়োগ করবে।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে বে-টার্মিনালের মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন দিয়েছেন। সেটির ডিজাইন, ডেসটিনেশন ও টেন্ডার ডকুমেন্টস আমরা প্রস্তুত করছি। পাশাপাশি আমাদের বন্ধু পিএসএ সিঙ্গাপুর, ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং আবুধাবি পোর্ট গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পিপিপির আওতায় কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।'

বৈশ্বিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায়ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে চট্টগ্রাম বন্দর রেকর্ড করতে যাচ্ছে বলে জানান বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দর বর্ষপঞ্জি শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই ৩ মিলিয়ন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্লাবে প্রবেশ করেছে। চলতি ২০২৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ৩০ লাখ ৪ হাজার ৫০৫ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। আশা করা যায় বছর শেষে চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় ৩ দশমিক ১ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম হবে, যা গত বছরের প্রায় সমান।

'তদুপরি চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ১১ কোটি ৮৩ লাখ ৪৫ হাজার ৫৭৬ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর অর্থাৎ বছর শেষে ১২ কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে। সে সুবাদে তা কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

'তাৎপর্যের বিষয় হলো, হ্যান্ডলিং করা এসব কার্গো- পুরোটাই দেশি পণ্য। তৃতীয় কোনো দেশের পণ্য আমরা হ্যান্ডলিং করিনি। এটা দেশীয় বাণিজ্যের স্থিতিশীলতা প্রমাণ করে। বৈশ্বিক অর্থনীতি খারাপ হলেও আমাদের বাণিজ্য ভালো রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) উদ্বোধন করেন। টার্মিনালটি পরিচালনায় সৌদি আরব ভিত্তিক বেসরকারি গ্লোবাল টার্মিনাল অপারেটর আরএসজিটিআইয়ের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের। আগামী দু'মাসের মধ্যে এই টার্মিনালের কার্যক্রম শুরু হবে।'

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, 'সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনস্ত মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের চ্যানেল উদ্বোধন করেছেন। সেখানে প্রথম টার্মিনাল নির্মাণের জন্য তিনি ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সেই টার্মিনালের টেন্ডার কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে আমরা সেটার অনুমোদন পেয়ে যাব। আশা করা যায় ২০২৪ সালের মার্চ-এপ্রিলের দিকে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারব।'

বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, 'ডেনমার্কের একটি প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস। তারাও একটা টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের প্রস্তাবটি পিপিপির আওতায় রাখা হয়েছে। আশা করছি আগামী বছরের জুন-জুলাই অথবা আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে এপিএম টার্মিনালস তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।'

২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্মার্ট বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে জানিয়ে রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল বলেন, 'ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোর বন্দর যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেভাবেই ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্মার্ট বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। সৌদিরা চলে এসেছে। আমরাও আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছি।'

পিপিপির আওতায় বিনিয়োগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এখানে বিনিয়োগ করে তারা টার্মিনাল তৈরি করবে। তৈরির পর একটা নির্দিষ্ট সময় তারা তা পরিচালনা করবে। তারপর আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে।'

তিনি বলেন, 'মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর দেশের জিডিপিতে ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি যোগ করবে। বে টার্মিনাল তারচেয়েও বেশি বেশি যোগ করবে। সবকিছু মিলিয়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি যোগ করবে।

'আমরা কন্টেইনার হ্যান্ডেলিংয়ে এখন ৩ মিলিয়নের ক্লাবে আছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করবে।'

বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, 'বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর একাই ৩ দশমিক ১ মিলিয়ন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করছে। বে-টার্মিনাল হয়ে গেলে চট্টগ্রাম বন্দরে এককভাবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ১১ থেকে ১২ মিলিয়ন টিইইউএস হবে।

'পাশাপাশি পায়রা ও মংলা সমুদ্র বন্দর মিলে মোট ১৬ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনার ছাড়িয়ে যাবে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১৭ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা হবে বাংলাদেশের।'

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক, মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দরের প্রকল্প পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন, বন্দরের ডেপুটি কনজারভেটর ক্যাপ্টেন ফরিদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টিকিট ছাঁটলেন আওয়ামী লীগের

৯ পৃষ্ঠার পর

এ বার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভোটে শাসকদল আওয়ামি লিগের প্রার্থী নির্বাচনে সেই 'মোদী নীতি'র প্রতিফলন দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল এ বার তাদের ৭৭ জন সাংসদকে টিকিট দেয়নি। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, টানা প্রায় দেড় দশক ক্ষমতায় থাকা দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া তৈরি হয়েছে। তা সামাল দিতেই এই কৌশল।

বাদ পড়া বিদায়ী সাংসদদের মধ্যে ১৭ জন নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়ছেন। বাকি ৬০ জন ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তা ছাড়া, খুব বেশি আসনে বাদ পড়া সাংসদেরা অন্য দলে গিয়ে আওয়ামি প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা নষ্ট করবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। ছাঁটাই হওয়া সাংসদদের অধিকাংশই দলের 'গোষ্ঠী সমীকরণের' কারণে বাদ পড়েছেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি। তা ছাড়া, চলচ্চিত্র তারকা, ক্রিকেটার এবং হাসিনা ঘনিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের জায়গা করে দিতে বাদ পড়েছেন কয়েক জন।- সুত্র দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক আনন্দবাজার

সর্বোচ্চ আদালতের উপেক্ষায় নির্বাচনের

১২ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান।

আইনজীবী সরদার শাহবাজ খোসা সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চে মৌখিকভাবে এই আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয়, যেহেতু এই আপিল তিনজনের কম বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে শুনানি করা যাবে না, তাই তা অবিলম্বে নেওয়া যাবে না। কারণ, বেশির ভাগ বিচারপতি শীতের ছুটিতে ইসলামাবাদ থেকে দূরে অবস্থান করছেন।

সংবিধানের ১৮৫ অনুচ্ছেদে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সরদার লতিফ খোসা ও তাঁর ছেলে সরদার শাহবাজ খোসা এই আপিল দায়ের করেন। তাঁরা ১১ ডিসেম্বর ইসলামাবাদ হাইকোর্টের (আইএইচসি) সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু আপিলের মূল আবেদনটি ছিল গত ৫ আগস্টের রায়ে বর্ণিত সাজা বাতিল করা। বেআইনিভাবে রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রির জন্য ইসলামাবাদের অতিরিক্ত দায়রা জজ (পশ্চিম) ইমরান খানকে দোষী সাব্যস্ত করেন। রায়ে ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

বিচারপতি আতহার মিনাল্লাহ কৌঁসুলিকে মনে করিয়ে দেন, ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সাজা সুপ্রিম কোর্ট স্থগিত করলেও দোষী সাব্যস্ততা মুছে যাবে না। তিনি বলেন, 'আবেদনে বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট কেবল সাজাই স্থগিত করেনি, দোষী সাব্যস্ততাও মুছে দিয়েছে। কিন্তু বিচারিক ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই, যেখানে সাজা স্থগিতের সঙ্গে সঙ্গে দোষী সাব্যস্ততাও মুছে যায়।'

মামলাটির সঙ্গে পুরো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত বলে অবিলম্বে এর শুনানি সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান ইমরানের আইনজীবী। বিচারক এর জবাবে বলেন, দুই বিচারকের বেঞ্চ আবেদনকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনও দিতে পারে না। কারণ, রায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের আগের আপিল হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি করেছিল। আপিলের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাঁর জন্য একটি বৃহত্তর বেঞ্চের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কাজি ফয়েজ ইসা আগামী সপ্তাহে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত কৌঁসুলির অপেক্ষা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন বিচারক।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিলে দেশটির পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলোর আনা অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান ইমরান খান। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে একে একে শতাধিক মামলা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁস, দুর্নীতিসহ বেশ কয়েকটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ইমরান এখন রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী।- খবর ডন

HAPPY
NEW YEAR
2024

DULAL BEHEDU
PRESIDENT

দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
DOHAR UPAZILLA SOMITY USA, INC.

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

HAPPY
NEW YEAR
2024
Uzzal Bipul
President
Nobabgong Assiciation of USA

যেসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতির

১১ পৃষ্ঠার পর

কাছে ভ্যাকসিন, ওষুধ এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকলেও, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের অর্থনীতি মহামারি এবং পরবর্তী খাদ্য ও শক্তি সংকট মোকাবেলায় ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই ঋণ কয়েক ডজন দেশকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো এই অবস্থার শিকার হয়েছে বেশি।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ঋণ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সার্বভৌম-ঋণ সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলো। তাদের বাহ্যিক ঋণের পরিমান ২০২২ সালে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৮৮৮.৯ বিলিয়নে পৌঁছেছিল এবং এই ঋণ ২০২৩-২৪ সালে ৪০% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। ঘানা এবং জাম্বিয়া ইতোমধ্যেই খেলাপি হয়েছে, ইথিওপিয়া সম্ভবত ২০২৪ সালের মধ্যে খেলাপি হয়ে যাবে এবং আর্জেন্টিনা ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ ঋণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে।

অভিবাসন সংকট আরও বাড়তে পারে এবং উন্নত বিশ্বজুড়ে ডানপন্থি জনতাবাদের উত্থান আরও গভীর হয়ে উঠতে পারে। এসব বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখা হচ্ছে না। তবে পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণ সংকট মোকাবিলা করার জন্য শুধু আধুনিক গবেষণা যথেষ্ট নয়। বরং এর চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করতে হবে। কৌশিক বসু : বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোয় ভালো ফলন হওয়ায় সরবরাহ পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে আমরা এখনো ঘাটতির হুমকি থেকে মুক্ত নই।'

ওলে হাউ বলেন, 'আমাদের কাছে অন্তত এপ্রিল-মে পর্যন্ত এল নিনোর পূর্বাভাস রয়েছে। ব্রাজিলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই এ বছর কম ভুট্টা উৎপাদন হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চীনের রেকর্ড পরিমাণ গম ও ভুট্টা আমদানি আমাদের অবাক করেছে।'

এল নিনোর প্রভাবে এরই মধ্যে এশিয়ার বৃহৎ অঞ্চলে শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধেও শুষ্কতা অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে শীর্ষ কৃষিপণ্য রফতানিকারক ও আমদানিকারক দেশগুলোয় চাল, গম, পাম অয়েলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের সরবরাহ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

ব্যবসায়ী ও খাতসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, শুষ্ক অবস্থা ও জলাশয় শুকিয়ে আসায় ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে এশিয়ায় ধানের ফলন কমে যেতে পারে।

চলতি বছর এল নিনোর কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ায় বৈশ্বিক চালের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চাল সরবরাহকারী ভারত এরই মধ্যে আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ২০২৩ সালে চালের দাম ১৫ বছরের সর্বোচ্চে উঠেছে। এশিয়ার প্রধান চাল রফতানিকারক বাজারগুলোয় খাদ্যশস্যটির দাম ৪০-৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।

এমনকি ভারতের অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদনও হুমকির মুখে। শুষ্কতার কারণে দেশটির পরবর্তী গমের ফলন কমে যেতে পারে। এরই মধ্যে ভারতে গমের মজুদ সাত বছরের সর্বনিম্নে নেমেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ গম ব্যবহারকারী দেশটিতে অভ্যন্তরীণ ফল কমে গেলে ২০২৪ সালে আমদানির পথে হাঁটতে হতে পারে। গত ছয় বছরে এটিই হবে ভারতের প্রথম গম আমদানির রেকর্ড।

বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ গম রফতানিকারক দেশ অস্ট্রেলিয়া। আগামী এপ্রিলে দেশটির কৃষকরা শুষ্ক মাটিতে বীজ বপন করতে বাধ্য হতে পারেন। এতে আশঙ্কাজনক হারে ফলন কমে যেতে পারে দেশটির। এমনকি তীব্র তাপমাত্রার কারণে বছরে তিন ফসল চাষের স্বপ্ন ভেস্তে যেতে পারে। ফলে চীন, ইন্দোনেশিয়ার মতো গম আমদানিকারক দেশগুলো উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলের রফতানিকারক দেশগুলোয় সরবরাহ চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে।খবর রয়টার্স।

বরিশালে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা:

৯ পৃষ্ঠার পর

তিনি মারা যান। বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার কালাম বলেন, নিহত সিরাজুল ইসলাম সিকদারকে হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় আনা হয়। ভর্তি হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়েছে।

তবে হাসপাতালের পরিচালক ডা. সাইফুল ইসলাম বলেন, নিহতের শরীরের বাইরের অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্ত ছাড়া মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পংকজ দেবনাথের কর্মী খোরশেদ বলেন, আমরা ২৩টি লঞ্চে মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলার প্রায় ৩০ হাজার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় এসেছিলাম। আমাদের মিছিল যখন জনসভায় প্রবেশ করে, তখন আমাদের ওপর শাম্মী আহম্মেদের কর্মীরা হামলা চালায়। তাদের ফেস্টুনের কাঠ দিয়ে আমাদের পেটায়। এতে আমাদের অন্তত ৩০-৪০ জন আহত হয়।

এদিকে নিহত সিরাজুল ইসলামকে নিজেদের কর্মী দাবি করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শাম্মী আহম্মেদের নির্বাচনী সমন্বয়ক সৈয়দ মনির বলেন, পংকজ দেবনাথের অনুসারীরা জনসভায় বিশৃঙ্খলা করে। এ সময় তারা আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে। সে সময় সিরাজুল ইসলাম পড়ে যান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

মনির আরও বলেন, বিশৃঙ্খলার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করলে কয়েকজন আহত হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার মো. জিহাদুল কবির বলেন, জনসভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে। একসময় সিরাজুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান। তিনি হামলা বা আঘাতে মারা গেছেন বলে চিকিৎসকরা জানাননি। তবুও তদন্ত অব্যাহত রেখেছি।

এ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শাম্মী আহম্মেদের প্রার্থিতা বাতিলে ইসির আদেশ এখনো বহাল আছে। যদিও প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইতোমধ্যে শাম্মী আপিল বিভাগে ৩টি পৃথক আবেদন করেছেন। - ডেইলি স্টার

জানিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে প্রচারেও নেমেছে তারা। একই পথে হেঁটেছে কয়েকটি বামদলের জোটও। বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী দল (বাসদ), বিপ্লবী কমিউনিস্ট লিগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি-সহ একাধিক বাম দল রয়েছে ওই জোটে। ভোট বয়কটকারী দলগুলি নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনের দাবি তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা সরকার ইতিমধ্যেই নির্বাচনে অংশ না-নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

বিরোধীরা এর পর নতুন কৌশলে ভোট বয়কটের প্রচার চালাচ্ছে 'অরাজনৈতিক' মঞ্চ গড়ে। তার মোকাবিলা

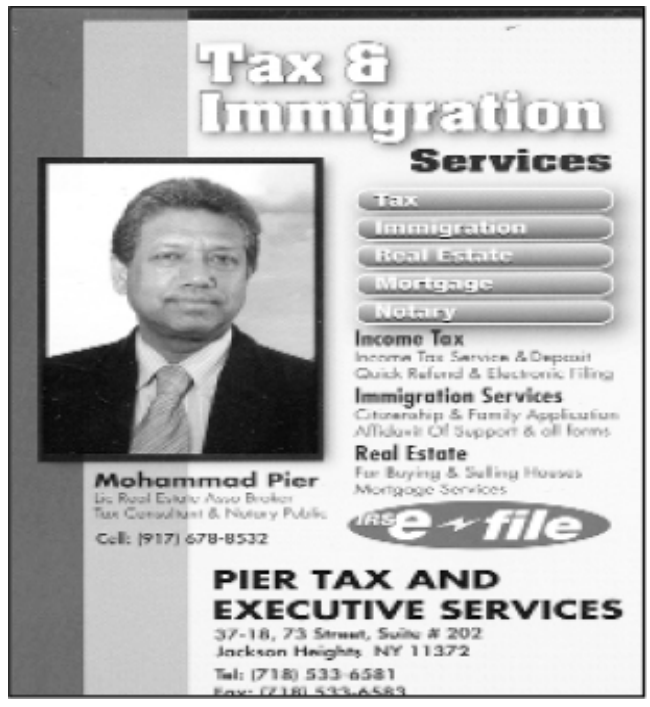

বাইডেনের ইসরাইল নীতিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

নেওয়াটা একটু কঠিন, কারণ তিনি এবং অন্যান্য অনেক তরুণ ভোটাররা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আবারও নির্বাচিত হতে দেখতে চান না।

ওসমানুর মতো তরুণ ডেমোক্র্যাট ভোটারদের একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ইসরাইলকে সমর্থন ও গাজায় সংঘাতের ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছেন বলে মনে হচ্ছে। এটি ডেমোক্র্যাটদের জন্য উদ্বেগের কারণ, কারণ বাইডেনের ইসরাইল নীতির বিরুদ্ধে তরুণদের এ বিরোধিতা তার সমর্থনের একটি মূল স্তম্ভকে নাড়িয়ে দিতে পারে যা এ প্রবীণ রাজনীতিবিদকে ২০২০ সালে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো।

সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপ বলছে, ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী ভোটারদের মধ্যে ৭০ শতাংশই ফিলিস্তিনের যুদ্ধ নিয়ে বাইডেনের পদক্ষেপকে সমর্থন করেন না।

ইসরাইলি সেনাদের তাণ্ডবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা। নির্বিচারে বোমা হামলায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ ভবন। সেনা অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি। সাধারণ ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর হামলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে বিশ্বের অনেক দেশ, চলছে বিক্ষোভ। তবুও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো একতরফা নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলকে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধে বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হতাহতের চিত্র দেখে তরুণ ডেমোক্র্যাট এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে, যা ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক ভোটবাক্সের ক্ষতি করতে পারে।

ইসরাইলকে সমর্থন দেয়ায় অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি চাপের মুখে পড়েছেন জো বাইডেন। এমনকি তার নিজ দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে দেখা দেয়া বিভক্তির বিষয়টিও আগেই সামনে এসেছে। ৫০০ জনেরও বেশি বাইডেন সমর্থক প্রচার কর্মীকে গাজার পক্ষে কথা বলতে দেখা গেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর ইসরাইল আবারও আগের মতো হামলা শুরু করলে এবং হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার স্বপ্নপূরণকে জটিল করে তুলবে।

ইসরায়েল বিলুপ্ত করে শাসনভার ফিলিস্তিনিদের হাতে দেওয়ার পক্ষে অধিকাংশ মার্কিন তরুণ

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় চলমান সংকটের সমাধান চাইলে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে এর শাসনভার হামাস ও ফিলিস্তিনি জনগণের হাতে দিয়ে হতে হবে। এমনটাই মনে করেন অধিকাংশ মার্কিন তরুণ, যাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপটি পরিচালনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আমেরিকান পলিটিক্যাল স্টাডিজ (ক্যাপস), শিকাগোভিত্তিক থিংকট্যাংক দ্য হ্যারিস পোল এবং বাজার গবেষণাপ্রতিষ্ঠান হ্যারিস এক্স। জরিপটি প্রকাশিত হয়েছে, গত ১৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার।

জরিপ অনুসারে, ৫১ শতাংশ মার্কিন তরুণ মনে করেন, ইসরায়েল রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে। বিপরীতে মাত্র ৩২ শতাংশ তরুণ দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানকে উপযুক্ত সমাধান বলে মনে করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৭ শতাংশ মনে করেন, আরব দেশগুলোর উচিত ফিলিস্তিনিদের নিজেদের সঙ্গে একীভূত করে নেওয়া যাতে এই সংকট শেষ হয়।

তবে জরিপে অংশ নেওয়াদের সব বয়সীর মধ্যে প্রতি ১০ জনের ৬ জন মনে করেন, দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান কার্যকর। বিপরীতে ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ ইসরায়েল ও ইহুদি জনগণের ব্যাপারে মার্কিন তরুণ ও বয়স্কদের মধ্যে নাটকীয় বিভাজন উঠে এসেছে সর্বশেষ জরিপটিতে।

গত সপ্তাহে ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট ও জরিপ প্রতিষ্ঠান ইউগভ মিলে একটি জরিপ চালিয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে, ৩০ বছরের কম বয়সী মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় অর্ধেকই বিশ্বাস করে, জার্মান নাৎসি বাহিনী যে ইহুদি গণহত্যা ঘটিয়েছে তা পৌরাণিক কোনো কাহিনি আর না হয়, তারা নিশ্চিত নয় যে এটি আদৌ ঘটেছে কি না।

যা হোক, হার্ভার্ড-হ্যারিস জরিপে উঠে এসেছে যে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের দুই-তৃতীয়াংশ বলেছেন, ইহুদিরা নিপীড়ক ও তাদের সঙ্গে নিপীড়ক হিসেবেই আচরণ করা উচিত। তবে সব বয়সী মার্কিনের মধ্যে ৭৩ শতাংশই এমন ইহুদিবিরোধী মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন। জরিপ অনুসারে, সব বয়সী মার্কিনের মধ্যে ৩৭ শতাংশই মনে করেন, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর

১২ পৃষ্ঠার পর

দেবে। বড়দিনের আগে জার্মান সংবাদমাধ্যম নয়ে ওসনাব্র্যুকার সাইটুংকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমরা যদি এই কাজ চার, ছয় বা আট সপ্তাহ ধরে চালু রাখতে পারি, তাহলে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। স্পান বলেন, 'এই পরিকল্পনার ফলে অভিবাসীরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে নিরুৎসাহিত হবেন।' স্পানের ধারণা, অনেক দেশই আশ্রয়প্রার্থীদের প্রক্রিয়াকরণে রাজি হবে। তিনি বলেন, 'সম্ভবত রুয়ান্ডা রাজি হবে, ঘানাও রাজি হতে পারে। আমাদের এ বিষয়ে জর্জিয়া এবং মলদোভার মতো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গেও কথা বলা উচিত।'

এর আগে, ২০২২ সালে রুয়ান্ডার সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করেছিল যুক্তরাজ্য। তবে এ বছরের নভেম্বরে ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠালে তারা দুর্ব্যবহারের শিকার হতে পারেন বলে উল্লেখ করে এই চুক্তি স্থগিতের পক্ষে রায় দেয়। আদালত মনে করে, রুয়ান্ডার আশ্রয়ব্যবস্থা সুষ্ঠু এবং মানবিক কিনাড়তা নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। আদালতের রায়ের পরও অবশ্য ব্রিটিশ সরকার রুয়ান্ডা পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি বরং কিছু সংশোধন করে রুয়ান্ডার সঙ্গে নতুন এক চুক্তি সই করেছে ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটেন অবশ্য এরই মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রুয়ান্ডাকে ২৪০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা) দিয়েছে। আগামী বছর দেওয়ার কথা রয়েছে আরও ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৭০০ কোটি টাকা) | কিন্তু এখনো পর্যন্ত একজন অভিবাসীকেও সেখানে পাঠানো হয়নি।

অন্য নানা সমস্যার পাশাপাশি ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট এটিও জানিয়েছে যে,২০১৩ সালে রুয়ান্ডার সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করেছিল ইসরায়েল। কিন্তু যুক্তরাজ্য সরকার চুক্তিটি করার আগে আগের সেই চুক্তির বিষয়ে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেনি। এদিকে, ডেনমার্কও একই ধরনের পরিকল্পনা করতে রুয়ান্ডার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একা নয় বরং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশকে সঙ্গে নিয়ে এমন চুক্তি করতে চায় ডেনমার্ক। গত সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে। পরিকল্পনা অনুসারে আশ্রয়প্রার্থীদের ইউরোপের সীমান্তেই যাচাইবাছাই করা হবে। আবেদন খারিজ হলে তাদের সেখান থেকেই ফেরত পাঠানো হবে।

২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০তম

৫ পৃষ্ঠার পর

এছাড়া, টাকার অবমূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী দামের কারণে উত্পাদন এবং পরিবহন ব্যয় অনেক বেড়েছে। এগুলো ভোক্তা মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। ফলে, মূল্যস্ফীতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশে পৌঁছেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা ২০২১ সাল পর্যন্ত গত দশ বছরে দেখা গড় মূল্যস্ফীতির চেয়ে অনেক বেশি। মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর মুদ্রানীতি মেনে চলছে এবং পলিসি রেট বাড়িয়ে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ করেছে। সিইবিআর বলেছে, গত এক বছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক মুদ্রানীতি কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এসেছে, যা আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে সুদের হার লক্ষ্যমাত্রা কাঠামোতে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই পরিবর্তনের পেছনে সমন্বিত বাজার বিনিময় হারের প্রতিশ্রুতি আছে। এর মাধ্যমে ২০০৩ সালের মে মাস থেকে চালু থাকা বিনিময় হার ব্যবস্থা থেকে সরে আসা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় রপ্তানি, আমদানি ও প্রবাসীদের জন্য ভিন্ন হার অন্তর্ভুক্ত আছে। এই নীতিগত পরিবর্তনগুলো বছরের শুরুতে আইএমএফের ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অংশ। সিইবিআর বলেছে, সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে দাবি করার বিষয়টি খুবই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অনিশ্চয়তা সম্ভবতঃনতুন স্বাভাবিক্ব। তবুও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের স্বল্পমেয়াদী বৈশ্বিক পূর্বাভাস সঠিক হয়েছে, যদিও মাঝারিমেয়াদী পূর্বাভাসগুলোর ক্ষেত্রে কম ছিল।

সিইবিআর আরও বলেছে, মার্কিন অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। তবে তারা কেবল ঋণ নেওয়ার খরচে ও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। ইউরোজোনের সমস্যাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মতোই। ইউরোজোনের অবস্থানটি এ কারণে জটিল যে, এখানকার রাজনৈতিক জোটের স্তর আর্থিক জোটের স্তরের চেয়ে অনেক কম উন্নত।তবে, চীনের সমস্যাগুলো বিভিন্ন ধরনের বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সিইবিআর বলেছে, ভারত ২০৩২ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে ওবিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠবে।

‘আমি আর ডামির ভোট’

৯ পৃষ্ঠার পর

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০টি আসনে নির্বাচন হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদার নেতৃত্বাধীন বিএনপি এবং তাদের সহযোগী জামাতে ইসলামি-সহ কয়েকটি দল নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাগরিকদের কাছে ভোট বয়কটের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে প্রচারেও নেমেছে তারা। এ বার একই পথে হাঁটল কয়েকটি বামদলের জোটও। তাদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আয়োজিত ‘সাজানো নির্বাচন’ দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সঙ্কটের দিকে নিয়ে যাবে। হাসিনা সরকার নির্বাচনে অংশ না-নেওয়া দলগুলির সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জমায়েত করেন বামজোটের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা। সেখানে ‘নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের’ ব্যবস্থাপনায় নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি তোলেন তাঁরা। সিপিবি-র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘‘হাসিনা সরকার একতরফা ভাবে আগামী ৭ জানুয়ারি সাজানো ‘আমি আর ডামি’ নির্বাচনের আয়োজন করেছে। দেশকে ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে বাঁচাতে সংসদ ভেঙে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। আর নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন করাতে হবে।’’ বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজের দাবি, ‘‘গণতন্ত্র বাঁচাতেই আজ আমরা পথে নেমেছি।’’- সূত্র দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক আনন্দবাজার

ওকরা বা ঢেঁড়স এর উপকারিতা

২৫ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। আর কোলেস্টেরল কমলেই হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। ঢেঁড়সে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকায় ওজন এবং কোলেস্টেরল কমাতে ভূমিকা রাখে। এমনকী নিয়মিত ঢেঁড়স খেলে পেটের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

৫. স্বাভাবিক দৃষ্টি এবং প্রজননের জন্য ভিটামিন এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ভিটামিন বি৬ মস্তিষ্কের বিকাশ এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণ সহ অনেক শারীরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি কমায়।

৭. ঢেঁড়সে পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ভিটামিন এ এবং সি সহ অসংখ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সাথে লড়াই করে এবং হৃদরোগ এবং ক্যান্সার সহ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়।

৮.পলিফেনলগুলি আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী, বয়স-সম্পর্কিত অবক্ষয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানীয় শিক্ষার উন্নতি করে।

৯. ওকরা বা ঢেঁড়সে উপস্থিত লেকটিন প্রোটিন ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

১০ ওকরা বা ঢেঁড়সে আমাদের সিস্টেমে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করে।

১১. ওকরা বা ঢেঁড়সে ফোলেটের একটি ভাল উৎস, যা ভ্রূণের নিউরাল টিউব ত্রুটি প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ওকড়া খাওয়া উপকারী।

১২. ওকড়া বাঢেঁড়স অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা সহ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য পণ্য। সুতরাং, এগুলিকে আপনার ডায়েটে যুক্ত করুন এবং তাদের সুবিধাগুলি উপভোগ করুন।

১৩. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ঢেঁড়সে কিছু অ্যান্টিডায়াবেটিক উপাদান রয়েছে। এ কারণে ঢেঁড়স খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ সহজে বাড়ে না। এ কারণে এই সবজি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

হজযাত্রীদের জন্য সুখবর

১২ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকেরা এতে উপকৃত হবেন।’ ব্যবহারকারীদের ভিসা শনাক্তে সাহায্য করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করবে এই প্ল্যাটফর্ম। কোনো ব্যক্তি যদি নতুন করে ভিসার আবেদন করতে চান, সে ক্ষেত্রে তাঁকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেও সক্ষম এই প্ল্যাটফর্ম। আবেদনকারীরা প্রয়োজনে সেখানে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলও খুলতে পারবেন।

প্ল্যাটফর্মটি তারিখ এবং সামগ্রিক সব তথ্যের সঠিক যাচাইকরণ নিশ্চিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেবে। সে সঙ্গে, নতুন নতুন আরও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

বছরের শেষ দিন চালু হবে ঢাকায়

১০ পৃষ্ঠার পর

কিলোমিটার এলাকায় ফানুস ওড়ানো বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছেন এম এ এন ছিদ্দিক।

এম এ এন ছিদ্দিক বলেন, ৩১ ডিসেম্বর থেকে সব স্টেশন চালু হলেও আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন আগের মতোই সকাল ৭টা ১০ মিনিট থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এ অংশে ট্রেন ডিয়াবাড়ী-আগারগাঁও অংশের মতো রাত পর্যন্ত চলবে।

ভিড়ের কারণে ২ থেকে ৫ শতাংশ যাত্রী পিক আওয়ারে ট্রেনে উঠতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন এম এ এন ছিদ্দিক। এ জন্য ট্রেনে ওঠানামার নিয়ম মানতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কারওয়ান বাজার স্টেশনে প্রবেশ ও বহির্গমনের সব পথ এখনো নির্মিত হয়নি। শাহবাগে একটি লিফটের কাজ সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় লাগবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্পেশালাইজড হাসপাতালে রোগীদের ওঠানামায় র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে। ফার্মগেটের ফুটওভারব্রিজের সঙ্গে ওয়াকওয়ে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উত্তরার উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের মোট ১৬টি স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল করছে। আর উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ পর্যন্ত সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলাচল করছে। এর আগে ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ও ১৪তম স্টেশন হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজয় সরণি চালু হয়। দিনে ১ লাখ ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ৫৬ হাজার পর্যন্ত যাত্রী মেট্রোরেলের ট্রেনে ভ্রমণ করছেন।

বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় ঋণ

৫ পৃষ্ঠার পর

২০১৬ সালের একই জরিপে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ হাজার ২৪৩ টাকা। মাথাপিছু ঋণ ছিল ৯ হাজার ১৭৩ টাকা। অর্থাৎ ছয় বছরের ব্যবধানে প্রতিটি পরিবারের ঋণ বেড়েছে ১১১.১০ শতাংশ। ঋণগ্রস্ত পরিবারের গড়ে ঋণ জাতীয় পরিবারের ঋণের প্রায় আড়াই গুণ।ঋণগ্রস্ত পরিবারের গড় ঋণ এক লাখ ৮৭ হাজার ৩০৮ টাকা। এসব পরিবারের মানুষের গড়ে মাথাপিছু ঋণ বেড়েছে ৪৩ হাজার ৯৬৯ টাকা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে কমেছে। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০২২ সালে অতি দারিদ্র্য হার জাতীয় পর্যায়ে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, পল্লি এলাকায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

যেখানে, ২০১৬ সালে নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে অতি দারিদ্র্য হার ছিল জাতীয় পর্যায়ে ১২ দশমিক ৯ শতাংশ, পল্লি এলাকায় ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ। ব্যাক-ক্যালকুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (ঐওউঝ) ২০১৬ এর অতি দারিদ্র্য হার ছিল ৯ দশমিক ৩ শতাংশ (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা)।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে ২০১৬ থেকে ২০২২ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে কমেছে।

আরো বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বরিশাল বিভাগে সবোর্চ্চ দারিদ্র্য হার পাওয়া গেছে। আগে কুড়িগ্রামে সর্বোচ্চ দারিদ্র্য হার থাকলেও এবার সেটি বরিশালে গেছে। উচ্চ ও নিম্ন উভয় দারিদ্র্য রেখার মাধ্যমে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের বিভাগগুলোর মধ্যে সবোর্চ্চ। গত বছরে বরিশালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১১ দশমিক ৮ শতাংশ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে বিভাগগুলোর মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী, খুলনায় দারিদ্র্যের হার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ঢাকায় নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী অতি দারিদ্র্যের হার ২ দশমিক ৮ শতাংশ।

শহর এলাকার তুলনায় পল্লি এলাকায় মধ্যম বা মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা: হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (ঐওউঝ) ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ২১ দশমিক ১১ শতাংশ ব্যক্তি মাঝারি বা মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ছিলেন। যেখানে ২০২২ সালে পল্লি এলাকায় এ হার ছিল ২২ দশমিক ৩৬ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ১৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ। দেশে ২০২২ সালে ১ দশমিক ১৩ শতাংশ মানুষ মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ছিলেন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যে চার কারণে বাইডেনকে

৬ পৃষ্ঠার পর

৩ শতাংশ। সেই হার এখন কমে এসেছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে। আর ২০২২ সালের জুনে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ শতাংশ। গত অক্টোবরে তা হয়েছে ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

তবে তরুণ ভোটারসহ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বড় একটি অংশ অর্থনীতিকে দেখছেন ভিন্নভাবে। তাঁরা বলছেন, মুদিপণ্য, গাড়িবাড়ি, শিশু ও বয়স্কদের দেখভালসহ বিভিন্ন জরুরি পণ্য ও সেবা খাতে খরচ বেড়েছে। তবে সে অনুযায়ী বেতন বাড়েনি। জনমত জরিপের তথ্য বলছে, ভোটারদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে রিপাবলিকানদের হাতে মার্কিন অর্থনীতি ভালো থাকে।

ভয় ধরানো : অর্থনীতির বাইরে আরও অনেক কারণে ভোটাররা দোলাচলে রয়েছেন। ট্রাম্প ভোটারদের কাছে নানা দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরেন। তাঁর ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে বহু শ্বেতাঙ্গ নাগরিক রয়েছেন। তারপরও এই দেশ আরও নানা জাতি ও বর্ণের মানুষের উপস্থিতিতে দিন দিন আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং সাংস্কৃতিকভাবে বদলে যাচ্ছে।

মার্কিনদের মধ্যে আরও একটি মনোভাব কাজ করছে যেড়্বাড়ির মালিক হওয়া, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য সম্মানজনক একটি বেতন এবং কলেজে পড়াশোনার মতো বিষয়গুলো অনেকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এগুলোকেই আমেরিকান জীবনের ভিত্তি হিসেবে মনে করা হয়। এ ছাড়া জরিপে দেখা গেছে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মার্কিন ভোটাররা। মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী প্রবেশও ভাবাচ্ছে তাঁদের।

ভয় ধরানো এই বিষয়গুলোই রং চড়িয়ে কাজে লাগানোয় বেশ পারদর্শী ট্রাম্প। তিনি একদিকে লোকজনকে উসকে দিয়ে 'আগুন লাগান', অপরদিকে সমাধান বাতলে দিয়ে সেই 'আগুন নেভানোর' কাজ করেন। ট্রাম্প প্রথমে ঘোষণা দেন, দেশ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। আর তারপরই নিজেকে রক্ষাকর্তা হিসেবে সামনে আনেন।

ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে ভুল দেখেন না অনেক ভোটার : ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেন। ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি অনেক গণমাধ্যমও তাঁকে হোয়াইট হাউসের জন্য যোগ্য মনে করে না। তবে এমন লাখ লাখ ভোটার রয়েছেন, যাঁরা তা মানতে নারাজ।

এমনকি ট্রাম্পের অনেক সমর্থক মনে করেন, সাবেক এই প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার। চলতি বছরের শুরুর দিকে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের ওপর একটি জরিপ চালিয়েছিল রয়টার্স ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইপসস'। তাতে দেখা যায়, ওই সমর্থকদের অন্তত অর্ধেক জানিয়েছেন, ট্রাম্পকে যদি কোনো অপরাধে সাজাও দেওয়া হয়, তারপর তাঁকে ভোট দেবেন তাঁরা।

বাইডেনের ঘাড়ে সব দোষ : আবাসন, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও চিপ উৎপাদনে বিপুল সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থাননীতি নিয়েছিলেন জো বাইডেন। তবে সেই নীতি যে জীবনে পরিবর্তন এনেছে, তা বেশির ভাগ মার্কিনিকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে দুটি যুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন বাইডেন। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংশ্লিষ্টতা মার্কিনিদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে। বিদেশে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ট্রাম্পের একটি পরিচিতি রয়েছে। তাঁর নীতি হচ্ছে 'আমেরিকাকে অগ্রাধিকার'। ইউক্রেন বা ইসরায়েল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের আরও জড়িয়ে যাওয়া নিয়ে যেসব মার্কিনি ভয় পাচ্ছেন, তাঁরা ট্রাম্পের 'আমেরিকাকে অগ্রাধিকার' নীতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেন।

১১ মাসে বাংলাদেশের পোশাক

১১ পৃষ্ঠার পর

শতাংশের মতো রপ্তানি হয়। এই ১১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৯ শতাংশ। তবে ইউরোপের দেশগুলোতে (ইইউভুক্ত দেশগুলো) জানুয়ারি-নভেম্বর সময়ে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় ২ দশমিক ২৮ শতাংশ বেড়েছে।

অন্যদিকে অপ্রচলিত বাজারগুলোতে রপ্তানি বেশ বেড়েছে; বলা যায় উল্লম্ফন হয়েছে। জানুয়ারি-নভেম্বর সময়ে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২২ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি আয় দেশে এসেছে।

অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি বাড়ার কল্যাণেই সার্বিক পোশাক রপ্তানিতে এখনো প্রবৃদ্ধি বজায় আছে বলে মনে করছেন পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমাটা আমাদের জন্য উদ্বেগের। ইউরোপের বাজারের অবস্থাও ভালো নয়; নামমাত্র প্রবৃদ্ধি আছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, অপ্রচলিত বাজারগুলোতে আমাদের রপ্তানি বেশ বেড়েছে।

তিনি বলেন, আমরা প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি অপ্রচলিত (নতুন) বাজারেও রপ্তানি বাড়ানোর দিকে জোর দিয়েছিলাম। তারই ইতিবাচক ফল এখন আমরা পাচ্ছি। ভারতের পাশাপাশি জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কসহ অন্যান্য নতুন বাজারে রপ্তানি বাড়ছে। এমনকি যুদ্ধের কারণে নানা বাধার মধ্যেও রাশিয়াতেও এখন রপ্তানি বাড়ছে।

তিনি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আমাদের প্রধান দুই বাজার আমেরিকা-ইউরোপের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা পোশাক রপ্তানিতে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। ওই দেশগুলোর মানুষ এখন পোশাক কেনা কমিয়ে দিচ্ছেন। সে অবস্থায় অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি বাড়ায় আমাদের সাহস জোগাচ্ছে।

বৈশ্বিকভাবে ২০২৩ সালটি পোশাক খাতের জন্য ২০২২ সালের মতো অতটা ভালো ছিল না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৭৬ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে তা কিছুটা কমবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, ইতোমধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকার পোশাক আমদানি কমেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত হচ্ছে তৈরি পোশাক। মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশের মতো আসে এই খাত থেকে।

নতুন বছর কেমন যাবে- এ প্রশ্নের উত্তরে বিজিএমইএ পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ২০২৪ সালটি কেমন যাবে এটা বলা কঠিন। কারণ, একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় যায়- সেটি আমাদের দেখতে হবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাপ্লাই চেইন, মূল্যস্ফীতি, ইত্যাদি বিষয়।

তিনি বলেন, পাশাপাশি আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থিনীতিতেও কিছু চাপ তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিম্নমুখী, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাটাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আবার শিল্প খাতগুলোকেও সুরক্ষা দিতে হবে, যেন বিনোয়োগ আসে আর আমরা কম্পিটিটিভ থাকতে পারি। তাই ২০২৪-এ সার্বিকভাবে আমরা একটু চাপের মধ্যেই থাকব।

তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়বে বলে আমরা ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমরা যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখতে পারি; আর নতুন পণ্য ও বাজারে বিনিয়োগ বাড়াতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারব, বলেন মহিউদ্দিন রুবেল।

ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, ২০২২ সালে ৪৫ দশমিক ৭০ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৫৭০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। ২০২১ সালে এ অঙ্ক ছিল ৩৫ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার।

তবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের বড় সব বাজারে রপ্তানি কমেছে। হালনাগাদ পরিসংখ্যান বলছে, একক রাষ্ট্র হিসেবে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র এবং জোটগত বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) প্রধান এ পণ্যের রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে কম। আরেক বাজার কানাডাতেও একই চিত্র। তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশের মতো আসে প্রচলিত এসব বাজার থেকে।

প্রচলিত বাজারে রপ্তানি কমে যাওয়া ভাবিয়ে তুলেছে উদ্যোক্তাদের। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে রপ্তানি খাতের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং শ্রম অধিকার রক্ষার ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা আগামী দিনে রপ্তানিতে প্রভাব ফেলবে কিনা, তা নিয়ে রপ্তানিকারকদের উদ্বেগ রয়েছে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে নীতি সুদহার বাড়িয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ।

রপ্তানি কমে আসার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান সমকালকে বলেন, প্রচলিত বাজারে রপ্তানি কমে আসা অবশ্যই উদ্বেগের। বড় বাজারে রপ্তানি কমে আসার কারণে চলতি অর্থবছর শেষে সার্বিকভাবে পোশাক রপ্তানি হয়তো ঋণাত্মক ধারায় নেমে যেতে পারে।

বিজিএমইএ সভাপতি উল্লেখ করেন, কেবল বাংলাদেশেরই রপ্তানি কমেছে, তা নয়; ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিযোগী সব দেশেরই রপ্তানি কমছে। প্রধান দুই প্রতিযোগী চীন ও ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে আসার হার কম। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে চাহিদা কমে আসা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর নানা নীতির কারণে রপ্তানি কমছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিজিএমইএর হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ইইউতে রপ্তানি কম হয়েছে শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। জুলাই-অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে সেখানে রপ্তানি ৪ শতাংশের বেশি ছিল। গত তিন অর্থবছরের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়েছিল ৩৪ শতাংশ এবং এর আগের অর্থবছরে বেড়েছিল ১৪ শতাংশ। গত পাঁচ মাসে জোটের দেশগুলোতে রপ্তানি হয় ৯০৫ কোটি ডলারের পোশাক, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৯০৭ কোটি ডলার। মোট রপ্তানি আয়ে ইইউর অংশ ৪৯ দশমিক ৪৮ থেকে ৪৭ শতাংশে নেমেছে।

ইইউর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার জার্মানি। বছরে ৭০০ কোটি ডলারের মতো পোশাক রপ্তানি হয় দেশটিতে। গত পাঁচ মাসে জার্মানিতে রপ্তানি কম হয়েছে ১৫ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ২৩১ কোটি ডলারের পোশাক। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৭২ কোটি ডলার। জার্মানিতে রপ্তানি কমেছে ৪১ কোটি ডলার বা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার বেশি। বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক মনে করেন, জার্মানি অনেকটা মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য কমেছে। আমদানি-রপ্তানি সবই কমেছে। এ কারণে অন্য সব দেশের মতো বাংলাদেশেরও পোশাক রপ্তানি কমেছে।

প্রচলিত অন্য বাজারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ মাসে পোশাক রপ্তানি কম হয়েছে ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। ৩২৮ কোটি ডলারের পোশাক গেছে সে দেশে। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩৪৮ কোটি ডলার। রপ্তানি কমেছে ২০ কোটি ডলার বা প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার। রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে মোট পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি কমে আসার কারণ হিসেবে ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমেছে। তবে এখন পর্যন্ত রাজনীতি এর কারণ নয়। দেশটিতে চাহিদা কমে আসার কারণে অন্য সব দেশের মতো বাংলাদেশেরও রপ্তানি কমেছে। অবশ্য আগামীর কথা বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তার মিত্রদের নিয়েই তা কার্যকর করে থাকে।

আলোচ্য পাঁচ মাসে প্রচলিত অন্য বাজার কানাডায় রপ্তানি কম হয়েছে ২ দশমিক ৭১ শতাংশ। ৬১ কোটি ডলারেরও কিছু কম মূল্যের পোশাক রপ্তানি হয় দেশটিতে। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬২ কোটি ডলারের বেশি। পোশাকের মোট রপ্তানিতে এ বাজারের অংশ ৩ দশমিক ৪০ থেকে ৩ দশমিক ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। সূত্র দৈনিক সমকাল

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া দর্শন

১১ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার চেয়ে মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজারকে অগ্রাধিকার দেয়, সুস্থ গণতন্ত্রের আর্থসামাজিক ভিত্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে। নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলিভান তার বক্তব্যে প্রশাসনের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এজেন্ডার পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলেছেন। তিনি এই পাঁচ স্তম্ভকে 'মধ্যবিত্তের বৈদেশিক নীতি' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথম স্তম্ভ হলোড়একটি 'আধুনিক আমেরিকান শিল্প কৌশল', যেটির লক্ষ্য হবে মার্কিন সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। দ্বিতীয়টি হলো অন্যান্য উন্নত গণতন্ত্র এবং উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে কাজ করা। যার লক্ষ্য হবে মার্কিন মিত্ররাও যেন 'সক্ষমতা, সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তি' উন্নত করার ক্ষেত্রে একই ধরনের নীতি গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত, বাজারে প্রবেশাধিকারে গুরুত্বারোপ করে এমন প্রথাগত বাণিজ্য চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসবে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, ডিজিটাল নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও করপোরেট কর প্রতিযোগিতার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব'-এর দিকে ঝুঁকবে দেশটি। পাশাপাশি উদীয়মান অর্থনীতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার নিয়ে আসা এবং ঋণ নিয়ে সংকটে থাকা দেশগুলোকে সহায়তা দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

যদিও এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার কয়েকটি নিয়ে বিশেষভাবে বিতর্কও রয়ে গেছে। কারণ অন্যান্য দেশ কিছু নীতিকে, যেমন প্রশাসনের 'আমেরিকান দাবি-দাওয়া কেনা', সংরক্ষণবাদী হিসেবে দেখে থাকে। কিন্তু সুলিভানের পঞ্চম স্তম্ভ, যা 'যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক প্রযুক্তি' রক্ষায় গুরুত্ব দেয়, তা বিশ্ব অর্থনীতি ভবিষ্যতের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

উন্নত সেমিকন্ডাক্টর (অর্ধপরিবাহী) মার্কেটে চীনের প্রবেশাধিকারে বাধা দিতে বাইডেন প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পঞ্চম স্তম্ভের সবচেয়ে স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে মার্কিন বিনিয়োগের ওপর আরও বিধিনিষেধের পরিকল্পনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বিশেষত মাইক্রোচিপের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতে।

চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্র 'প্রযুক্তিগত অবরোধ' আরোপ করেছে বলে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংসহ চীনা কর্মকর্তারা অভিযোগ করে আসছেন। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের কলামিস্ট অ্যাডওয়ার্ড লুসের মতে, চীনের প্রযুক্তি খাতকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্তরাষ্ট্র 'পূর্ণমাত্রার অর্থনৈতিক যুদ্ধে' লিপ্ত হচ্ছে।

তবে এটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছেন সুলিভান। মার্কিন এই নীতিকে একটি ছোট উঠান ও উঁচু বেড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। প্রশাসনের পদক্ষেপগুলোকে তিনি 'সতর্কতার সঙ্গে মানানসই বিধিনিষেধ' বলেছেন, যা জাতীয় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে গৃহীত এবং উন্নত প্রযুক্তির 'ক্ষুদ্র একটা অংশ'কে লক্ষ্য করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গত এপ্রিলের শেষ দিকে জনস হপকিন্স স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে অর্থমন্ত্রী ইয়েলেনের বক্তব্য দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে সুলিভানের বার্তা প্রত্যাশিতই ছিল। তিনি বলছেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ মোকাবিলা করতেই এ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ। আর এটি ক্ষুদ্র পরিসরে কয়েকটি জিনিসেই থাকবে। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে না যুক্তরাষ্ট্র।'

জাতীয় নিরাপত্তার নামে বড় ধরনের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিধিনিষেধ আরোপের যে ঝুঁকি রয়েছে, তা বাইডেন প্রশাসন বোঝেড়ুসেটি সুলিভান ও ইয়েলেনের বক্তব্যই নির্দেশ করে। এ ধরনের পদক্ষেপ বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং সম্ভবত উসকানির ফলে চীন পাল্টা ব্যবস্থা নিলে বিপরীত ফলও বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা নির্ভর করে প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বার্থরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার নিয়ম ও অনুশীলনের ওপর। এসব স্বার্থরক্ষা সুচিন্তিত এবং অন্য দেশের ক্ষতি যেন না করে, তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনও রয়েছে। এটি অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তবে অসম্ভব নয়।

যখন কোনো সরকার অন্যান্য দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন একতরফা নীতির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তখন নীতিনির্ধারকদের উচিত তাদের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা, যোগাযোগের উন্মুক্ত লাইন বজায় রাখা এবং সেই নীতির বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করতে প্রতিকারের প্রস্তাব করা।

অন্যপক্ষকে শাস্তি দেওয়া বা দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নীতি গ্রহণ করা উচিত নয় এবং কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে এর সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্ষেত্রে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করাও ঠিক নয়। যেমনটা স্টিফেন ওয়াল্ট ও আমি বলেছি, গ্রহণযোগ্য নীতিমালার ওপর এ ধরনের স্ব-আরোপিত সীমারেখা (তিক্ততা) বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করতে পারে। এমনকি অন্যপক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন পেতে সহায়তা করতে পারে।

ইয়েলেন ও সুলিভানের সাম্প্রতিক বক্তব্য বলছে, বাইডেন প্রশাসনের বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এসব নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। যেমন : উন্নত চিপের ওপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কি যথাযথ ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া, নাকি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তাকে পর্যাপ্ত সুবিধা না দিয়েই চীনের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ধ্বংসে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে? যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পারমাণবিক ফিউশনের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে এসব বিধিনিষেধ সম্প্রসারিত করা হয়, তখনো কি আমরা কেবলমাত্র প্রযুক্তির 'ক্ষুদ্র অংশকে' লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলতে পারব?

এ ছাড়া সুলিভান ও ইয়েলেনের 'সোজা-সাপ্টা' জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকৃত নাকি একতরফা পদক্ষেপের অজুহাত মাত্রড়ুসেটি এখনো স্পষ্ট না। যুক্তরাষ্ট্র কি মাল্টিপুলার বিশ্বব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুতড়ুযেখানে চীনের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শাসন কাঠামো গঠনের ক্ষমতা থাকবে? নাকি প্রশাসন এখনো যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেমনটা বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল দেখে মনে হয়? কথার চেয়ে কর্মকাণ্ডের আওয়াজ বেশি। এসব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতি না করেও তার বৈধ জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের সমাধান করতে পারেড়ইয়েলেন ও সুলিভানের বক্তব্য তাদের কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করে। লেখক ড্যানি রড্রিক হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমিতির সভাপতি।

শীতের সকালে খালি পেটে

২৫ পৃষ্ঠার পর

১২। মনোযোগ ও বুদ্ধির বিকাশ: শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে দারুণ কাজ করে কিশমিশ। এতে থাকা উপকারী উপাদান বোরন যেকোনো কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

১৩। মানসিক প্রশান্তি: কিশমিশে থাকা আয়রন গভীর ঘুমের জন্য বিশেষ উপকারী। তা ছাড়া নিয়মিত কিশমিশ খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে অবসাদ দূর হতে পারে, যা মানসিক প্রশান্তি আনতে দারুণ কাজ করে।

১৪। ত্বকের যত্ন: কিশমিশ মিনারেল, ভিটামিন সি, ই আর কোলাজেন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন বি৬, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম এবং কপারের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে কিশমিশে। এছাড়াও এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ। যে কারণে শীতেও ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে ফলটি। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকেও বাঁচায়। তাই নিয়মিত সকালে কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাসে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল ও বলিরেখা মুক্ত।

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশের রিজার্ভ

১১ পৃষ্ঠার পর

যুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক রয়েছে। সব মিলিয়ে রিজার্ভ ভালো অবস্থায় ফিরছে। তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর ব্যাংকিং খাতের শেষ কর্মদিবস হওয়ায় শেষ দিনের রিজার্ভের তথ্য পেতে সময় লাগবে। তবে সার্বিকভাবে এই দিনে রিজার্ভের পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে।

এদিকে, আকুর বিল পরিশোধ ছাড়া আর বড় কোন দায় নেই। নিয়ম অনুযায়ী, দুই মাস পরপর আকুর বিল পরিশোধ করতে হয়। সর্বশেষ বিল পরিশোধ করা হয়েছে গত ৭ নভেম্বর। সেই হিসাবে আগামী ৭ জানুয়ারি আকুর নভেম্বর-ডিসেম্বর মেয়াদের বিল পরিশোধের কথা রয়েছে।

তিস্তায় চীনের প্রস্তাবে

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিবেচনা করে দেখবে। চীন বলছে নির্বাচনের পর তিস্তা প্রকল্পে কাজ শুরু হবে। কিন্তু চীন যেখানে তিস্তার কাজ করবে, তার থেকে শিলিগুড়ি করিডোর খুব দূরে নয়। শিলিগুড়ি করিডোরকে ভারত 'চিকেন্স নেক' নামেও অভিহিত করে।

দেশটি মনে করে, তিস্তা উন্নয়নে কাজের নামে চীন এটাকে নিজেদের কবজায় নিতে চায়। এ কারণে ভারত তার চিকেন্স নেকের সামনে চীনের উপস্থিতি দেখতে চায় না। এ ক্ষেত্রে তিস্তায় চীনের কাজ নিয়ে ভারতের আপত্তি কতটুকু আমলে নেয়া হবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে সেহেলী সাবরীন বলেন, এ রকম অনুমাননির্ভর প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা সহজ নয়। এ রকম কোনো প্রস্তাব যদি থাকে, তখন ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় এগোতে হবে।

আর্জেন্টিনায় রপ্তানি হবে বাংলাদেশের

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রোটিন নির্ভর করে সয়াবিনের ওপর। সয়াবিন উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি হচ্ছে আর্জেন্টিনা। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে আর্জেন্টিনা থেকে ভালো দামে গম ও সয়াবিন আনতে পারব। এ ছাড়াও তাদের সঙ্গে আরও কৃষিপণ্যের ব্যবসা হবে।

তিনি বলেন, সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিশ্বের আরেকটি প্রান্তে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলে আমরা যেতে পারব। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আর্জেন্টিনা খুবই সম্পদশালী দেশ। কাজেই বৈশ্বিক পর্যায়ের সহযোগিতায় এটি একটি নতুন অধ্যায়। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তিগত সহায়তায় বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে। ফুটবলের মাধ্যমে দেশটির সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও বৃদ্ধি করবে।

অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা বলেন, কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে অনেক সুযোগ রয়েছে। সমঝোতা স্মারকের মধ্য দিয়ে সেই সব খাতে কাজ করার সুযোগ আরও বাড়ল। সমঝোতা স্মারকে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি, মাটি ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ, কৃষিপণ্যের বিপণন প্রভৃতি।

বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন কৃষিমন্ত্রীড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। চুক্তিতে আগেই স্বাক্ষর করেছিলেন আর্জেন্টিনার ইকোনমিকমন্ত্রী সার্জিও টমাস মাসা। তার পক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা উপস্থিত ছিলেন। কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্ম সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রিয়াঙ্কা

১২ পৃষ্ঠার পর

চার্জশিটে প্রথমবার এল। প্রিয়াঙ্কা বা রবার্ট এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। এই প্রথম তাঁদের নাম কোনো চার্জশিটে উঠল। দিল্লির কংগ্রেস নেতারাও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

তবে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসপ্রধান এর পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা বলেছেন, 'লোকসভা নির্বাচনের এ রকম অনেক কিছুই হবে।'

গান্ধী পরিবারের দুই সদস্য সোনিয়া ও রাহুল এরই মধ্যে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডি এবং সিবিআইয়ের স্ক্যানারে রয়েছেন। রাহুল-সোনিয়াদের জেরার মুখেও পড়তে হয়েছে। এবার প্রিয়াঙ্কাকেও ইডির মুখোমুখি হতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি কংগ্রেসের জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে। এমনিতেই এবার লোকসভা নির্বাচনে খোদ নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তাঁর আগেই কংগ্রেস নেত্রীর ভাবমূর্তি বড়সড় ধাক্কা খেল।-টাইমস অব ইন্ডিয়া

কলোরাডোর পর মেইন অঙ্গরাজ্যের

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটলে ট্রাম্পের সমর্থকরা হামলা চালান। সেখানে ট্রাম্পের যে ভূমিকা ছিল, তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মেইনে স্টেটের মুখপাত্র শেন লি বেলোস বলেন, ''২০২১ সালের ঘটনায় ট্রাম্পের সম্পূর্ণ প্ররোচনা ছিল। তাঁর নির্দেশেই সবটা হয়েছিল। আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী এই ঘটনা কোনও ভাবেই মানা যায় না।''

তবে ট্রাম্পের আইনজীবীরা জানিয়েছেন তাঁরা মেইন এর উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করবেন।

চলতি মাসেই কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্টের তরফে ট্রাম্পকে উক্ত স্টেটের প্রার্থী হিসাবে 'অযোগ্য' বলে জানানো হলে মিশিগানের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত মিশিগানে সাফল্য অর্জন করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। আদালত শুনানিতে রাজি হয়নি। ফলে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থেকে যায়। নিম্ন আদালত বলেছিল, বিষয়টি আদালতের বিচার্য নয়।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার ক্যাপিটলে ট্রাম্পের সমর্থকরা হামলা চালান। সেখানে ট্রাম্পের যে ভূমিকা ছিল, তার জেরেই কলোরাডোর আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানিয়েছিল, সামগ্রিক ভাবেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর যোগ্যতা নেই ট্রাম্পের। আমেরিকার ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, যাঁকে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের 'অযোগ্য' বলে ঘোষণা করা হয় কোন স্টেটের পক্ষে।

যদিও আদালতের এই নির্দেশ শুধু আগামী ৫ মার্চ কলোরাডোর প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু অনেকেই মনে করছেন এর প্রভাব ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও পড়তে পারে। সেই নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে বড় বাধার সামনে পড়তে হবে। আমেরিকার সংবিধানের ১৪তম ধারা অনুযায়ী ট্রাম্পকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করেছে আদালত, সেই ধারা এখনও পর্যন্ত খুব কম প্রয়োগ করা হয়েছে।

কলোরাডোর ভোটারদের একাংশ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় দিয়েছিল আদালত। ওই ভোটারদের সমর্থন করে 'সিটিজেন্স ফর রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড এথিক্স ইন ওয়াশিংটন' নামে একটি সংগঠন। আদালতের কাছে তারা আবেদন জানায়, ক্যাপিটলে হামলার নেপথ্যে ট্রাম্পের প্ররোচনা ছিল। তাদের দাবি ছিল, সেই কারণে ট্রাম্পকে আমেরিকার নির্বাচন থেকে বাদ দিতে হবে। এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাইমারী নির্বাচনে ব্যালটে নাম থাকছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

যখন প্রশ্ন ওঠে কী লিখব

১৪ পৃষ্ঠার পর

দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেন। এ দুরারোগ্য ব্যাধিতেই তার মৃত্যু হয়।

আমাদের সৌভাগ্য যে, মৃত্যুর আগে তিনি ২-৩টি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ গ্রন্থগুলোর ওজন ও ভার অপরিসীম। তিনি নির্ভীক চিত্তে গণতন্ত্রের একজন লড়াকু সৈনিক হিসাবে এ গ্রন্থগুলোয় যা কিছু লিখেছেন, তা আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। গণতন্ত্রের সৈনিকরা এ গ্রন্থগুলো থেকে প্রেরণা পাবে। ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ। দৈনিক যুগান্তরের সৌজন্যে

দুয়েকটি দেশের হুমকিতে

৯ পৃষ্ঠার পর

চান তিনি। এ সময় তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলেই অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপি চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে।' বিএনপির অসহযোগ আন্দোলনকে দুঃখজনক মন্তব্য করে মোমেন বলেন, 'তারা (বিএনপি) মনে করছে নির্বাচনে আসলে ভোট পাবে না। কিন্তু বিএনপি ভুল পথে চলছে। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুক।'

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সালেহ আহমদ সেলিম, কৃষি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক তপন মিত্র, অ্যাডভোকেট আফসর আহমদ, কাউন্সিলর ফজলে রাব্বী চৌধুরী মাসুম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি ডা. আব্দুল ওয়াহিদ প্রমুখ।

আমি মন্ত্রী হয়েছি ১০ বছর

৮ পৃষ্ঠার পর

ভালোবাসে না। বিএনপি জানে নির্বাচনে আসলে হেরে যাবে। তাই তারা নির্বাচনে আসেনি। আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ে এই ১০ বছরে আমূল পরিবর্তন করেছি। যা বিএনপির আমলে দুর্নীতির আখড়া ছিল। আমি সবকিছু অনলাইনে করেছি। আগামী ৭ তারিখের নির্বাচনে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিক আহমদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদের সঞ্চালনায় সভায় আরো বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান তালুকদার, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক হায়দার আলী রনি, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, দিদারুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মো. ইসমাঈল, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর খসরু, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হাফেজ শাহ আলম, অ্যাড. নাছির উদ্দিন, আমজাদ হোসেন, খলিল আহমদ, নুরুচ্ছাফা, বাসু দেব, উপজেলা যুবলীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিন হায়দার প্রমুখ।

ট্রাম্পকে হারাতে সমর্থন

৬ পৃষ্ঠার পর

গত মাসে নিকি হ্যালি 'নিকির পেছনে আছেন কৃষকরা' নামের একটা প্রচারণা কর্মসূচি চালু করেন।

গ্রামাঞ্চলে পরিচিতি বাড়াতে তাঁর প্রচারদল রেডিও-টিভিতেও ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। সিওক্স সেন্টার শহরে এক বক্তব্যে নিকি হ্যালি বলেন, 'আমি যেখানে বড় হয়েছি সেই ছোট শহরটি আইওয়ার মতোই। তুলার ক্ষেত ও দুগ্ধ খামারের মধ্যে হেসেখেলেই বেড়ে উঠেছি আমি।' স্পিরিট লেক ও ক্লিয়ার লেক নামের দুই শহরে যান তিনি।

ক্লিয়ার লেক শহরে নিকি হ্যালির বক্তব্য শোনার পর স্থানীয় মুরগির খামারের গাড়িচালক ট্রাম্পমুখী লেস হার্ডি বলেন, তাঁর মত এখন হ্যালির দিকেই। দর্শকশ্রোতাদের প্রশ্নে নিকির স্পষ্ট উত্তর এবং এলাকার মানুষের মতো আচরণ তাঁর পছন্দ হয়েছে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায়, ৫০ শতাংশ সমর্থন নিয়ে জাতীয়ভাবে রিপাবলিকান দলের মনোনয়নপ্রার্থীদের শীর্ষে আছেন ট্রাম্প। সাউথ ক্যারোলাইনার সাবেক গভর্নর ও ট্রাম্প সরকারের সময় জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি নিযুক্ত নিকি হ্যালি আছেন তৃতীয় স্থানে। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

হার্টঅ্যাটাকের ৫টি অস্বাভাবিক লক্ষণ

২৫ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২. বাহুতে ব্যথা বা ঝিনঝিন করা : শরীরের বাহুতে ব্যথা বা ঝিনঝিন করাও হতে পারে 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের আরেকটি লক্ষণ। এটি বেশিরভাগ সময়ে বাম বাহুতে অনুভূত হয় এবং শরীরের বাম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এমনটি বুকে অস্বস্তি ও ঘাড় ব্যথার পাশাপাশিও হতে পারে বা নাও হতে পারে।

৩. ঘাম : হঠাৎ করেই কোনো কারণ ছাড়া যদি আপনার ঘরে বসে বা মাঝরাতে প্রচুর ঘাম হয় তা হলে সেটি 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের সংকেত হতে পারে। তাই এমনটি হয়ে থাকলে তাকে হালকাভাবে না নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. শ্বাসকষ্ট ও মাথা ঘোরা : 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাকের আরেকটি লক্ষণ হতে পারে শ্বাসকষ্ট ও মাথা ঘোরা। এমনটি হঠাৎ করেই দেখা দিলে সেটিকে হালকাভাবে না নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এটি নারী-পুরুষ উভয়েরই হতে পারে।

৫. বুকজ্বালা ও পেটব্যথা : অনেক সময় 'মৃদু' হার্টঅ্যাটাক হয়ে থাকলে তা পেটসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। বুকজ্বালা ও পেটব্যথা তার অন্যতম সাধারণ লক্ষণ। আর এটি প্রায়ই পুরুষের তুলনায় নারীর মধ্যে বেশি দেখা যায়। তাই এমনটি হয়ে থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়।

হার্টঅ্যাটাক অনেক ভয়ের একটি বিষয়। আর এটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছেড় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, ব্যায়াম করা, স্বাস্থ্যকর জীবনধারার অভ্যাস অনুসরণ করা এবং চাপমুক্ত জীবনযাপন করা। আর হার্টঅ্যাটাকের কোনো ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে তা নিয়ে দ্রুতই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ডটকম

কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য

৮ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানি বিদেশে সক্রিয়ভাবে আবাসন ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এ সব কোম্পানির মোট সম্পদ মূল্য প্রায় ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা।

হলফনামায় দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রার্থীর নামেই বড় আকারের (সর্বোচ্চ ৮১৩ একর) ভূমির মালিকানা রয়েছে। অথচ, দেশের আইন (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট-২০২৩) অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা পাওয়ার সর্বোচ্চ সীমা (কৃষি জমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অ-কৃষি জমি সহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে)।

হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রার্থীদের গত ১৫ বছরে সম্পদবৃদ্ধির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও হাজির করেছে টিআইবি। তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের কারো কারো আয় সর্বোচ্চ ২ হাজার শতাংশের বেশি বেড়েছে। পাঁচ বছরে এমপিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির হার ২ হাজার ২৩৮ শতাংশ এবং ১৫ বছরে এই হার ৭ হাজার ১১৬ শতাংশ। একইভাবে, পাঁচ বছরে এমপিদের সর্বোচ্চ সম্পদ বৃদ্ধির হার ৫ হাজার ৪৭০ শতাংশ। ১৫ বছরে এই হার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৫১৩ শতাংশ। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের পাঁচ বছরে আয় সর্বোচ্চ বেড়েছে ২ হাজার ১৩৪ শতাংশ, একই সময়ে পাঁচ বছরে সম্পদ বেড়েছে ১ হাজার ৬৩ শতাংশ এবং ১৫ বছরে বেড়েছে ৬ হাজার ৩৫০ শতাংশ।

টিআইবি বলেছে, প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া সম্পদের বিবরণী কতটা সঠিক ও পর্যাপ্ত এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকলেও করা হয় না। হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ কতটা দেখিয়েছেন, পুরোটা দেখিয়েছেন কিনা কিংবা দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন কিনা-তা যাচাই করা প্রয়োজন।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,হলফনামায় উঠে আসা সকল তথ্যই সঠিক কি-না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা যেভাবে সম্পদের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে হলফনামায় সম্পদের হিসাব প্রকাশ এক ধরনের দায়সারা গোছের আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের এ সব বিষয় খতিয়ে দেখার কথা, তারাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের অনেকেরই অবিশ্বাস্য গতিতে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদের এই বৃদ্ধি তাদের বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং তা না হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগ না থাকা গভীরভাবে উদ্বেগজনক।

টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল বলেন,প্রার্থীদের সম্পদ বৃদ্ধির হার খুবই ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। আমরা দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারিনি। অথচ একটা শ্রেণি এতটাই সম্পদশালী হয়েছে যে ভাবলে হতবিহ্বল হয়ে পড়তে হয়ে। অন্যদিকে একটি বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী দিন-আনে-দিন খায় অবস্থাতেও নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো এটা না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে যে রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করছে, তাদের সময়ই তো আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম। গুটিকয়েক মানুষের উন্নয়ন হয়েছে-অথচ আমরা শুধু বলে বেড়াচ্ছি আমাদের উন্নয়ন হয়েছে। অল্প সংখ্যক মানুষের আগ্রাসী ভূমিকার অধীনে আমরা চলে গিয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই এই গুটিকয়েক মানুষ তাদের স্বার্থের বাইরে কাজ করছে না।

আইফোন চুরি হলেও আইডির

১৩ পৃষ্ঠার পর

ফেস আইডি ও পাসকোড (বা টাচ আইডি ও পাসকোড) অপশনে ট্যাপ করুন।

স্টোলেন ডিভাইস প্রোটেকশন ফিচারটি ট্যাপ করে অন বা চালু করুন। ফিচারটি চালু হওয়ার পর অনেক সময় ফেস আইডি বা টাচ আইডি ঠিকমতো কাজ না করলেও ফোনের টেক্সট, কল ও অন্যান্য ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকেরা।

২০২৩-এ সবচেয়ে বেশি মুছে ফেলা অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম২০২৩-এ সবচেয়ে বেশি মুছে ফেলা অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম

তবে অ্যাপল আইডি পাসওয়ার্ড, পাসকোড, ফেস আইডি বা টাচ আইডির মতো সংবেদনশীল সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন না। ফিচারটি চালু থাকলে পাবলিক স্থানে ফোন ব্যবহারে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন:

ফোন নম্বর বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আইডি নেওয়ার জন্য নিজের ফোনটি অপরিচিত মানুষের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না।

পাবলিক জায়গায় পাসকোড ব্যবহার করা হতে বিরত থাকুন, এর পরিবর্তে ফেস আইডি বা টাচ আইডি ব্যবহার করুন।

আইফোন ব্যবহার না করলে পকেট বা ব্যাগে রাখুন।

পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

পাবলিক ফোনের চার্জার ব্যবহার না করাই ভালো।

বিএনপি সন্ত্রাসী দল

৯ পৃষ্ঠার পর

মানুষের সবচেয়ে বড় অন্ধকার যুগ। বরিশাল থেকে ২৫ হাজার লোক গোপালগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। বিএনপির দুঃশাসনে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে আমাদের ক্ষমতায় রেখেছে। আজ ২০২৩ সাল, আমরা বদলে যাওয়া বাংলাদেশে। আজকে দুর্ভিক্ষ নেই, মঙ্গা নেই। যে মানুষ একবেলা খেতে পারতো না। তারা তিন বেলা খেতে পারছে। বই বিনামূলে বিতরণ করছি। অসহায়দের ভাতা দিচ্ছি। আজকে ১০ কোটি মানুষ উপকারভোগী। আমরা বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে শিল্প কলকারখানা চালিয়ে আসছি। ১০ টাকায় কৃষকরা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। ১ কোটি ২ লাখ কৃষক অ্যাকাউন্ট খুলে ভর্তুকির টাকা পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বরিশাল এক সময় ছিল শস্য ভান্ডার। আবার আমরা সেই ভান্ডারের সুনাম ফেরাতে সাইলো নির্মাণ করছি।

খাদ্য আমদানিতে চীন

১০ পৃষ্ঠার পর

ভালো। এ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের মানুষ ক্যালরি গ্রহণে এগিয়ে রয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

তবে বিশ্বের প্রধান ছয়টি খাদ্যপণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ শুধু চাল উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে আছে। বাকি প্রধান কৃষিপণ্যগুলোর মধ্যে গম, ভুট্টা, চিনি, ভোজ্যতেল ও আলু উৎপাদনে শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে নেই বাংলাদেশের নাম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ প্রথম চারটি পণ্য আমদানি করত। আলু আমদানির প্রয়োজন ছিল না। কারণ, বাংলাদেশ তখন আলু রপ্তানি করত। চলতি বছর আলুর দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আলু আমদানিকারক দেশের তালিকায় ঢুকেছে বাংলাদেশের নাম।

২০১০ সালে বাংলাদেশ তার মোট খাদ্য চাহিদার ৯.৩ শতাংশ আমদানি করেছিল এবং ২০২২ সালে তা বেড়ে পৌঁছায় ১১.২ শতাংশে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে চাল, গম ও ভোজ্যতেলের আমদানি বেড়েছে। কিন্তু ডলার সংকটের কারণে এ বছর খুব কম চাল আমদানি করা হয়েছে। গম আমদানিও স্বাভাবিক পরিমাণ থেকে ৩০ শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে সব দেশের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গড়ে প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিদিন ২ হাজার ৯৭৮ ক্যালরি গ্রহণ করে। এশিয়ায় এই গড় ২ হাজার ৯৩১ ক্যালরি। বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু ২ হাজার ৬১৪ ক্যালরি গ্রহণ করে।

ভার্সাই চুক্তির মত বাংলাদেশে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সামরিক শাসন পেরিয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচন। জাতি প্রথম দেখলো 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারি'। আরো দেখলো নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু নির্যাতন। এ নির্বাচনে ভোটের গুরুত্ব ছিলোনা, কারণ ফলাফল আগেভাগে ঠিক ছিলো। প্রহসনের নির্বাচনের সেই শুরু? থেমে থেমে আজো তা চলছে, কেউ জানেনা এর শেষ কোথায়?

১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর নির্বাচনের আগে-পরে হিন্দুর ওপর অত্যাচার হয়েছে। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, সংখ্যালঘু নির্যাতন বাদ যায়না। ২০০১-র নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি-জামাত বিজয় উৎসব পালন করে ব্যাপক হিন্দু নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। এ যাবৎ নির্বাচনী সন্ত্রাসের মধ্যে ২০০১ এখনো শীর্ষে? ১৯৮১ সালে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার বিজয়ী হন। জিয়া হত্যার পর এই নির্বাচন ছিলো আর একটি প্রহসন, লোক দেখানো এবং সময় ক্ষেপন। নির্বাচনটি হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৮১, এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন ২৪শে মার্চ ১৯৮২।

এ প্রসঙ্গে প্রায়ত: সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের একটি চমৎকার উক্তি আছে। বায়তুল মোকাররমে এক ভাষণে তিনি বলেন, দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন ডঃ কামাল হোসেন ও বিচারপতি আব্দুস সাত্তার; জনগণ ভোট দিলো ড: কামাল-কে, জিতলেন সাত্তার সাহেব এবং ক্ষমতায় বসলেন হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ'।

সুরঞ্জিতদার এই বক্তব্য থেকে তখনকার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়! এটি আমি নিজকানে শুনেছি।

দেশে আরো দু'বার জনগণের ভোটে (!) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, সেটা ১৯৭৮ ও ১৯৮৬। এতে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিলো না, বরং তা ছিলো অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রক্রিয়া? একই লক্ষ্যে বাংলাদশে ১৯৭৭ ও ১৯৮৫-তে দুটি রেফারেন্ডাম হয়েছিলো, যা 'হ্যাঁ-না' ভোট নামে সমধিক পরিচিত। তবে ১৯৯১ সালের রেফারেন্ডামটি ছিলো ভিন্ন আঙ্গিকে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেয়, বিএনপি নেয়না। প্রচার আছে যে, আওয়ামী লীগ তখন সরকারের সাথে আপোষ করেছিলো। আসলে তা নয়, বিএনপি চালাকি করে আওয়ামী লীগকে বোকা বানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে পড়ে।

ঘটনাটি ছিলো এরকম: নির্বাচনে যাওয়া-না-যাওয়া প্রশ্নে তখন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় জোটের মধ্যে অনেকগুলো মিটিং হয়। চূড়ান্ত সভায় গভীর রাতে যৌথ সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয় জোট নির্বাচনে অংশ নেবে এবং পরদিন তারা পৃথক পৃথকভাবে তা সাংবাদিকদের জানাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আওয়ামী পরদিন সকালে জানিয়ে দেয় যে তারা নির্বাচনে অংশ নেবে। বিএনপি বিশ্বাসভঙ্গ করে। তারা প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে হাত মিলিয়েছে। ঐ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করে, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে বসে। শেখ হাসিনা বিরোধী নেত্রী হিসাবে এই প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পান।

ধারণা করি, ঐসময় তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, দলকে ক্ষমতায় নিতে হবে। সেই সুযোগ এসেছিলো ১৯৯১ সালে। অতিরিক্ত কনফিডেন্সের কারণে তখন আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়। শেখ হাসিনা বিরোধী নেত্রী হন। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী। এরশাদ জেলে যান। শেখ হাসিনা তখন সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যদিও তখন সেটি কেউ আমলে নেয়নি, প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে তখন জোর করে (প্রশাসনিক ক্যু!) হারানো হয়েছিলো।

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরশাদ একাই প্রার্থী ছিলেন, সাথে ক'জন নাম না জানা প্রার্থী। ১৯৯১ থেকে নির্বাচনের কথা মোটামুটিভাবে সবার মনে আছে। সেদিকে যাবার আগে ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনের কথা কিছুটা বলা দরকার। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জোট বা বিএনপি জোট অংশ নেয়নি। জাতীয় পার্টি খালি মাঠে বিজয়ী হয়। আসম রব তখন 'গৃহপালিত' বিরোধী নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন, মতিঝিলে জুতাপেটা হন। অবাক কান্ড যে, রওশন এরশাদ এবং আসম রব প্রায় একই ভূমিকা পালন করলেও রওশন এরশাদ 'গৃহপালিত' উপাধি পাননি!

দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির

২৪ পৃষ্ঠার পর

এবং ভিটামিন এ। পাশাপাশি রয়েছে ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। পুঁইশাক রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, ত্বকের সুস্থতা বাড়াতে এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় বেশ উপকারী। নিয়মিত পুঁইশাক খেলে পাইলস, ফিস্টুলা ও হেমোরয়েড হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

এছাড়া পুঁইশাক আমাদের শরীর থেকে সঠিকভাবে বর্জ্য নিষ্কাশন করে বদহজম, গ্যাস, অ্যাসিডিটিসহ নানা সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। পুঁইশাকের অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি গুণ আছে। শরীরের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফুলে গেলে পুঁইশাকের শিকড় বেটে ওই স্থানে লাগালে উপশম পাওয়া যায়। মুখের ব্রণের সমস্যা দূর করতেও পুঁইশাকের কার্যকারিতা রয়েছে। খোসপাঁচড়া ও ফোড়ার সংক্রমণ রোধ করতেও পুঁইশাকের জুড়ি নেই।

লালশাক : অনেকে মনে করেন, রক্তশূন্যতা দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় বেশি বেশি লালশাক খাওয়া। ধারণাটি সত্য। তবে শুধু রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আয়রনই নয়; এ শাকে রয়েছে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান, যা শিশুদের শারীরিক বিকাশেও বিশেষ উপযোগী। এছাড়া এ শাকের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ও ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে। এটি রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। লালশাকে ক্যালরির পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে। মানবদেহের দাঁত ও অস্থি গঠনে, দাঁতের মাড়ির সুস্থতা রক্ষায় এবং মস্তিষ্কের বিকাশে লালশাকের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এ শাকের আঁশ বা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটা বাড়তি ওজন কমাতেও সহায়ক।

গুগলে গড় বার্ষিক বেতন

৭ পৃষ্ঠার পর

১০০ ডলার, বছরে যা ৫৭ হাজার ২০০ ডলার দাঁড়ায়। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত গড় বার্ষিক পারিবারিক আয় ৭০ হাজার ৭৮৪ ডলার। গুগলের অনেক কর্মীই এর চেয়ে অনেক বেশি আয় করতে পারেন। ২০২২ সালে গুগল কর্মীদের গড় মোট বেতন (মূল বেতন ও অন্যান্য সুবিধা) ছিল ২ লাখ ৭৯ হাজার ৮০২ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৭ লাখ টাকার বেশি। সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা এক বছরে ৭ লাখ ১৮ হাজার ডলার পর্যন্ত মূল বেতন পান। যদিও বেশির ভাগ জানিয়েছেন, তাঁদের মূল বেতন ১ লাখ থেকে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ডলার। তাঁরা ৬ লাখ ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বোনাসও পেতে পারেন। এর অর্থ গুগলের এই পর্যায়ের কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ১ শতাংশ শীর্ষ উপার্জনকারীদের কাতারে রয়েছেন। ফাঁস হওয়া তথ্য অনুসারে, সর্বোচ্চ উপার্জনকারী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মোট বেতন শেয়ার, বোনাসসহ ১০ লাখ ডলারের বেশি হতে পারে। সে হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রের গড় আয়ের সমান উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তির গুগলের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মীর এক বছরের সমান আয় করতে হলে কয়েক দশক টানা কাজ করে যেতে হবে! ফলে এ থেকে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে গুগলের কর্মীরা আসলে ন্যায্য ও ন্যায়সংগত বেতন বলতে কী বোঝান!

কোনো ওষুধ ছাড়াই যেভাবে

২৪ পৃষ্ঠার পর

খাবারে চর্বি ও তেলের পরিমাণ হবে ৩০ শতাংশ। এর মধ্যে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দুই ধরনের তেলই থাকবে। তবে ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত তেলই ভালো। এর উৎস হলো মাছ ও উদ্ভিজ্জ তেল। এই ক্ষেত্রে জলপাইয়ের তেল ও তিসির তেল উত্তম। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো খাবার ভেজে খেলে সেটাতে ট্রান্সফ্যাট উৎপন্ন হয়। এই ট্রান্সফ্যাট বাদ দিতে হবে।

সফ্‌ট ড্রিংকস, গ্লুকোজ, কৃত্রিম জুস, সস, রসে ডোবানো মিষ্টি, জ্যাম-জেলী অর্থাৎ ফ্রুক্টোজযুক্ত খাবার বাদ দিলে ভালো হয়।

সাংবাদিকতায় হুমকি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

টাইমসের লাখ লাখ খবর ও নিবন্ধ বিনা অনুমতিতে ও বিনামূল্যে ব্যবহার করেছে। এসবের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হয়। এর ফলে নিউইয়র্ক টাইমসের কয়েক শ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। মাইক্রোসফটও এই বিষয়টির দায় এড়াতে পারে না।

গত ২৭ ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমটি ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে কয়েক শ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা দায়ের করে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চ্যাটজিপিটিকে 'প্রশিক্ষিত' করতে অনুমতি ছাড়া কোটি কোটি খবর ও নিবন্ধ ব্যবহার করায় এর মালিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে মামলা হয়।

সাধারণত, চ্যাটজিপিটিসহ অন্যান্য লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ভিত্তিক প্রোগ্রামগুলো অনলাইনে বিদ্যমান বিভিন্ন ডেটা থেকে তথ্য নিয়ে নিজেদের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে থাকে। যাই হোক, বিষয়টি নিয়ে মাইক্রোসফট ও ওপেনএআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে তারা কোনো মন্তব্য করেনি।

মামলায় বলা হয়েছে, চ্যাটজিপিটি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রকাশিত লাখো নিবন্ধ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে স্মার্ট হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক টাইমস দাবি করেছে, তাদের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এখন চ্যাটজিপিটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস হিসেবে তাদের মতো পুরোনো একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চলমান ইস্যুগুলোর ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে চ্যাটজিপিটি নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদের এমন সব উদ্ধৃতাংশ হাজির করে যা বিনা পয়সায় পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু চ্যাটজিপিটির কারণে সেটি পড়া হয়ে যাচ্ছে বিনা পয়সায়। এর অর্থ হলোড়নিউইয়র্ক টাইমস সাবস্ক্রিপশন থেকে তার আয় হারাচ্ছে পাশাপাশি বিজ্ঞাপন থেকেও আয় হারাচ্ছে। কারণ পাঠক এখন আর ক্লিক করে সংবাদের ভেতরে প্রবেশ না করায় বিজ্ঞাপনও দেখছেন না।

অবশ্য মামলা করার আগে, গত এপ্রিল থেকে ঘরোয়াভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে ওপেনএআইয়ের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস। কিন্তু কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়াল।

অনুমতি ছাড়া কনটেন্ট ব্যবহার, মাইক্রোসফট ও ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক টাইমসের মামলা

পরিচয় ডেস্ক: চ্যাট জিপিটির মালিক প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই ও মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে শতকোটি ডলারের মামলা করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস। বুধবার (২৬ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে এ মামলা করে সংবাদপত্রটি। তাদের অভিযোগ, চ্যাট জিপিটির সিস্টেমকে প্রশিক্ষণ দিতে কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, মামলায় শতকোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। চ্যাটজিপিটি ও অন্যান্য লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলোকে (এলএলএম) প্রায়শই অনলাইনে পাওয়া বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রতিক্ষণ দেওয়া হয়। মামলার বিষয়ে ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটের কাছে মন্তব্য জানতে চেয়েছে বিবিসি। তবে সাড়া মেলেনি।

মামলার অভিযোগ অনুসারে, চ্যাটজিপিটিকে আরও বুদ্ধিমান করার জন্য অনুমতি ছাড়াই নিউইয়র্ক টাইমসের কয়েক লাখ প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এ টুল সংবাদপত্রের বিপরীতে বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, বর্তমান কোনো ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে চ্যাটজিপিটি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন থেকে কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করে, যা সাধারণত সাবস্ক্রিপশন ছাড়া পড়া যায় না। এর মানে হলো পাঠকেরা অর্থ পরিশোধ ছাড়াই নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন পড়তে পারছে। এতে সংবাদপত্রটি সাবস্ক্রিপশন থেকে আয় ও ওয়েবসাইটে ক্লিক করার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন থেকে আয় হারাচ্ছে।

এ ছাড়া মামলার এজাহারে মাইক্রোসফটের বিং সার্চ ইঞ্জিনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন

৭ পৃষ্ঠার পর

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে ঘরে বাইরে তুমুল চাপের মুখে বাইডেন প্রশাসন। একদিকে মেক্সিকো সীমান্তে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানিয়েছেন, এই সফরের মধ্য দিয়ে মেক্সিকোর সঙ্গে একটি চুক্তি করার চেষ্টা করবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। এতে দুই দেশ মিলে এই অবৈধ অভিবাসীদের ঠেকানোর উপায় বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। দেশটির দক্ষিণ সীমান্ত বা মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে আসছে তারা। মহামারির আগের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি।

অন্যদিকে রিপাবলিকানদের দাবি সরকারকে এ বিষয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউক্রেনে যে সাহায্য পাঠানো হচ্ছে, সেই বাজেট কমিয়ে মেক্সিকো সীমান্ত সুরক্ষিত করতে হবে।

উল্লেখ্য, মার্কিন পার্লামেন্টে নিম্নকক্ষে এখন রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে মার্কিন কংগ্রেসে প্রবল চাপের মুখে বাইডেন। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত ট্রেন চলে। একাধিক সেতু আছে। যেখান দিয়ে সীমান্ত পারাপার হয়। বৈধ সেই রাস্তাগুলো নতুন করে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। মেক্সিকো তা স্বাগত জানিয়ছে। তবে দুই দেশ ঠিক করেছে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক হবে।

মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা মেক্সিকোতে এসে ভিড় জমান। তারা মেক্সিকো দিয়ে অবৈধ রাস্তা ধরে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেন। তবে সম্প্রতি যে পরিমাণ মানুষকে সীমান্তে মিছিল করে আসতে দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব। ওই দৃশ্য দেখেই প্রাথমিকভাবে আমেরিকা সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

মেক্সিকো-অ্যামেরিকা সীমান্তে অভিবাসীদের বিরাট মিছিল

পরিচয় ডেস্ক: অন্তত ছয় হাজার মানুষ মানুষ মেক্সিকো থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অ্যামেরিকায় ঢুকতে চায় বলে অভিযোগ।২০২২ সালের জুনের পর মেক্সিকো সীমান্তে সবচেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয়েছেন বলে মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি। প্রায় ছয় হাজার মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে অ্যামেরিকায় ঢুকতে চাইছেন বলে অভিযোগ। মেক্সিকোর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মানুষের দল সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। ক্রিসমাস ইভে তারা সীমান্তেই বড়দিন পালন করেছেন।

এই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা মূলত সেন্ট্রাল অ্যামেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলি থেকে এসেছেন বলে জানা গেছে। মেক্সিকোর সীমান্ত শহর তাপাচুলা থেকে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে তারা সীমান্তে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ তারা সীমান্ত পার করার পরিকল্পনা করছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে আছেন হনডুরাসের ক্রিশ্চিয়ান রিভেরা। সংবাদসংস্থা এপি-কে তিনি জানিয়েছেন,প্রায় তিন-চার মাস ধরে আমরা সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনছিল না। তাই আমরা মিছিল করে সীমান্ত পারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাড়ির সকলকে হন্ডুরাসে রেখে একাই সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছেন রিভেরা। অ্যামেরিকায় গিয়ে কাজ জুটিয়ে বাকি সকলকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

বাইডেনের অভিবাসন নীতি : মেক্সিকো-অ্যামেরিকা সীমান্তের এই বিশাল মিছিল বাইডেনের অভিবাসননীতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসননীতি নিয়ে চাপ তৈরি করছিলেন রিপাবলিকানরা। ইউক্রেন যুদ্ধের বাজেট কমিয়ে সেই অর্থ অভিবাসননীতিতে ব্যবহারের দাবি তুলেছে রিপাবলিকানরা। সীমান্তে পাঁচিল তোলার কথাও বলা হয়েছে।

অন্যদিকে গত মে মাসে জো বাইডেনের প্রশাসন মেক্সিকোর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, কিউবা থেকে আসা যে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অ্যামেরিকা ঢুকতে দেয়নি, মেক্সিকোকে তাদের জায়গা দিতে হবে। মেক্সিকো এই চুক্তি মেনে নিয়েছে। কিন্তু বিরাট এই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মিছিলের কী ব্যবস্থা করবে মেক্সিকো? তৈরি হয়েছে বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন। - এপি, রয়টার্স

ট্রাম্পকে বিচারের বাইরে রাখা

৬ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া বক্তৃতার কারণে ট্রাম্পের বিচার করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়ার জন্য সরকারি আইনজীবী জ্যাক স্মিথের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

স্মিথ অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্পের বক্তৃতা দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিল। আগস্ট মাসে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র, অফিসিয়াল কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র ও অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের আইনজীবীদের ভাষ্য, এই ধরনের বক্তৃতা রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার অফিসিয়াল দায়িত্বের এর অংশ ছিল। তাই তিনি আইনি সাজা থেকে মুক্ত। ট্রাম্প নিজেই স্মিথের মামলাটিকে '২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার জন্য বাইডেন ক্রাইম পরিবার ও তাদের অস্ত্রযুক্ত বিচার বিভাগ দ্বারা করুণ প্রচেষ্টা' হিসেবে খারিজ করেছেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধার সনদ 'ভুয়া'

৮ পৃষ্ঠার পর

জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি সিরাজুল হকের পক্ষে ঈগল প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন।

নির্বাচনী সভায় মাহবুবুজ্জামান আহমেদ বলেন,১৯৯৬ সালের আগে আমরা কোনো দিনই সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জানতাম না। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টারে তিনি হঠাৎ করেই মুক্তিযোদ্ধা লেখেন। এ সময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। ওই সময় মন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি সব কাগজপত্র বানিয়ে নিয়েছেন।

তিনি বলেন,মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার ভাই নুরুজ্জামান আহমেদের বয়স ২২-২৩ বছর ছিল। আমাদের পারিবারিক পাটের ব্যবসা দেখাশুনা করতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাট কেনার জন্য তিনি ভারতের কোচবিহারের সিতাই এলাকায় অবস্থান করেছিলেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নেননি উল্লেখ করে মাহবুবুজ্জামান আহমেদ দাবি করেন,তিনি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তার মুক্তিযোদ্ধা সনদটি ভুয়া।

কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মর্তুজা হানিফ বলেন, সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নন। তার মুক্তিযোদ্ধার সনদ ভুয়া। নুরুজ্জামান আহমেদ কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন, কোথায় যুদ্ধ করেছেন এবং কারা তার সহযোদ্ধা ছিলেনড়এসবের কোনো কিছুই তিনি বলতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন,কালীগঞ্জ উপজেলার সব মুক্তিযোদ্ধা বিষয়টি জানেন। কিন্তু ক্ষমতার দাপট থাকায় কেউই সমাজকল্যাণমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পান না।

এই অভিযোগের বিষয়ে সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন,আমি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছি কি না, আমি যুদ্ধ করেছি কি না, আর আমার সহযোদ্ধা আছে কি না, সেটা আমি জানি। ওরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। সময় আসলে ওদের মিথ্যাচারের সঠিক জবাব দেওয়া হবে।

লালমনিরহাট-২ আসনে নুরুজ্জামান আহমেদ নৌকা প্রতীক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সিরাজুল হক ঈগল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।- দ্য ডেইলি স্টার

বাংলাদেশিদের কৃষি ও স্পন্সর ভিসা

৮ পৃষ্ঠার পর

নেই সেসব দেশের অভিবাসীদের জন্য অ-মৌসুমি বা নন-সিজনাল বা স্পন্সর ভিসায় ক্লিক ডে ছিল ৪ ডিসেম্বর। ওই দিন ৯ হাজার ৫০০ কোটার বিপরীতে মোট ৭৬ হাজার ৭১১টি আবেদন জমা করেছেন আগ্রহী অভিবাসীদের নিয়োগকর্তারা। ১২ ডিসেম্বর ছিল মৌসুমি বা সিজনাল ভিসায় আবেদনের প্রথম দিন বা ক্লিক-ডে। আবেদন শুরু হয় সকাল ৯ টায়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন দপ্তর জানিয়েছে, আবেদন শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫০টি কোটার বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৮৬ হাজার ৭৯টি। সর্বশেষ তথ্য এই অনুযায়ী এই খাতে এখন পর্যন্ত জমা পড়েছে দুই লাখ ৬১ হাজার ৪৬৯টি আবেদন।

ইতালিতে ইউরোপের বাইরে থাকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষি ও স্পন্সর ভিসায় আসেন ভারতীয়রা। এরপরই আছেন মরক্কো, আলবেনিয়া, সেনেগাল, পাকিস্তান, তিউনিশিয়া, নাইজেরিয়া এবং মেসেডোনিয়ানরা।

অপরদিকে, বাংলাদেশিরা বিপুল সংখ্যক আবেদন করলেও ভিসা পাওয়ার সংখ্যা খুবই কম। এক্ষেত্রে উপযুক্ত ও সঠিক মালিক খুঁজে না পাওয়া এবং আবেদনে ত্রুটিই কারণ বলে মনে করা হয়।

ইতালির কৃষক সমিতিগুলো জানায়, বিশেষ কর্মীরা দেশটির কৃষি খাতে ট্রাক্টর চালক, গ্রিনহাউস কৃষক এবং ফসল ছাঁটাইয়ের কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করছেন। এসব কাজের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া ফল এবং সবজি সংগ্রহে জড়িত সাধারণ শ্রমিকদেরও প্রয়োজন কৃষি সেক্টরে।

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, ২৭টি ভায়োলেশন রিম্যুভে ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ব্যয়, আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

৫০ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ মনোযোগী হয়। এতে এ পর্যন্ত সোসাইটির ইতিহাসে সর্বাধিক ৩ শতাধিক প্রবাসী আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩০০ জন নতুন সাধারণ সদস্য পদ নবায়ন করেন। যারা নতুন আজীবন সদস্য গ্রহণ ও সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে নতুন আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ ও সাধারণ সদস্যপদ নবায়নের জন্য সকল প্রবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

সোসাইটির অর্থ ব্যাংক থেকে আত্মসাতের চেষ্টা : গত সেপ্টেম্বর মাসে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্ট থেকে একাধিক ভুয়া চেকের মাধ্যমে এক লাখ ৬৫ হাজার ডলার উত্তোলন করার ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক খবরটি জেনে আমরা তরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পুরো অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এজন্য সভাপতি মো: রব মিয়া ও কোষাধ্যক্ষ মো: নওশেদ হোসেনের বিশেষ ভূমিকা স্মরণযোগ্য। এব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে দৃষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করতে সর্বোচ্চ আইনী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সোসাইটির ভবন প্রসঙ্গ : সোসাইটির বর্তমান ভবন সম্পূর্ণ পেইড আপ। কিন্তু ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ সিটি কর্তৃক বিভিন্ন ভায়োলেশনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ভবন ক্রয়ের পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল থেকে এসব ভায়োলেশন বর্তমান কার্যকরি পরিষদকে রিমোভ এবং সেটেল্ড করতে হচ্ছে। এব্যাপারে এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫ হাজার ৭৫০ ডলার ব্যয় করে বয়লারের ভায়োলেশন রিমুভ করা হয়। এছাড়াও এটর্নী নিয়োগ করে আন্যান্য ভায়োলেশনের সিভিল পেলান্টি মওকুফের চেষ্টা চলছে। যার পরিমান ৮০ হাজার ডলারের বেশি। এবাবদ ২ হাজার ৫০০ ডলার এটর্নী ফি পরিশোধ করা হয়েছে।

সোসাইটি ভবন রেন্যুভেশন : আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, দীর্ঘদিন পর ভবন রেন্যুভেশন করে ভবনটি সুন্দর করা হয়েছে। ফলে যে কেউ সোসাইটি ভবনে আসলে ভালো লাগবে এবং খুশি হবেন। যার ফলে এখন অনেক অনুষ্ঠান সোসাইটি ভবনেই আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে।

কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট : কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন, তারা ২০২২ সালের ১ নভেম্বর দায়িত্ব নেওয়ার সময় ব্যালেন্স পেয়েছিলেন ১ লাখ ৯৯ হাজার ৮২৬ ডলার। বর্তমানে ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে ২ লাখ ৫১ হাজার ৩১০ ডলার।

নওশেদ হোসেন আরো উল্লেখ করেন, ২০২২ সালের ৩১শে অক্টোবর আমরা অভিষিক্ত হওয়ার পর ১লা নভেম্বর থেকে দায়িত্বপালন শুরু করি। আমাদের দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময়ে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে ছিলো ১ লাখ ৯৯ হাজার ৮২৬ ডলার ৬০ সেন্ট। বর্তমানে সোসাইটির তিনটি ব্যাংক একাউন্টে ৩০শে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২ লাখ ৫১ হাজার ৩১০ ডলার রয়েছে। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উল্লেখযোগ্য আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি। বিস্তারিত সিপিএ'র অডিট রিপোর্টে জানা যাবে।

বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে এই অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ৩০৪জন প্রবাসী বাংলাদেশী আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। আজীবন সদস্য ফি ৭৭ হাজার ডলার আয় হয়েছে। এবং সাধারণ সদস্য ২৮২ জন থেকে আয় হয়েছে ৫ হাজার ৬৪০ ডলার (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)। আজীবন সদস্য ও সদস্য থেকে মোট আয় হয়েছে ৮২ হাজার ৬৪০ ডলার। এছাড়াও গ্রেভিয়ার্ড থেকে আয় ও অনুদান সহ পাওয়া গেছে ৪৯ হাজার ৯০০ ডলার।

এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে কে বা কারা স্বাক্ষর জাল করে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্ট থেকে তিনটি ট্র্যানজেকশনের মাধ্যমে ১ লাখ ৬৫ হাজার ডলার উত্তোলনের চেষ্টা করে তাৎক্ষণিক ৩৪ হাজার ডলার নিয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে বিষয়টি জেনে আমরা ব্যাংকের সাথে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে সোসাইটির সম্পূর্ণ অর্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

সোসাইটি আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষ করে, অভিষেক-২০২২, মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ইফতার ও দোয়া মাহফিল থেকে মোট ডোনেশন এবং বিজ্ঞাপন থেকে আয় হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৫০ ডলার। এছাড়াও সোসাইটি ভবনের দোকান ভাড়া, ১লা জানুয়ারী থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৫৫ হাজার ডলার। যারা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ এবং সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন এবং সোসাইটির অনুষ্ঠানে যারা আমাদেরকে ডোনেশন ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সময়ে উল্লেখ্যযোগ্য ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখিত ৪টি অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় হয়েছে ৬৮ হাজার ৪৫৫ ডলার ৪ সেন্ট। অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব সিপিএ'র রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যে সোসাইটির সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সিপিএ কর্তৃক সার্টিফাইড করা হয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের পর পর উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। এর মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান ও কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেনের বিষয়টি উপস্থাপন করলে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন বলেন, আমরা চেষ্টা করছি বিষয়টি নিস্পত্তির। তবে আপনি ভূমিকা নেন, আমি আপনাকে সহযোগিতা করবো বিষয়টি ফয়সালা করতে।

সাধারণ সভায় কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, ক্রীড়া সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরি সদস্য ফারহানা চৌধুরী, আক্তার বাবুল, আবুল বাশার সন্দপী, সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য হাজী মফিজুর রহমান, আজিমুর রহমান বোরহান, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, এমদাদুল হক কামাল, আতোয়ারুল আলম, নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাব্বী মোহাম্মদ খোকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন, সৈয়দ এম কে জামান, নূরুল হক, আবুল কাশেম, নাদের এ আইয়ুব, এ কে এ, রফিকুল ইসলাম ডালিম, নির্বাচন কমিশনের সদস্য আনোয়ার হোসেন, আব্দুল বাসিত প্রমুখ।

এছাড়া কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক ইউছুপ জসীম, সালেহ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বদরুল হক আজাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এম উদ্দিন পিন্টু, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফেল তালুকদার, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, রুহুল আমিন, আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

নিম্ন আয়ের প্রবাসীদের ১০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়ার পক্ষে বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী

৫৬ পৃষ্ঠার পর

পাঠাবে তাদের বেশি সুবিধা দেয়া উচিত। তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'

স্কলার্স বাংলাদেশ সোসাইটি ও সেন্টার ফর এনআরবি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজ শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবাসী দিবসের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যারা বিদেশে কাজ করেন তারা আমাদের দেশের মেরুদণ্ডের মতো। প্রবাসীরা একইসাথে দুটি কাজ করেন। তাদের কষ্টের টাকায় দেশ উপকৃত হয় এবং তাদের নিজের পরিবার উপকৃত হয়। তাই আমাদের উচিত প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের আরো বেশি মনোযোগী হওয়া।

বিশেষ অতিথি পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, বিশ্বের প্রায় ১৪৭টি দেশে আমাদের প্রবাসীরা রয়েছেন। তাদের জন্য আমরা এরই মধ্যে অনেক সুবিধা চালু করেছি। প্রবাসীদের জন্য আইনের হালনাগাদ করা হচ্ছে। শিগগিরই আমরা প্রবাসীদের জন্য ইনস্যুরেন্স চালু করব। বিদেশে আমাদের কনস্যুলার অফিসগুলো প্রবাসীদের সেবা দিতে সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, কম সুবিধাভোগী প্রবাসীরা অনেকে নিবন্ধনের বাইরে থাকেন। তাদের তালিকায় নিয়ে আসা উচিত। ফিলিপাইন আমাদের চেয়ে কম প্রবাসী পাঠিয়ে অনেক রেমিট্যান্স পাচ্ছেন। কারণ তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী পাঠায়। আমাদেরও উচিত যথ াযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে কর্মী পাঠানো।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত প্রবাসীদের দিকে আরো মনোযোগ দেয়া। একইসঙ্গে প্রবাসীরা যেসব দেশে অবস্থান করছেন, সেসব দেশেরও উচিত এসব প্রবাসীদের বেশি করে সম্মান জানানো। কারণ এসব প্রবাসী ছাড়া তারাও অচল।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

টাইম টিভি'র পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু'র মায়ের দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-বাকা'র সহ সভাপতি এবং নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু'র মমতাময়ী মা মরহুম ফাতেমা বেগমের নামাজে জানাজা শেষে তার মরদেহ নিউজার্সি রাজ্যের পেটারসনের একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। এতে সর্বস্তরের শত শত প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও নিউজার্সি, কানেকটিকাট ও মিশিগান রাজ্য থেকেও একাধিক প্রবাসী এই জানাজায় অংশ নেন।

জেএমসি পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় জানাজা নামাজের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের ও জেএমসি'র সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান।

জানাজা শেষে বৃহস্পতিবার ২৮ ডিসেম্বর অপরাহ্নে মরহুমা ফাতেমা বেগম-এর মরদেহ নিউজার্সি রাজ্যের পেটারসনের একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়। এসময় সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও তার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হলিসস্থ বাসায় ফাতেমা বেগমের মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় হার্ট অ্যাটাক হলে তাকে সাথে সাথে লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজি) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমার এক পুত্র ও ২ কন্যা নিউইয়র্কে, এক পুত্র লন্ডন এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশে বসবাস করেন। মরহুমার দেশের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়ন।

কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গেরমধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহমুদ মেনন ও হাসানুজ্জামান সাকী, টাইম টিভি'র হেড অব নিউজ ইকবাল মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক একেএম ফজলে রাব্বী ও আতোয়ার রহমান, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, লীগ অব আমেরিকার'র সাবেক সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলা, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকারসভাপতি ফজলুর রহমান, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব, বাংলাদেশ সোসাইটির জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ সহ শত শত প্রবাসী মরহুমা ফাতেমা বেগমের জানাজায় অংশ নেন।খবর ইউএনএ'র।

২০২৩ সালে বিশ্বের শীর্ষ ধনী যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

করেন। চলতি বছর দ্বিতীয় শীর্ষ ধনীর স্থান দখল করেছেন ফরাসি ব্যবসায়ী বার্নার্ড আর্নল্ট। ২০২২ সালে তিনি ছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী। আমাজনখ্যাত বেজোস আছেন তৃতীয় স্থানে। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ ষষ্ঠ স্থানে।

ভারতের গৌতম আদানি বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছেন। অথচ ২০২২ সালে তিনি ছিলেন বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) ব্লুমবার্গ ইনডেক্সে বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ বিলিয়নিরের তালিকা প্রকাশ করে। ব্লুমবার্গ বলছে, তালিকায় স্থান পাওয়া ৭৭ শতাংশ বিলিয়নিরের সম্পদ ২০২৩ সালে বেড়েছে। বাকি ২৩ শতাংশের সম্পদ কমেছে বা তা ক্ষতির শিকার হয়েছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলা ও সমাজমাধ্যম এক্সের (টুইটার) মালিক মাস্কের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। বিদায়ি বছরে মাস্কের সম্পদ বেড়েছে ৯ হাজার ৮০০ কোটি ডলার।

১৭ হাজার ৯০০ কোটি ডলার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বার্নার্ড আর্নল্ট। ফ্রান্সের বিলাসবহুল শৌখিন পণ্যের প্রতিষ্ঠান এলভিএমএইচের চেয়ারম্যান আর্নল্ট অন্য বিলিয়নিয়ারদের মতো এতটা পরিচিত নন।

আর্নল্টের চেয়ে মাত্র ১০০ কোটি ডলার কম সম্পদ নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ই-কমার্স জায়ান্টা আমাজনের প্রতিষ্ঠাতাজেফ বেজোস। ২০২৩ সালে জাকারবার্গের সম্পদ বেড়েছে ৮ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ ১২ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। ব্লুমবার্গ ইনডেক্সে তার অবস্থান ষষ্ঠ।

২০২৩ সালে ৩ হাজার ৬৩০ কোটি ডলার সম্পদ হারিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০ ব্যক্তির তালিকার বাইরে চলে গেছেন ভারতের ধনকুবের গৌতম আদানি। বর্তমানে ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার সম্পদ নিয়ে ১৫তম স্থানে চলে এসেছে আদানির অবস্থান। তার পূর্ববর্তী ১৪ বিলিয়নিয়ারের কারও সম্পদ ২০২৩ সালে কমেনি। সূত্র : ব্লুমবার্গ, গার্ডিয়ান

নিউইয়র্কে আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-অ্যাটাব'র নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-অ্যাটাব'র নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেঘনা ট্রাভেলস'র স্বত্ত্বাধিকারী মো: এম রহমান।

প্রসঙ্গত, গত ২০ ডিসেম্বর আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক-অ্যাটাব'র দুই বছর মেয়াদী ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কর্নফুলী ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ। শপথ গ্রহণ শেষে নব নির্বাচিত সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরো এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম হারুন বলেন, আমাদের প্রথম কাজই হবে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা। সাধারণ সম্পাদক মাসুদ মোর্শেদ বলেন, অ্যাটাবের সদস্যভূক্ত কোন ব্যবসায়ির বিরুদ্ধে টিকিট বিক্রিতে কোন অনিয়মের অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি সুলভে জালিয়াতিমুক্ত টিকেট বিক্রয় এবং উন্নতমানের যাত্রীসেবার নিশ্চয়তা

প্রদানই অ্যাটাব'র সদস্য ট্রাভেল এজেন্টদের মূল লক্ষ্য বলে জানান।উল্লেখ্য, ট্রাভেল এজেন্সী মালিকদের স্বার্থ রক্ষা, গ্রাহক সেবা নিশ্চিত, সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ কমিউনিটির সকলের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-অ্যাটাব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি রহমানিয়া ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ)। অ্যাটাব'র ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটির অভিষিক্তরা হলেন : সভাপতি কর্নফুলী ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন, সহ সভাপতি রহমানিয়া ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ), সাধারণ সম্পাদক স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ, কোষাধ্যক্ষ ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী সামসুদ্দিন বশির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাবিলা এয়ার ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী মো: এ কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাংকর ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী এএসএম উদ্দিন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক এসএস ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী শ্যামল তালুকদার। কার্যকরী সদস্য ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া'র সত্ত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম, জান্নাত ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন, এক্সপ্রেস এয়ার ট্রাভেল্স'র সত্ত্বাধিকারী মো: কে জামান (রঞ্জু) এবং বেলাল ট্রাভেল্ স্কাই ইন্ক'র সত্ত্বাধিকারী রূপক বড়ুয়া।

গ্লোবাল বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেলেন শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: দুবাইয়ের অনুষ্ঠিত গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্সে অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও নিউইয়র্কে জনপ্রিয় কমিউনিটি একটিভিস্ট শাহ নেওয়াজ। গোল্ডেনে এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজও গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্সে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী দুবাই'র মিলিনিয়াম প্লাজা হোটেলে ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ এই গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নিউইয়র্ক থেকে আরও বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি একটিভিস্ট অংশ নেন ও অ্যাওয়ার্ড পান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ইমিগ্রান্ট হোম কেয়ারের কর্ণধার গিয়াস আহমেদ, খলিল বিলিয়ানীর স্বত্ত্বাধিকারি খলিলুর রহমান, বিশিষ্ঠ রিয়েলটর নুরুল আজিম।

অ্যাওয়ার্ড পাপ্ত শাহ নেওয়াজ মিডিয়া জগতের অন্যতম একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি পাঠকপ্রিয় সাপ্তাহিক আজকাল এর সম্পাদক, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের বর্তমান কমিটিসহ তিনবারের সভাপতি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশন এর বর্তমান সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কমিটির এডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার ও এনওয়াই ইন্সুইরেন্স এবং পার্ফেক্ট এজ এডাল্ট ডে কেয়ার এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও ।

এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৫০ এর অধিক অতিথি অংশ নেন। তাদের সকলেই সম্মানিত হয়েছেনে সম্মেলনে। উল্লেখ যোগ্যদের মধ্যে রয়েছেনে শিল্পপতি ডা. কালিপদ চৌধুরী,রাজনীতিক জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান,সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ ও সোশ্যাল মিডিয়া আইকন প্রিসিলাসহ অনেকেই।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উদ্যাপন: কনস্যুলেট প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর

পরিচয় ডেস্ক: "প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উদ্যাপন করা হয়। দিনের শুরু থেকেই কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ আগত সেবা প্রার্থীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কনসাল জেনারেল কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীকে জাতীয় প্রবাসী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিউইয়র্ক কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবার সংখ্যা ও মানের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটসমূহ প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর বলে তিনি মন্তব্য করেন। আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধিও অংশগ্রহন করেন। কনসাল জেনারেল আরও বলেন অভিবাসীরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি কনস্যুলেটে আগতদের বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানান। বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার বিষয়ে তিনি সকলকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত পেনশন স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য প্রবাসীদের অধিকতর বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে আরো জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করেন কনসাল জেনারেল। এ সময় তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধকে নতুন প্রজন্মের কাছে সক্রিয়ভাবে তুলে ধরার আহবান জানান।

কনস্যুলেটে আগত সেবা প্রার্থীদের 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উপলক্ষে মিষ্টিমুখ করানো হয়। উপস্থিত সেবাপ্রার্থীরাও এ উপলক্ষ্যে তাদের অভিমত এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সেবাপ্রার্থীরা কনস্যুলেটের সেবায় তাঁদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ বিশেষ আয়োজনের জন্য কনস্যুলেটকে ধন্যবাদ জানান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভ্যাকসিন নিলেই কমবে কোলেস্টেরল! ঝুঁকি কমবে হৃদরোগেরও, চমকে দেওয়ার মতো আবিষ্কার

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হরমোনের ভারসাম্যের জন্য প্রোয়জনীয় এই উপাদান। তবে রক্তে এর মাত্রা বেশি হয়ে গেলেই বিপদ। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলেই ধমনীগুলি আটকে যায় যার ফলে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয় এবং স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বাড়ে। তাই স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী কার্ডিওভাসকুলার রোগের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১৮ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারায়। এই স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় একটি সম্ভাব্য অগ্রগতি এসেছে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকো স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষকদের কাছ থেকে। তারা একটি ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন যা 'খারাপ' বা এলডিএল কোলেস্টেরল হ্রাস করতে পারে। এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলেই রক্তনালীগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এনপিজে ভ্যাকসিনসে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায়, আণবিক জেনেটিক্স এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের রিজেন্টসের অধ্যাপক ব্রাইস চ্যাকারিয়ানের নেতৃত্বে একটি দল জানিয়েছে, যে ভ্যাকসিনগুলি পিসিএসকে ৯ ইনহিবিটারস নামে পরিচিত ব্যয়বহুল শ্রেণীর ওষুধের মতোই কার্যকরভাবে এলডিএল কোলেস্টেরল হ্রাস করে।

ডঃ চ্যাকারিয়ান জানিয়েছেন, 'আমরা এমন একটি পদ্ধতি বিকাশের চেষ্টা করতে আগ্রহী যা কম ব্যয়বহুল এবং এবং সহজে বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে। এই ভ্যাকসিন কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, এমন জায়গাগুলিতেও পৌঁছবে যেখানে খুব ব্যয়বহুল থেরাপিগুলি বহন করার মতো সংস্থান নেই। আপনার ইমিউন সিস্টেম এই প্রোটিনের বিরুদ্ধে সত্যিই শক্তিশালী অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমরা যে প্রাণীদের টিকা দিয়েছি, তাদের দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা দেখা গিয়েছে। প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।'

নিউ ইয়র্কের কেনেডি ও লস এঞ্জেলেস বিমানবর্দরে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ, বেশ কয়েকজন আটক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিমানবন্দর এলাকায় আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য দুটি বাস পাঠিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। পুলিশ বলেছে, ২০ মিনিট পর কেনেডি বিমানবন্দর এলাকার রাস্তা চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।স্থানীয় সংবাদমাধ্ যমের খবর বলছে, বিক্ষোভকারীদের হাতে 'ফিলিস্তিন মুক্ত কর', 'গণহত্যা বন্ধ কর' লেখা স্লোগান ছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বলেছে, ৩৬ জন বিক্ষোভকারীকে লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, বিক্ষোভকারীরা এক পুলিশ কর্মকর্তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। আবর্জনা, গাছের ডাল ও ইটপাথর ফেলে বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করেছেন। এ সময় বিভিন্ন যানবাহনেও হামলা চালিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে পুলিশ আরও বলেছে, আটক বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ আনা হয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে পুলিশের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আনা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি নিউজ সার্ভিসের খবর বলছে, এ ঘটনার ৪৫ মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দরে প্রবেশের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় গত ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত নিহত মানুষের সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়েছে। নিহত মানুষের তালিকায় রয়েছেন চার হাজারের বেশি শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমানের মাতৃবিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম পুরাতন সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান এর মমতাময়ী মা (৮৬) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত কারনে রোববার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানী ঢাকার একটি হসপতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ১০ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার ৮ পুত্র ও ২ কন্যা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা বাংলাদেশে বসবাস করেন। মরহুমার মরদেহ পরদিন কুমিল্লায় তার গ্রামের বাড়ীতে স্বামীর কবরের পাশে দাফন করা হয়। শোক প্রকাশ: বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান এর মায়ের মৃত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক শোকবার্তায় সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দিন জনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং সকল প্রবাসীদের কাছে দোয়া কামনা করে বলেছেন যাতে মরহুমাকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন।খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে ‘বাংলাদেশ সোসাইটি’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, ২৭টি ভায়োলেশন রিম্যুভে ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ব্যয়, আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ সোসাইটি’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৪ ডিসেম্বর রোববার। নিউইয়র্কে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত প্রবাসের মাদার সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন।

সাধারণ সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। এর পরই সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন।

সাধারণ সভায় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী জানান, বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনে ২৮টি ভায়োলেশন ছিল। এসব ভায়োলেশন ১৯৯৩ সাল থেকে। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর এই সব ভায়োলেশন রিম্যুভ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব ভয়োলেশনে বাংলাদেশ সোসাইটিকে প্রায় ৮০ হাজার ডলারের বেশি জরিমানা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আমরা প্রায় সব ভয়োলেশন রিম্যুভ করেছি। বর্তমানে একটি ভায়োলেশন রয়েছে। এটার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বর্তমান কমিটি নতুন করে আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভায়োলেশনগুলো রিমুভ করতে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

সভাপতি আব্দুর রব মিয়া আরো বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ সোসাইটির ভায়োলেশন রিম্যুভেলের পাশাপাশি ভাড়াটিয়ার সাথে দীর্ঘ দিন চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছি। আমরা এখন নিয়মিত ভাড়া পাচ্ছি। এ ছাড়া সোসাইটি অফিসে কাজ করেছি। আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন এখন ভবনে হিট রয়েছে এবং গ্রীষ্মের জন্য এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর তার লিখিত রিপোর্টে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সোসাইটির আজকের সাধারণ সভার সভাপতি, উপস্থিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ এবং কার্যকরি পরিষদের কর্মকর্তাসহ সকল সদস্যকে জানাই সালাম ও আসন্ন ইরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল শহীদসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদান করা বীর শহীদদের। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাদেরকে যারা ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সকল বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আরো স্মরণ করছি তাদেরকে, যারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সোসাইটিকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাদেরকে যারা সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। সেই সাথে কমিউনিটির যারা প্রাণঘাতী করোনা মহামারি এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাদের বিদেহী আত্মার প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে শান্তি কামনা করছি। বিশেষ করে বাংলাদেশ কমিউনিটির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যার অবদান ছিল- সদ্য প্রয়াত সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আতিকুর রহমান সালুসহ করোনা মহামারীকালে সভাপতির দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মরহুম কামাল আহমেদ, সহ-সভাপতি আবদুল খালেক খায়ের, কার্যকরি সদস্য আজাদ বাকিরের কথা এই মুহূর্তে না বললেই নয়। এছাড়াও সোসাইটির অনেক কর্মকর্তা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের অবদান আজকের এই সভায় স্মরণ করছি এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

রুহুল আমিন সিদ্দিকী বলেন, আপনারা জানেন, নানা প্রতিকূলতা ও বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মামলা এবং আদালতের হস্তক্ষেপের কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির বর্তমান কমিটি ৩১ অক্টোবর ২০২২ অভিষেক ও অনাড়ম্বর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন : প্রতি বছরের মতো গত বছরও বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। এ উপলক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এ সিটির ওজন পার্কের দেশি সিনিয়র সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবাসীদের ব্যাপক সাড়া ছিল লক্ষ্যনীয়। শত শত প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয় আনন্দমুখর। এতে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি আমাদের আপ্লুত করেছে। তারা বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অমর একুশে ও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক সম্মিলিতভাবে অমর একুশে পালন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সোসাইটির একুশের কর্মসূচির মধ্যে ছিলো: প্রবাসে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ‘অমর একুশে’ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ। সোসাইটির ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আকারে একুশে উদ্যাপনে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে মধ্য রাত ১২টা পর্যন্ত সিটির উডসাইডস্থ তিব্বতী কমিউনিটি সেন্টারে মূল কর্মসূচী চলে। এখানে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির একুশের অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনসহ ৮০টিরও বেশী সংগঠন ও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও দোয়া মাহফিল : আমাদের প্রাণের সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদায় প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ২৬ মার্চ রবিবার বিকেল ৫টায় সোসাইটির ভবনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদস্যদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের কৃতজ্ঞ করেছে।

ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, ইমামদের সম্মান প্রদান, ইফতার ও দোয়া মাহফিল : পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে ২ এপ্রিল রবিবার ২০২৩ উডসাইডে তিব্বতিয়ান কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয় প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, ইফতার ও দোয়া মাহফিলের। বাংলাদেশী কমিউনিটির ৮ শতাধিক মুসল্লি ইফতার মাহফিলে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক কর্মকর্তাদের সরব উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়। মাহফিলে ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আইটিভি ইউএস এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের সম্মানিত করা হয়। এ আয়োজনটি কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এদিকে ২ এপ্রিল আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানের আগে বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকার মসজিদগুলোতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রবাসে বেড়ে ওঠা শত শত শিশু কিশোর-কিশোরী অংশ নেয়। সেখান থেকে বাছাই করা শতাধিক শিশু কিশোর অংশ নেয় মূল অনুষ্ঠানে।

‘জাতীয় শোক দিবস’ স্মরণে বাংলাদেশ সোসাইটির দোয়া ও আলোচনা সভা : ‘জাতীয় শোক দিবস’ স্মরণে বাংলাদেশ সোসাইটি ১৫ আগস্ট ২০২৩ বিকেলে সোসাইটি অফিসে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার নিন্দা জানানো হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন : প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ ডিসেম্বর সোসাইটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য ছিলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। এতে সোসাইটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল : বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আতিকুর রহমান সালুর ইন্তেকালে সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর সোসাইটি কার্যালয়ে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিশেষ সাধারণ সভা : গত ৫ জুন উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে জরুরি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোসাইটির গঠনতন্ত্রকে আরও যুগউপযোগী করতে এর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার সংশোধনীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ সদস্যদের মতামতের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে সংশোধনীগুলো পাস করা হয়। এর পূর্বে সংবিধান অনুযায়ী গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়।

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন : বাংলাদেশ সোসাইটির মাসিক সভায় নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভায় সোসাইটির জন্য আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। দিন দিন কমিউনিটি বড় হওয়ার কারণে কবরের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এই কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয় এবং বর্তমানে তা প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন কবর ক্রয়ের জন্য আনুমানিক ৫০০ হাজার ডলার প্রয়োজন। সোসাইটির ফান্ডে এতো অর্থ না থাকায় কমিউনিটির বিত্তবানসহ সকলকে সাধ্যমত কবর ক্রয়ে এগিয়ে আসার জন্য বিনীত আহ্বান জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সোসাইটির ক্রয়কৃত ৬০০ কবরের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি কবর অব্যবহৃত রয়েছে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র মহামারি করোনার সময় ২৭০টি কবর বিভিন্ন জনকে দেয়া হয়। সোসাইটির এই উদ্যোগ কমিউনিটি সহ সকল মহলে প্রশংসিত হয়।

সোসাইটি কর্তৃক অনুদান : উপস্থিত সদস্যবৃন্দ, প্রবাসীদের মরদেহ কবর দেওয়া বা সৎকার করা ও দেশে প্রেরণের জন্য মানবিক স্বার্থে সোসাইটির পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

সদস্য সংগ্রহ অভিযান : বর্তমান কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর সোসাইটির মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা'র বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফরি

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদান গুরুত্বপূর্ণ

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সব অঙ্গণের অগ্রগতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আর নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এসব কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান নিউইয়র্কের ৮ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি হেকিম জেফরি। নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রধানতম সংবাদমাধ্যম টাইম টেলিভিশন ও সংবাদপত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস, ইউএস কংগ্রেসম্যান জামাল বোম্যানসহ মূলধারার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে আমিন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন।

টাইম টেলিভিশনের ৯ম ও বাংলা পত্রিকা'র ২৭তম বর্ষপূর্তি উদযাপনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষেরা সমবেত হয়েছিলেন এই আনন্দ আয়োজনে। নিউইয়র্কের উডসাইডে টিবেটান কমিউনিটি সেন্টারে গত শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরি।

কোভিড-১৯ অতিমারির সময় কমিউনিটির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে মানুষগুলো তাদেরই এই সম্মাণনা জানানো হয় টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে। যাদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী তথা কমিউনিটির নেতৃবর্গ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইউএস কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফরি তার পক্ষ থেকে টাইম টেলিভিশন-কে কংগ্রেসনাল প্রক্লেমোশন সম্মাননা তুলে দেন। সম্মাণনাটি গ্রহণ করেন টাইম টিভির সিইও আবু তাহের।

বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরও যোগ নিউইয়র্কের স্টেট সিনেটর জন লু, উগান্ডান বংশোদ্ভুত ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানি, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের তিন তরুণ মোটিভেশনাল স্পিকার প্রিসিলা, মরিয়ম মাসুদ ও ফাতিহা আয়াত প্রমুখ।

পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পরিচালিত অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমেও ফুটিয়ে তোলা হয় উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির উন্নয়নে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে তার নানা দিক। সম্পাদক ও সিইও আবু তাহের তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র যাত্রাকালের নানা চড়াই উৎড়াই। এবং সামনে এগিয়ে চলার শপথ। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর অতিমারির সময়ে এই দুটি সংবাদমাধ্যমকে হাতিয়ার করে কমিউনিটিকে সর্বোচ্চ চেষ্টায় সহায়তা দিতে তারা পাশে ছিলেন সেটা উল্লেখ করেন আবু তাহের। একই সঙ্গে সেই প্রচেষ্টায় কমিউনিটির অনেককেই যেমন পাশে পেয়েছিলেন সেটাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন তিনি। আর সে কারণেই এই বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেম্যান হাকিম জেফরিস তার বক্তব্যে টাইম টেলিভিশনের উদ্বোধনী দিনের কথা স্মরণ করে বলেন, মাত্র ৯ বছরে প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটির গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিসরে ভূমিকা রাখতে পারছে, এটা গৌরবের। একই কথা উঠে আসে মেয়র এরিক অ্যাডামসের কণ্ঠেও। তিনি বলেন, টাইম টেলিভিশন নিউইয়র্কের মূল ধারায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশী মেরী জোবায়দা, অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর কুইক মানি এক্সচেঞ্জ'র সিইও মনির হোসাইন, ডা. মাসুদুর রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, কুইন্স ডেমেক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলী, ফার্মাসিস্ট সাহাব আহমদ, ফ্লোরিডা থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক দিনাজ খান, এটর্নী প্যারী ডি সিলভা, শহীদ উদ্দিন, শেখ আল মামুন, অভিনেত্রী ও মডেল মোনালিসা প্রমুখ।

বক্তারা সকলেই বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশে থাকার জন্য টাইম টেলিভিশন ও বাংলাপত্রিকাকে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত হাফিজ আব্দুল্লাহ মুত্তাকি, বাইবেল থেকে পাঠ করেন ডেভিড সরকার এবং গীতা থেকে পাঠ করেন সবিতা দাস। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। সবশেষে বাংলাদেশ থেকে আগত এবং নিউইয়র্কের স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী ও বাউল কালা মিয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাপা'র শিল্পীরা দলীয় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ফাতেমা শাহাব রুমা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ

থেকে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

'আওয়ার হিরো' সম্মাণনা পেলেন যারা

মহামারী করোনাকালে মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধশত জনকে (সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসহ) টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এরা হলেন: প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, লেখক-সাংবাদিক ও বিশ্লেষক হাসান ফেরদৌস, ডা. মাসুদুল হাসান, ডা. মাসুদুর রহমান, ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, ডা. খন্দকার এম রহমান, ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. আতাউল ওসমানী, ডা. বিএম আতিকুজ্জামান, ডা. মোহাম্মদ আলম, ডা. সাঈদুর রহমান চৌধুরী, ডা. এনামুল সবুর, ড. নূরুন বেগম পিএইচডি, ডা. মঞ্জুর মোর্শেদ, এটনী নাজমুল আলম, এটর্নী শেখ সেলিম, এটর্নী মীর মিজানুর রহমান, এটর্নী আহসান হাবীব, এটর্নী পেরী ডি সিলভার, এটর্নী মঈন চৌধুরী, এটর্নী মোহাম্মদ এ আজীজ, এটর্নী ইশরাত সামী, এটর্নী অশোক কর্মকার, মরহুম কামাল আহমেদ (বাংলাদেশ সোসাইটি), ফার্মাসিস্ট শাহাব আহমেদ, মাহতাবুর রহমান (আল হারমাইন), গিয়াস আহমেদ (ইমিগ্রেন্ট হোম কেয়ার), শাহ নেওয়াজ (গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার), আবু জাফর মাহমুদ (আলেগ্রা হোমকেয়ার সার্ভিস), শেখ আল মামুন (মামুন টিউটোরিয়াল), মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (খলিল গ্রুপ), আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী (ডায়নামিক ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং সার্ভিসেস), আরমান চৌধুরী সিপিএ, আহাদ আলী সিপিএ, মোহাম্মদ চিশতী সিপিএ, শমসের আলী (অ্যাপলো ইন্স্যুরেন্স), সাংবাদিক হাবিবুর রহমান ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সালে উদ্দিন সাল (পার্কচেষ্টার রিয়েল এস্টেট), মোহাম্মদ হাসেম (কর্ণফুলী ট্যাক্স), মিয়া মোহাম্মদ আফজাল (সেন্ড একাউন্টিং), তোফায়েল চৌধুরী (গ্রীন মেকানিক্যাল), সোহেল আহমেদ ও জাবেদ উদ্দিন (এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন), মইনুজ্জামান চৌধুরী (ইনভেস্টর), ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার (জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডস সোসাইটি), আলীম উদ্দিন (গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস), মোহাম্মদ আবুল কাশেম (কোর ক্রেডিট রিপেয়ার), কাজী হেলাল আহমেদ (আইএফডিসি ক্যাপিটাল গ্রুপ), সেলিনা উদ্দিন (রিয়েলটর), তালুকদার সিফাত রায়হান, বিলাল আহমেদ চৌধুরী (ফোর স্টার ডিষ্ট্রিবিউটর), আরমান চৌধুরী সিপিএ, নাঈমা খান (খানস টিউটোরিয়াল), আবু বকর হানিপ (ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সাইয়েন্স এন্ড টেকনোলজি), আলহাজ শামসুল ইসলাম (ফাতেমা ব্রাদার্স), শাহীন খালিক (কাউন্সিলম্যান, পেটারসন), ফরিদা ইয়াসমীন (বাফা), জাহিদ মিন্টু (গ্রেটার নোয়াখালী সমিতি), আকিব হোসাইন (মেডোব্রুক মর্টগেজ), আব্দুর রহমান হাওলাদার (পপুলার ড্রাইভিং স্কুল), মোহাম্মদ আলী ও আমিন মেহেদী (বাংলাদেশী-আমেরিকান সোসাইটি), ইকবাল আলী (সিটি পার্ক ওজনপার্ক সিভিলিয়ার পেট্রোল), আবু নাসের (এসএনআর কন্স্ট্রাকশন), ড. জাহাঙ্গীর কবীর (লীড টিচার), কবীর চৌধুরী (মক্কা মাল্টি সার্ভিসেস), সুসান ল্যাকার (কোপেল মাজদা গ্রুপ), নূরুল হুদা হারুন (ওমনি মর্টগেজ), জাকির চৌধুরী সিপিএ, প্রফেসর এহতেশামুল হক (সাউথ ইস্ট ইউএসএ), নাফিউল ইসলাম পান্না (ইউনিভার্সেল ফারফিউম), দিনাজ খান (ইউএস এক্সচেঞ্জ ইন ফ্লোরিডা), মোহাম্মদ এফ রহমান জহির (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা), মোহাম্মদ বদরুল হক (মরিয়ম ফুড), এম এ আজীজ (ইউটিসি এসোসিয়েটস), গোলাম মওলা মানিক (মুন্সী আখতার আলী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি), মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল (আল নূর কালচারাল সেন্টার), সালাম ভূইয়া (বিসমিল্লাহ হালাল পোল্ট্রি), তুষার ভূইয়া (রিয়েল এস্টেট), ওয়াসি চৌধুরী (ওয়াসি চৌধুরী এন্ড এসোসিয়েটস), মইনুল ইসলাম (মেগা হোল রিয়েলটি), ফাহিম জান (রেসিডেন্টশিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার), সৈয়দ আল আমীন রাসেল (ফ্রেস রুটি পরটা), মাহবুবুর রহমান মুন্না (সিলেট মটরস), রকি আরিয়াহ (স্টার ফার্নিচার), গৌরভ কুটারী (পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসী), মেরী জোবায়দা (কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট), মৌমিতা আহমদ (কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট), আনোয়ার খান (ওজনপার্ক), ইফতেখার চৌধুরী রিংকু (চেভরন এন্ড চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ), মোহাম্মদ মনির হোসেন (কিক মানি সার্ভিসেস), খলিল আহমেদ (প্রিমিয়াম ফুডস), মোহাম্মদ গিয়াস আহমেদ (বি এন্ড আর পারফিউম), দেওয়ান এম আলামীন (টিডিএস ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ), মামুনুর রশীদ (প্রো হেলথ হোমকেয়ার), মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বাসার (গ্লোবাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস), রুহুল আবেদীন (গ্লোবাল মাল্টি সাভিসেস), মনির আহমেদ (বিডি ট্যাক্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং), সৈয়দ জাকি হোসেন (পিনটেল কফি), ইসমাইল আহমেদ (আই রিকম), জুয়েল আহমেদ (আফতাব সুপার মার্কেট), মাইনুদ্দীন পিন্টু, সাইফুল ইসলাম, আসিফ চৌধুরী, স্মার্ট টেক আইটি সলিউশন ও বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)। খবর ইউএনএ'র।

৩৫ দেশের ‘এন আর বি বিজনেসম্যানদের’ নিয়ে দুবাই গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ও বিজনেস আমেরিকান ম্যাগাজিন আয়োজনে গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী শেষ হলো গ্লোবাল এন আর বি বিজনেস কনফারেন্স দুবাই মিলিনিয়াম হোটেলে। উদ্বোধনী বকতব্য দেন দুবাই এর শেখ ডঃ জুমা মাডানী। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্য দেশ থেকে বাংলাদেশী বিজনেস আইকনদের এই মহাসম্মেলন দেখে আমি সত্যিই অভিভুত হয়েছি। তিনি বাংলাদেশী বিজনেসম্যানদের দুবাইতে বিনিয়োগ করবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বিনিয়োগ কারীদের সকল ধরনের সাহায্য করবেন বলেও ঘোষনা দেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দুবাইয়ের এমবাসার ডঃ মুহাম্মদ আবু জাফর , বিশেষ অতিথি হিসেবে কনসাল জেনারেল জামাল হোসেইন।

দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বকতব্য রাখেন গ্লোবাল এনআরবি বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা বিলিনিয়ার ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক ডঃ কালি প্রদিপ চোধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বকতব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেকটর জেনারেল আবুল হায়াত নুরুজজামান, আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের (এবিসিসিআই) এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ, ব্যারিষটার মনোয়ার হোসেইন সিংগাপুর চেম্বার অব কমাসের সভাপতি সাহিদুজজামান , এম ডি এস ইসলাম নাননু জাপান, ব্রিটিশ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (সামারসেট) সভাপতি করিম মিয়া শামিম , একাউন্টেট নোমান রোহিদ, জাপান চেম্বার এন্ড কমার্সের ডাঃ শেখ আলুজজামান, অস্ট্রেলিয়া চেম্বার অব কমার্সের জাফর হায়দার , বাংলাদেশ ডেফোডেনট ইউনিভারসিটি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী, ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটির চান্সেলর আবু বকর হানিফ, প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডঃ কালি প্রদীপ চোধুরী বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে গ্লোবাল এনআরবি বাংলাদেশী বিজনেসম্যানদের দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান থাকলে সারা বিশ্বেই আমরা ব্যবসা করতে পারবো। তিনি অরগানাইজারদের ধন্যবাদ জানান।

আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী এবং আমেরিকান পলিটিশিয়ান গিয়াস আহমেদ বলেন, বহিঃবিশ্বে আমাদের অর্জন অনেক। আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও ভালো ভালো ইউনিভারসিটিতে যাচ্ছে , ভালো চাকরি এবং বিজনেস করছে। কিন্তু বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস লংঘন, বিরোধী রাজনীতিবীদদের হত্যা, দুর্নীতি , সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের অভাবে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের দুর্নামে প্রবাসীদের মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করে আরো বলেন বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগের কোন পরিবেশ নেই।

গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্সে এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ শাহিদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে উপস্থাপন করতে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছি কিনতু বাংলাদেশে সেই পরিবেশ নেই।

আরো উপস্থিত ছিলেন, আল মাতিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান জুমা মাদানি, গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের মালিক শাহ নেওয়াজ , এনআরবি ওয়ার্ল্ডের সেক্রেটারি আইয়ুব আলী বাবুল, বিজনেস আমেরিকার এডিটর এনামুল হক এনাম অধিবেশনে ৩৫ দেশ থেকে প্রায় ২০০ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি ও কূটনৈতিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সেক্টরের শতাধিক বিনিয়োগকারী এবং সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী সংগঠন ও তাদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমিরাত ও আগত অতিথি ব্যবসায়ীদের সম্মাননা প্রদান করা হয় সম্মেলন শেষের দিন জনাব মাহতাবুর রহমান নাসের সকলকে তার বাসভবনে খাবারের ব্যবসহা করেন এবং সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। । শেষ দিনে সমুদ্র ভ্রমনের মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

রমজানের আগে জ্যাকসন হাইটসে চালু হচ্ছে খলিল বিরিয়ানী হাউসের তৃতীয় শাখা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকার পর এবার জ্যাকসন হাইটসে চালু হচ্ছে খলিল বিরিয়ানী হাউসের তৃতীয় শাখা। ৭৪-১০ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস ঠিকানায় আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা দিবসে প্রতিষ্ঠানটি পুরোদমে চালু হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান।

শেফ খলিল জানান, জ্যামাইকায় দ্বিতীয় শাখা চালুর পর থেকে অনেকের দাবী ছিলো জ্যাকসন হাইটসে একটি শাখা খোলার। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই আমরা এই শাখা চালু করতে যাচ্ছি। চলছে নতুন শাখার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সাজসজ্জার কাজ। আশা করছি আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী জ্যাকসন হাইটস শাখা চালু করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দূর-দুরান্ত থেকে যারা জ্যাকসন হাইটসে বাজার করতে আসবেন তাঁরা জ্যাকসন হাইটসেই খলিল ফুডস এর সুস্বাদু খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, জ্যাকসন হাইটস শাখায় খাবারে সম্প্রসারিত মেনুতে নতুনত্ব ও চমক থাকবে। পর্যায়ক্রমে নিউ ইয়র্ক সিটির অন্যান্য বরোতেও শাখা খোলা হবে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের খলিল ফুডসের খাবারের স্বাদ নেয়ার জন্য আহবান জানান। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সমর্থনে নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সমর্থনে গত ১৬ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এস্টোরিয়া জালালাবাদ ভবনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটবাসীর আয়োজনে উক্ত সমাবেশে আগামী ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের জন্য ভোট চাইতেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইয়ামিন রশীদের সভাপতিত্বে এবং জালালাবাদ এসাসিয়েশানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ ও সিলেট সদর সমিতির হুমায়ূন চৌধুরীর পরিচালনায় প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত মিজানুর রহমান শেফাজ। এরপর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি শেলী মুবদী, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবুল মোমিত ফুয়াদ, অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম, এমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, আব্দুল মালেক খান (লায়েক), মইনুজ্জামান চৌধুরী, গোলাম রব্বানী খান, মঞ্জুর চৌধুরী, মাসুক মিয়া, দুরুদ মিয়া রনেল, হাসনাতসহ প্রবাসী সিলেটবাসীর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তারা উন্নয়নের ধারা অব্যাত রাখতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে আবারো নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানান। বক্তারা আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সারাবিশ্বের কাছে বিস্ময় ও রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বাংলাদেশে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। কয়েকজন বক্তা প্রবাসীদের জন্য একটি দিবস সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের ভুমিকারও প্রশংসা করেন।

একজন বক্তা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলাম রব্বানী খান জালালাবাদ ভবনে তাঁর প্রথম আগমন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তিনি ভেবছিলেন জালালাবাদ ভবন নামে যা শুনেছেন তা হয়তো কোন গুদামঘর জাতীয় কিছু হবে, কিন্তু জালালাবাদ ভবন যে এতো উপযোগী এবং সুন্দর হবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তিনি বলেন নানা অপপ্রচার শুনে তিনি কিছুটা হতাশ ছিলেন তবে এদিন স্বচক্ষে দেখে তাঁর ধারনা সম্পুর্ণ বদলে গেছে। তিনি ভবনকে একটি 'গোল্ডমাইন' হিসেবে বর্ণনা করে এটিপ্রবাসী জালালাবাদবাসীর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন বলে মন্তব্য করে আগামীতে সবধরনের সহেযাগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অপর একজন বক্তা এডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলামও জালালাবাদ ভবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ভবনটি জালালাবাদবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন এবং এই অর্জনের পেছনে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতির ভুমিকার কথা উল্লেখ করে আরেকজন, ময়নুজ্জামান চৌধুরীর নেপথ্যের ভুমিকার কথাও উল্লেখ করে তাঁকে উপস্থিত সকলের মাঝে 'দাদাভাই' হিসেবেও পরিচয় করিয়ে দেন।

নিউইয়র্কে রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরীর

পরিচয় ডেস্ক: ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের কুইন্সের রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এসময় তার সাথে ছিলেন কুইন্স এর এসেম্বলীমেম্বার স্টিভেন রাগা, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স এর প্রেসিডেন্ট টম গ্রিজ, জজ এবং চিজ অফ স্টাফসহ অন্যান্যরা।

এই সময় তারা ৭৮স্টীট থেকে ৬৭স্টীট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভিজিট করেন। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিলো রেষ্টরেন্ট, গ্রোসারী, বার বার শপ, ক্লথিং স্টোর। এ পরিদর্শনকালে তারা ব্যবসায়ীদের সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেন। ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যা তুলে ধরেন যেমন-গার্বেজ সমস্যা, ফুটপাত সমস্যা, অনেক ধরনের ক্রাইম ইত্যাদি।

এসময় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে চান এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, "ব্যবসায়িক সমিতিতে যারা আছেন, তারা প্রোএক্টিভ থাকবেন। আপনাদের সমস্যাগুলো জনপ্রতিনিধির কাছে তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে যাতে করে তারা সমাধান করতে পারে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, আশা করি আপনারা তার সুফল পাবেন।"

ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বোপরি একটি নিরাপদ এবং পরিচ্ছন্ন কুইন্স দেখার উদ্দেশেই এমন পরিদর্শনের আয়োজন বলে জানান এটর্নী মঈন চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গাইবান্ধায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত 'মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ'র প্রয়াত চার সংগঠককে স্মরণ করলো নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার জন্য গাইবান্ধায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত 'মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ'র প্রয়াত চার সংগঠককে স্মরণ করলো নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত শনিবার (২৩ মার্চ) সন্ধায় নিউইর্কর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক লুৎফর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়ালিউর রহমান রেজা, সদস্য শাহ্ আব্দুল হামিদ ও সদস্য ডা. মফিজার রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন নিউইয়র্কর সর্বস্তরের মানুষ।

মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে 'যারা এঁকেছে এই মানচিত্র' শিরোনামে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা আয়োজিত স্মরণ অনুষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ্ আব্দুল হামিদের নামে জাতীয় সংসদে একটি কক্ষের নাম এবং মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য গাইবান্ধার ৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও আর্ন্তজাতিকভাবে গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে প্রতিটি এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তার সেই নিদের্শেই গাইবান্ধা মহকুমায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমূল হুদা। অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ, সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়্যার ভেটেরান্স ১৯৭১ ইউএসএ'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশীদ আনোয়ার বাবলু ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি।

এছাড়াও বক্তব্য দেন ওপেন আইজ নিউইয়র্ক'র অন্যতম সংগঠক মুজাহিদ আনসারী, যুক্তরাষ্ট্র একুশে চেতনা পরিষদের সভাপতি ড. উবায়দুল্লাহ মামুন ,প্রয়াত ডা. মফিজার রহমানের পুত্র এম মাসুদুর রহমান, প্রয়াত ওয়ালিউর রহমান রেজার ভাগিনা ইসাম হায়াত সংকেত,প্রোগ্রেসিভ ফোরামের নেতা জাকির হোসেন বাচ্চু প্রমূখ।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে করতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, যদি সেই সময় সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বাঙালিদের সংগঠিত না করতেন, দিকনিদের্শনা না দিতেন তা হলে হয়ত মুক্তিযুদ্ধ আরও দেরি হতো।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সনজীবন কুমার। স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাহফুজুল ইসলাম তুহিন ও মুক্তি সরকার। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন দীলিপ মোদক।

অনুষ্ঠানে চার সংগঠকের জীবনী পাঠ করেন নাজমা বেগম,প্রতীমা সরকার, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা ও প্রশান্ত সরকার।

প্রধান অতিথির ভাষণে কনস্যাল জেনারেল নাজমুল হুদা মুক্তিযুদ্ধে চার সংগঠকের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন,মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় ইতিহাসের কথা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা,আদর্শ-উদ্দেশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরুন,যাতে করে সঠিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

'যারা এঁকেছে এই মানচিত্র, অনুষ্ঠানকে 'পিপলস্ হিস্ট্রি'র অনন্য উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, সেই বিভ্রান্তির বিপক্ষে আজকের মত অনুষ্ঠান ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করাই এখনকার চ্যালেঞ্জ। সব গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে এক হয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মূলোৎপাটন করতে হবে।

ফজলুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার মানুষকে সেই সময় সংগ্রাম পরিষদের নেতার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে জাতীয় মুক্তির মোহনায় দাঁড় করান। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ বলেন, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এই সংগঠকরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এনাদের মত সংগঠকদের নেতৃত্বে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

সুব্রত বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে ৭২ সালের চার মূলনীতি পুণ:প্রতিষ্ঠিত করলেই মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বপ্ন ও আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তার বাস্তবায়ন হবে।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, এই সংগঠনটি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই আয়োজন এখানকার বাংলাদেশিদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তারা বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি আঞ্চলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের উচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় কথা বলেন ওয়ালিউর রহমান রেজার কন্য ওয়াফি রহমান অনন্যা। অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যদের কাছে চার সংগঠকের প্রতিকৃতি হস্তান্তর করেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিল্পী শাহ ও মাহবুব,সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুক্তি সরকার,চামেলী গোমেজ, সোন্দর্য রায়।

ভিসা ছাড়া তুরস্কে যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬ দেশের নাগরিকরা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

গেজেটে এ সংক্রান্ত একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি প্রকাশ করা হয়েছে।

দেশগুলো হলোড় যুক্তরাষ্ট্র, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, সৌদি আরব এবং ওমান।

উপরোক্ত ৬ দেশের নাগরিকরা প্রতি ১৮০ দিনে তুরস্কে ভিসা ছাড়াই সর্বোচ্চ ৯০ দিন অবস্থান করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ২৩ ডিসেম্বর এ ডিক্রি জারি করেছেন। পরবর্তীতে এটি অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।তুরস্কের বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আইনের ১৮ নম্বর ধারায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তুরস্কে প্রতি বছর অসংখ্য পর্যটক ঘুরতে যান। আরও বেশি পর্যটক টানতেই ছয়টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত সেবা চালু করা হয়েছে। পর্যটন খাতের ওপর নির্ভরশীল তুরস্কের অর্থনীতিড় এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

ভিসা জটিলতা দূর করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে ভিসা তুলে দিচ্ছে।

এর আগে গত ২৪ নভেম্বর ভিসা ছাড়া ৬ দেশের নাগরিকদের ভ্রমণের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দেয় এশিয়ার দেশ চীন। এসব দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়া চীনে গিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য অবস্থান করতে পারবেন। এ সময়ের মধ্যে তারা ভ্রমণ ও ব্যবসায়িক কাজ করতে পারবেন।

দেশগুলো হলো ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন এবং মালয়েশিয়া। তবে এ সুবিধা আগামী ১ বছরের জন্য পাবেন এসব দেশের নাগরিকরা। সময়টি হলোড় ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এটি মূলত একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। যদি এতে সাড়া এবং সুফল পাওয়া যায় তাহলে পরবর্তীতে এই সুবিধার মেয়াদ বাড়ানো হবে। সূত্র: ডেইলি সাবাহ, বিবিসি

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

মারিজুয়ানার রমরমা বৈধ ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রে, বছরে বিক্রি ৩৪ বিলিয়ন ডলারের বেশী

পরিচয় রিপোর্ট: মারিজুয়ানার রমরমা ব্যবসা এখন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৩ সালে বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলারের বেশী মারিজুয়ানা। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সবকয়টি ষ্টেটে মারিজুয়ানা বিক্রি এখনো বৈধ নয়। ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, ইলিনয় প্রভৃতি ষ্টেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ মারিজুয়ানা বৈধভাবে কেনাবেচা ও সেবন করা যায়। ষ্টেট লাইসেন্সের মাধ্যমে দোকান খুলে ব্যবসাও করা যায়।

২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশী মারিজুয়ানা বিক্রি হয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ায়, গড়ে প্রতি মাসে ৪২৩ মিলিয়ন ডলার, এরপরেই রয়েছে ইলিনয় ষ্টেট, যেখানে গড়ে প্রতি মাসে বিক্রয় হয়েছে ১৪৩.৯ মিলিয়ন ডলারের মারিজুয়ানা। ম্যাসাচুসেটস ষ্টেটে বিক্রয় হয়েছে গড়ে প্রতিমাসে ১৩২.৬ মিলিয়ন ডলারের মারিজুয়ানা। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে লাইসেন্স সংক্রান্ত মামলার কারণে সীমিত সংখ্যক (৪৩টি) দোকানের মাধ্যমে সমগ্র বছরে বিক্রি হয়েছে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের মারিজুয়ানা। তবে নিউ ইয়র্কে মামলার নিষ্পত্তির পর মারিজুয়ানার চাষাবাদ ও বিক্রয় ২০২৪ সালে কয়েকগুণ বেড়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন ষ্টেট নারকোটিকস বোর্ডের কর্মকর্তারা ।

ভিসা ছাড়া তুরস্কে যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬ দেশের নাগরিকরা

পরিচয় ডেস্ক: ভিসা ছাড়াই এখন থেকে তুরস্কে যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ছয় দেশের নাগরিকরা। গত রোববার (২৩ ডিসেম্বর) তুরস্কের অফিসিয়াল *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ভ্যাকসিন নিলেই কমবে কোলেস্টেরল! ঝুঁকি কমবে হৃদরোগেরও, চমকে দেওয়ার মতো আবিষ্কার

পরিচয় ডেস্ক: ভ্যাকসিন নিলে কমবে কোলেস্টেরলের মাত্রা! কমবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও। শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কোলেস্টেরল। কোষগঠন ও *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নিম্ন আয়ের প্রবাসীদের ১০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়ার পক্ষে বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: নিম্ন আয়ের প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর সময় ১০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি আরো বলেন, 'যারা বেশি রেমিট্যান্স *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভার্সাই চুক্তির মত বাংলাদেশে ২০২৪-র নির্বাচন কি আর একটি নির্বাচনের পদধ্বনি মাত্র?

শিতাংশু গুহ : স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হবার পর ৭ই মার্চ ১৯৭৩ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনটি ভালোই ছিলো। এরপর বঙ্গবন্ধু হত্যা, *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কের কেনেডি ও লস এঞ্জেলেস বিমানবর্দরে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ, বেশ কয়েকজন আটক

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি ও লস অ্যাঞ্জেলেস এর নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিক্ষোভ করেছেন ফিলিস্তিনের সমর্থকেরা। বিমানবন্দর দুটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ততম এলাকা। সেখান থেকে সর্বমোট ৬২ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। নিউইয়র্কের পোর্ট অথরিটি পুলিশ বিভাগ বলেছে, কুইন্সে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর এলাকায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

সাংবাদিকতায় হুমকি চ্যাটজিপিটি, নিউইয়র্ক টাইমসের মামলার কেন্দ্রে এলএলএম

পরিচয় ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাটজিপিটির মূল প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস যুগান্তকারী আইনি লড়াইয়ে নেমেছে। কয়েক শ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলায় স্বত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় মূল বিতর্কের বিষয় হলো- সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে চ্যাটবটের মাধ্যমে অবাধে প্রচার। মামলার সবচেয়ে গুরুতর দিক হলো- চ্যাটজিপিটিকে সাংবাদিকতার জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থান করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। কিন্তু কেন? লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএমের ব্যবহারের এর উত্তর মিলবে। এআই বটকে প্রশিক্ষিত করতে এই এলএলএম ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা নিয়েই আপত্তি তুলেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমটি। অভিযোগে বলা হয়, এলএলএমের জন্য চ্যাটজিপিটি নিউইয়র্ক *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

২০২৩ সালে বিশ্বের শীর্ষ ধনী যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ক ২০২৩ সালেও বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তকমা পেয়েছেন। ২০২১ সালে জেফ বেজোসকে ছাড়িয়ে প্রথমবার শীর্ষ ধনীর স্থান দখল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK